পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 231 Sunday, 21 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৩১ সংখ্যা ❋ ৫ শ্রাবণ ১৪৩১, রবিবার, ২১ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

একুশের মঞ্চে থাকছেন অখিলেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বড় চমক। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে মঞ্চে থাকছেন অখিলেশ যাদব। একথা জানান তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সূত্রের খবর, রবিবারই কলকাতায় পৌঁছনোর কথা অখিলেশের। এদিকে, শনিবার রাত ৮টা নাগাদ একুশের সমাবেশ স্থল পরিদর্শনে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কুণাল ঘোষ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে একুশের সমাবেশে যোগ দিতে আসছেন অখিলেশ যাদব। সূত্রের খবর, রবিবারই হয়তো শহরে আসতে পারেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো। উল্লেখ্য, অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক রয়েছে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় তৃণমূলের হয়ে প্রচারে এসেছিলেন জয়া বচ্চন। সৌজন্যের সেই রীতি বজায় রেখে পরের বছর উত্তরপ্রদেশে ভোটের আগে অখিলেশের হয়ে প্রচারে যান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের আগে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই অখিলেশের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। নানা বিষয়ে কথাও হয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতা বাড়ছে বাংলাদেশে। সংরক্ষন বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠায় সেখানে থাকা রাজ্যের পড়ুয়াদের অবস্থা নিয়ে খোঁজখবর নিতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আজ নবান্নের তরফে দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্সিয়াল কমিশনারকে ফোন করে সেখানে থাকা রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীরা কি অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে মন্ত্রকের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রেখে চলার কথা বলা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রয়োজনে আটকে থাকা ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপদে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শনিবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে কোটা মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

৪ শতাংশ ডিএ বাড়াল সরকার

ভূপাল, ২০ জুলাই ঃ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কর্মীদের ডিএ বাড়ালো সরকার। এই মহার্ঘ্য ভাতা কবে বাড়বে, সেদিকে পাখির নজর ছিল লাখ লাখ সরকারি কর্মীদের। তবে এবার সকলের এই অপেক্ষার অবসান ঘটল বৈকি। মধ্যপ্রদেশের সরকারি কর্মীদের ডিএ বাড়ল এবার। সপ্তম বেতন স্কেলে সরকারি চাকরিজীবী ও পেনশনভোগীদের প্রদেয় মহার্ঘ ভাতার হার ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৪ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ডিএ দাঁড়ালো ৪৬ শতাংশে। রাজ্য সরকারে ডেপুটেশনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীচতুর্থ ও পঞ্চম বেতন স্কেলে আনুপাতিক হারে মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে একুশের মঞ্চে মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ আজ ২১ জুলাই, মেগা সমাবেশের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। শনিবার সন্ধে নামতেই তা খতিয়ে দেখতে ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসে চলে এলেন স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। নেত্রী মঞ্চে পৌঁছতেই সামনে দলের নেতাদের ভিড়। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণামের হিড়িক। এসব দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিশেষ পরিদর্শন করেননি। তিনি মঞ্চের নিচে চেয়ারে বসে পড়েন। তাঁর পাশে ছিলেন সায়নী ঘোষ, মালা রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যরা। সেখানেই একে একে নেতারা এসে নেত্রীকে প্রণাম করেন। তিনিও সকলের সঙ্গে কথা বলেন। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু নোট করে নেন নেত্রী। প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের তৈরি হয়েছে একুশে জুলাই, শহিদ সমাবেশের মঞ্চ। তবে এবার মঞ্চসজ্জায় খানিকটা বদল করা হয়েছে। ঝড়বৃষ্টির কথা ভেবে ব্যাকড্রপ চওড়া হয়েছে। এছাড়া সামনের দিকের মঞ্চও খানিকটা বাড়ানো হয়েছে। নতুন মঞ্চ কেমন

হল, তা দেখতে শনিবার সন্ধেবেলাই সেখানে পৌঁছে যান দলনেত্রী। গত কয়েক বছর ধরে ২১ জুলাইয়ের আগের দিন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান। এবার আবার লোকসভা ভোটের দারুণ ফলাফলের পর একুশের সমাবেশ। তাই বিশেষ প্রস্তুতি। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ২১ জুলাই আমরা সকল শহিদ স্মরণে, বিভিন্ন গণ আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করি। আর যত নির্বাচন হোক, তার পর আমরা এই দিনটাকে মা-মাটি-মানুষ দিবস হিসাবে বেছে নিই। সবাই দূর দূর থেকে আসে। সবাইকে বলব, মাথা ঠান্ডা করে আসবেন। বাসে এলে আস্তে আস্তে চালাতে বলবেন, যাতে দুর্ঘটনা না হয়। রেলকে আমরা বলেছিলাম, ১৫ দিন আগে কোনওভাবে যাতে কোনও ট্রেন বাতিল না হয়। রেলে যাঁরা আসবেন, বাইরের দিকে কেউ মাথা ঝোঁকাবেন না। অনেকে এর আগে বাইরের পিলারে ধাক্কা খেয়ে মারা গিয়েছেন। আমরা চাই না এরকম হোক। এইটুকু বলে গেলাম। আমরা এখানে নেতা নয়, সবাই কর্মী। এর পর তিনি জানান, রবিবার আবহাওয়া একটু খারাপ হতে পারে। অখিলেশকে কাল বলেছি, ও আসবে। বুদ্ধিজীবীরা আসবেন। মনে রাখতে হবে, এটা কোনও রাজনৈতিক সমাবেশ নয়। বাংলা মা কে রক্ষা করার লড়াই এটা, বাংলার রক্ষার দেশের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সবাই আসবেন। এর আগে অখিলেশের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক। নিতান্তই 'সৌজন্য সাক্ষাৎ'বলে বর্ণনা করেন অভিষেক। বাংলায় গেরুয়া শিবিরকে কোণঠাসা করার পর দিল্লির রাজনীতিতে আরও গুরুত্ব বেড়েছে তৃণমূলের। এই পরিস্থিতিতে একুশের মঞ্চে অখিলেশের উপস্থিতির খবর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এক্স হ্যান্ডলে রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে শীর্ষে মোদিই, শুভেচ্ছা মাস্কের!

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ নেটদুনিয়ায় এই মুহূর্তে রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফলোয়ার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এক্স হ্যান্ডলে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা পেরিয়ে গিয়েছে ১০ কোটি। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন এক্সের মালিক এলন মাস্ক। মাস্ক তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে অনুসৃত বিশ্বনেতার হওয়ার জন্য অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদি।' মোদিও মাস্কের পোস্টের জবাব দিয়েছেন। তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'এক্স এ একশো মিলিয়ন! এই মাধ্যমে থাকতে পেরে এবং আলোচনা, বিতর্ক, অন্তর্দৃষ্টি, জনগণের আশীর্বাদ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং আরও বহু কিছু করতে পেরে খুশি।' যদিও আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এখনও এগিয়ে মোদির থেকে। তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা পেরিয়েছে ১৩১ মিলিয়ন। অর্থাৎ ১৩ কোটির বেশি। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি যেহেতু রাষ্ট্রনেতা নন, তাই সেই তালিকার শীর্ষে মোদিই। বিশ্বের রাজনীতিবিদদের তালিকায় এর পরই রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর ফলোয়ার ৮ কোটি ৭০ লক্ষের বেশি। বাইডেন রয়েছেন এর পরে। তাঁর ফলোয়ার ৩ কোটি ৮০ লক্ষ। এঁদের পরে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও হিলারি ক্লিন্টন। এক্সে সবচেয়ে বেশি ফলোয়ার অবশ্য মাস্কেরই। তাঁর ফলোয়ার ১৯ কোটি। সারা বিশ্বের নিরিখে এর পরই নাম বারাক ওবামার। এর পর রয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (১১ কোটি ২০ লক্ষ ফলোয়ার)। তাঁর পরই রয়েছে কানাডার গায়ক জাস্টিন বিবার ও বার্বাডোজের রিহানা। এদিকে এদেশের বিরোধী নেতাদের মধ্যে রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিয়াল, অখিলেশ যাদব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা রয়েছেন শীর্ষে।

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ মামলা

দীর্ঘদিন ধরে মামলার শুনানি চলতে পারে না, দ্রুত এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে ঃ বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাইঃ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ১৪৭০০ শূন্যপদের জন্য ২০১৬ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএলএসটি আপার প্রাইমারির নিয়োগ প্রক্রিয়া জন্য পরীক্ষা হয় ওই বছরই। ২০১৭ সালে প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের জন্য একাধিক জটিলতা তৈরি হয়। বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মামলা চলে যায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজেলাসে। মামলাকারীদের পক্ষ থেকে লিস্ট বাতিলের আবেদন জানানো হয়। প্রাক্তন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সেই আবেদন খারিজ করে দেন পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দেন মামলাকারীরা ব্যক্তিগতভাবে অভিযোগ জানাতে পারবেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে। এরপরে মামলা চলে আসে, প্রাক্তন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতেই হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। পাশে আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোন নিয়োগ প্রক্রিয়া করতে পারবেনা স্কুল সার্ভিস কমিশন। কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতির এজ্লাস ঘুরে মামলা যায় বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে। মামলার শুনানিতে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তাহলো স্কুল সার্ভিস কমিশন যে মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে একাধিক অসংগতি প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে বিভিন্ন অসংগতির বিষয়টি যেমন

একাডেমিক মার্কস বাড়ানো, ও এম আর কারচুপি, প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের মেধাতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। সর্বোপরি টেট পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের মূল্যায়ন এবং পুনর্মূল্যায়ন করা। ওএমআর শিট প্রকাশ না করার বিষয়গুলিও মামলার শুনানিতে উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে। বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ডিভিশন বেঞ্চে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী আশীষ কুমার চৌধুরী আদালতে আগেই জানিয়েছেন, বহু চাকরি প্রার্থী তারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে প্রথম প্যানেল প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অথচ চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশের পর দেখা যায় প্রথম প্যানেলে যাদের নাম ছিল তারা অধিকাংশই বাদ পড়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রার্থীদের অন্ধকারে রেখে টেট এর প্রাপ্ত নম্বর বার বার মূল্যায়ন করে যা নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বিরোধী । অথচ এই পুনর্মূল্যায়নের তথ্য স্কুল সার্ভিস কমিশন আজও প্রকাশ করতে পারেনি তাহলে কিসের ভিত্তিতে একজন যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হল এবং ২০১৫ সালের টেট সার্টিফিকেটের মূল্যায়ন করা হলো। তাদের প্রাপ্ত নম্বর জানানো হলো না। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য শুনানির শেষ দিনে একটি হলফনামা জমা দিয়ে এই নিয়োগে চূড়ান্ত দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তিনি সেই হলফ নামায় দাবি করেছেন এই মামলার তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করাটাই বাঞ্ছনীয়। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই মামলায় বর্তমান মেধা তালিকা ভুক্তদের হয়ে আদালতে সওয়াল করছেন। বিকাশের হলফনামা তীব্র বিরোধিতা করতে দেখা যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী ডক্টর সুতনু পাত্রকে। বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ডিভিশন বেঞ্চ সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তিনি মন্তব্য করেন এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে মামলার শুনানি চলতে পারে না তাই মামলার শুনানি আজই শেষ করা হলো এবং দ্রুত এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হবে।

ইডির তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ প্রাথমিক মামলায় শনিবার আদালতে ইডির তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। প্রাথমিকে নিয়োগ মামলার শুনানিতে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল মানিককে। নিজের বক্তব্য তিনি নিজেই জানিয়েছেন। ইডির তদন্তকে স্কুলে পড়াকালীন বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশের অঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানিক জানান, যে কোনও অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানোর আগে তাঁর বিরুদ্ধে কী কী তথ্য রয়েছে, তা জানাতে হয় তদন্তকারী সংস্থাকে। আগেও এই ধরনের নির্দেশের উদাহরণ রয়েছে। আদালত চাইলে এ বিষয়ে ইডির কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারে। কারণ, দিনের পর দিন ইডি দাবি করছে, তদন্ত চলছে। এর পরেই মানিকবাবু বলেন, ''এটা তো সপ্তম অষ্টম শ্রেণির সেই বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ ধরে ওঠানামার অঙ্কের মতো ব্যাপার হচ্ছে। বার বার চার্জ গঠনের সময়ে ইডি দাবি করছে যে, তাদের তদন্ত চলছে।'' পরে আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনেও একই কথা বলেন মানিকবাবু। ইডির তদন্ত প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ''তৈলাক্ত বাঁশে দু'ফুট করে উঠছি। এক ফুট করে নামছি।''

রাজ্য বিজেপির ভেতরে নতুন করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ শুভেন্দু বাবুর বক্তব্য এবং সাফাই এই নিয়েই রাজ্য বিজেপির ভেতরে দ্বন্দ্ব চলছে বলে জানা গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর নয়, যো হামারে সাথ, হাম উনকে সাথ.। দলের সংখ্যালঘু মোর্চাকে আর প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি সায়েন্সসিটিতে আয়োজিত বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠকে এই আওয়াজ তুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই মন্তব্যের জেরে জলঘোলা শুরু হয় দলের ভেতরে। রাজনৈতিক মহলের মতে শুভেন্দুর সরাসরি এই সংখ্যালঘু 'আক্রমণ' রাজ্যে মেরুকরণ আরও তীব্রতর করার উদ্দেশ্যেই। যদিও শুভেন্দুর এই মন্তব্যের সরাসরি সমর্থন জানায়নি রাজ্য বিজেপি। শুভেন্দুর মন্তব্যে জলঘোলা কাটতে না কাটতেই এই ইস্যুতে শনিবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি জামাল সিদ্দিকি। এদিন স্পষ্টত হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, শুভেন্দু দলে নতুন এসেছেন। তিনি দলের অনেক কিছুই ভালো মতো জানেন না। তিনি যা বলেছেন সেটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপিতে সংখ্যালঘু মোর্চা রয়েছে। এই সংখ্যালঘু মোর্চাকে শেষ করা যাবেনা। জামাল সিদ্দিকির এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ফের চাপানউতোর শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। সেই বিতর্কের জেরে বিজেপির ভাবমূর্তি অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারে শাহনাওয়াজ হুসেন ও মোক্তার আব্বাস নকভীর মতো সংখ্যালঘু নেতাকে ক্যাবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দ্বায়িত্ব সামলাতে দেখা গিয়েছিল। এরা সকলেই বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চারই সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এখন শুভেন্দুর এই মন্তব্য দলের সংখ্যালঘু নেতাদের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার করবে সেটাই স্বাভাবিক। যদিও শুভেন্দুর এই মন্তব্যের সরাসরি সমর্থন জানায়নি রাজ্য বিজেপি। শমীক ভট্টাচার্য বলে ন, বিজেপি ১৪০ কোটি ভারতীয়দের কথাই ভাবে। বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম সবাই চলায় বিশ্বাসী বিজেপি। শুভেন্দুর মন্তব্যের আঁচ পড়েছে তাঁর নিজের গড়েও। একে একে মুখ খুলতে শুরু করেছে তমলুকে দলের সংখ্যালঘু মোর্চার নেতারা। শুভেন্দু গড় নন্দীগ্রামের একাধিক সংখ্যালঘু মোর্চারাও রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিরোধী নেতার ঘোষণায়।

আদালতে জামাল, চোখে মুখে দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২০ জুলাই ঃ গ্রেপ্তারির পর আদালতে তোলার সময় ভাবলেশহীন সোনারপুরের 'ত্রাস' জামাল। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপমাত্র নেই। বরং পুলিশের ভ্যানে বসে তাঁর বিরুদ্ধে যাঁরা মুখ খুলেছেন, তাঁদের নামে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করার হুঁশিয়ারি দেন জামালউদ্দিন সর্দার। সোনারপুরের বিজেপি নেতা সমীর নস্কর সোনারপুরের 'ত্রাস' জামাল সর্দারের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, ২০০৬ সালে নিজের দাদাকে কুপিয়ে খুন করেন জামাল। তার আগে ২০০২ সালে এক মহিলাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে জামালের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, সমীরের ছেলেকে অপহরণের ঘটনাতেও জামালের নাম জড়িয়েছে বলেই অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে এদিন আদালতের বাইরে জামালকে প্রশ্ন করা হয়। তাঁর দাবি, সমীর নস্কর নামে ওই বিজেপি নেতা চক্রান্ত করে তাঁকে ফাঁসিয়েছেন। জামালের হুঁশিয়ারি, আমার বিরুদ্ধে যাঁরা সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছেন, তাদের নামে হাই কোর্টে মামলা করছি। প্রাসাদোপম বাড়ির মালিক জামাল। তাঁর বাড়ির ভিতর এলাহি ব্যবস্থাপনা। অবশ্য জামালের আয়ের উৎস তেমন কিছু নেই। নিজের বাড়ির ভিতরে আলাদা পৃথিবী গড়ে তুলেছিলেন জামাল। অভিযোগ, সেখানে সালিশি সভা বসাতেন তিনি। সেই সালিশি সভাতেই শিকলে বেঁধে মহিলাকে নির্যাতন করেছিলেন জামাল। যা নিয়ে হইচইয়ের পর থেকেই এলাকাছাড়া হয়ে যান সোনারপুরের 'ত্রাস'। সরাসরি কিছু না বললেও জামালের দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। 'নিজের সাম্রাজ্য' হাত ছাড়া হয়ে জঙ্গলে রাত কাটান তিনি। ঘুঁটিয়ারি শরিফে শ্বশুরবাড়ির এলাকায় গা ঢাকা দেন। স্ত্রী-সন্তানের খোঁজ নিতে শাশুড়িকে ফোন করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান জামাল। শুক্রবার সন্ধেয় তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার তোলা হয় বারুইপুর মহকুমা আদালতে।

আজ থেকে রাজ্যজুড়ে আলুর জোগানে টান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ আজ রবিবার থেকে রাজ্যজুড়ে টান পড়তে পারে আলুর জোগানে। অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। যার জেরে আমজনতার মাথায় হাত। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আলুর দাম কমাতে ক্রমাগত সরকারি চাপে জেরবার তাঁরা। ভিনরাজ্যে রপ্তানিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এসবের প্রতিবাদেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিলেন আলু ব্যবসায়ী সমিতি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সপ্তমে চড়েছে আলুর দাম। রাজ্য সরকারের একাধিক নির্দেশিকা জারি, কড় পদক্ষেপের পরও খুব বেশি লাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ নির্দেশ ছিল, রাজ্যের চাহিদা পূরণ ও দাম নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি চলবে না। রপ্তানি বন্ধে কড়া নজর রাখতে বিভিন্ন সীমানায় কড়া পাহারা বসেছে। যা নিয়ে ঘোর আপত্তি আলু ব্যবসায়ীদের। শনিবার বাঁকুড়ার জয়পুরের এক বেসরকারি হোটেলে বৈঠকে বসেছিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। সেখানেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিদ্যুত্বরণ প্রতিহার জানান, রাজ্য সরকার রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

পুরো বাংলাদেশে জারি কারফিউ, মৃত্যু বেড়ে ১০৫!

ঢাকা, ২০ জুলাই ঃ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতা বাড়ছে বাংলাদেশে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। অবস্থা শান্ত হওয়ার লক্ষণ সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ, শনিবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে কোটা মামলার শুনানি হওয়ার কথা। কিন্তু শুক্রবার ছুটির দিন সত্ত্বেও চলে দফায় দফায় সংঘর্ষ। ঝরেছে রক্ত। শনিবার ঢাকা মেট্রো স্টেশনেও আন্দোলনকারীদের আগুন লাগিয়ে দেওয়ার খবর সামনে এসেছে। আর এর মধ্যেই শুক্রবার রাতে পুরো বাংলাদেশে কারফিউ জারি করে সেনা নামিয়েছে হাসিনা সরকার। শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (সংবাদমাধ্যম) ফারুক হোসেন জানান যে, শুক্রবার দুপুর থেকেই পরবর্তী নির্দেশ ঘোষণা নাহওয়া পর্যন্ত রাজধানীতে সব ধরনের সভাসমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ। এই উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেই শুক্রবারও আরও অন্তত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বেসরকারি সূত্রে খবর। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০৫-এ।যদিও সরকারি তরফে নির্দিষ্ট করে মৃতের সংখ্যা বলা হয়নি। শুক্রবারও বাংলাদেশ জুড়ে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি পালন করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সংগঠন। এই আবহে আন্দোলনকারীরা শুক্রবার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে। ঢাকার উত্তরা, মহম্মদপুর, বাড্ডাসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে আন্দোলনকারী ছাত্রদের। শুক্রবার সকাল থেকেই ঢাকার রাস্তায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যদের দেখা যায়। কিন্তু আওয়ামি লিগের বহু নেতাকর্মীও লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমেছে আন্দোলন দমন করতে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে এদিন সকাল থেকে হেলিকপ্টারে টহল দেওয়া হয়। অন্যদিকে, উত্তপ্ত অবস্থার জেরে বাতিল হয়েছে মৈত্রী এক্সপ্রেস। জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ঢাকায় কোনও ট্রেন প্রবেশ করবে না। ঢাকা থেকে কোনও ট্রেন কোথাও যাবেও না। তবে বাংলাদেশে থাকা প্রত্যেক ভারতীয়ই নিরাপদ রয়েছেন বলেই জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। পরিজনদের আশ্বস্ত করে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন। ভারতীয় ও ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য পরামর্শ বার্তা জারি

করা হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে। গণপরিবহণ এড়াতে ও বাইরে যতটা সম্ভব কম বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জরুরি নম্বর চালু করা হয়েছে ভারতীয়দের জন্য। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহি, খুলনার মতো জেলার জন্য আলাদা আলাদা ফোন নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে। তবে বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি বিদেশ মন্ত্রক। বিষয়টিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ''বাংলাদেশে ভারতের প্রায় সাড়ে আট হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিপুল সংখ্যক সেখানে মেডিক্যাল পড়ে। প্রত্যেকেই নিরাপদ এবং সুস্থ রয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। আমরাও তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখছি। কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে প্রস্তুত।'' সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন যে, ''এস জয়শঙ্কর নিজে গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখছেন।'' প্রসঙ্গত, সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দিনকয়েক ধরেই তপ্ত বাংলাদেশ। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে উত্তাল ভারতের পড়শি দেশের পথে নেমেছেন হাজার হাজার পড়ুয়া। তাঁদের রুখতে নামে পুলিশপ্রশাসন। আন্দোলনকারীরাও আন্দোলন থামাতে নারাজ। এদিন, নরসিংদীর কারাগারে হামলা চালিয়েছে আন্দোলনকারীরা। কারাগারের কয়েকশো বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। আন্দালনকারীরা ওই কারাগারে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকেল তিনটেয় ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ডেকেছিল বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। শাসকদল আওয়ামি লিগ সমাবেশ ডেকেছিল বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে। ঢাকা পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বড় ধরনের হিংসা ও প্রাণহানির আশঙ্কাতেই জমায়েতে রাশ টানার চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও হিংসা ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছে।

ফ্রি-তে বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি, মহিলাদের ১০০০ টাকা দেবে আম আদমি পার্টি

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাঁচটি গ্যারান্টি দিলেন। শনিবার পঞ্চকুলার ইন্দ্রধনুষ অডিটোরিয়ামে আপ পাঁচটি গ্যারান্টি চালু করেছে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, সুনীতা কেজরিওয়াল এবং রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং এই অনুষ্ঠানে ছিলেন। জানা গিয়েছে, বিনামূল্যে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিনামূল্যে শিক্ষা, মা'বোনদের জন্য মাসে এক হাজার টাকা করে দেওয়া, প্রত্যেক যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আম আদমি পার্টি। মনে করা হচ্ছে, দিল্লি, পঞ্জাবের মতো হরিয়ানাতেও একই মডেল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে আম আদমি পার্টি। হরিয়ানায় বিনামূল্যে অনেক সুযোগসুবিধা দেওয়ার গ্যারান্টিও দিয়েছে দল। এর মধ্যে বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাও রয়েছে। এ ছাড়া রাজ্যের সব মা'বোনেদের প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়ার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ- আপ দিল্লি এবং পাঞ্জাবের মতো হরিয়ানাতেও নিজেদের মডেল প্রয়োগ করেছে। কেজরিওয়ালের গ্যারান্টিতে বলা হয়েছে, হরিয়ানার মানুষের পুরনো সব গৃহস্থালি বিল মকুব করে দেওয়া হবে। দিল্লি, পঞ্জাবের মতো ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে হরিয়ানাতেও। ভালো ও বিনামূল্যে চিকিৎসা- দিল্লি ও পঞ্জাবের মতো প্রতিটি গ্রাম ও শহরের প্রতিটি এলাকায় মহল্লা ক্লিনিকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। সকল সরকারি হাসপাতালের পুনরুজ্জীবন ও নতুন সরকারি হাসপাতাল নির্মাণের নিশ্চয়তা। ছোটখাটো হোক বা বড়, প্রত্যেক হরিয়ানভির সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিনামূল্যে হবে। সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ, অপারেশন ও চিকিৎসা ফ্রি হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষার গ্যারান্টি -দিল্লি ও পঞ্জাবের মতো হরিয়ানার শিক্ষা মাফিয়াদেরও নির্মূল হওয়া নিশ্চিত। সরকারি স্কুল ভালো করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি স্কুলের গুন্ডামি বন্ধ করা, বেসরকারি স্কুলের বেআইনি ফি বাড়ানো বন্ধ করারও নিশ্চয়তা দিয়েছে দল। প্রত্যেক যুবককে কর্মসংস্থান- প্রত্যেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা করা হবে। পঞ্জাবে মাত্র দু'বছরে ৪৫ হাজার সরকারি চাকরি ও ৩ লক্ষেরও বেশি মানুষের বেসরকারি কর্মসংস্থান, দিল্লিতে আড়াই লক্ষ সরকারি চাকরি এবং ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষের বেসরকারি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এবারও জনপ্লাবনে ভাসবে একুশে জুলাইয়ের সভা, প্রত্যয়ী মমতার তৃণমূল

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ রবিবার, ছুটির দিন ধর্মতলা ভাসবে জনপ্লাবনে, রাজ্যের সব প্রান্ত মিশবে ধর্মতলায়। এমনটাই আশা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা ভোটে দারুণ ফলাফলের পর এটাই তৃণমূলের প্রথম মেগা কর্মসূচি। যাবতীয় প্রায় শেষ। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূলের কর্মীরা কলকাতামুখী হতে শুরু করে দিয়েছেন। সল্টলেক মেলা প্রাঙ্গণ, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, আলিপুর, হাওড়া ও শিয়ালদহের একাধিক লজ-সহ শহরের নানা প্রান্তে কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মূল মঞ্চ তৈরির কাজ প্রায় শেষ। মূল মঞ্চের মাপ ৫২২৮ ফুট। এছাড়াও আরও দু'টি মঞ্চ রয়েছে মূল মঞ্চ লাগোয়া। তার মধ্যে একটি মঞ্চ ৪৮২৪ ফুট। অন্যটি ২০২৪ ফুট। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্থানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখবেন, পোডিয়াম রাখা সেই অংশটি বেশ খানিকটা প্রসারিত। একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে গত শনিবার সকালেই উলুবেড়িয়ায় সাইকেল মিছিল করেছে তৃণমূল। ধুলাসিমলা অঞ্চলের এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মন্ত্রী পুলক রায়।

অযোধ্যা হাইওয়েতে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝুপড়িতে ট্রাক, মৃত ৪

লখনউ, ২০ জুলাইঃ উত্তর প্রদেশের লখনউতে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন। বিবিডি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অযোধ্যা হাইওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বালিবোঝাই ট্রাক উল্টে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৪ জনের। নিহতদের মধ্যে দু'টি শিশুও রয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে।নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি রাস্তার পাশে একটি ঝুপ।তে ধাক্কা মারতেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিস চালক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। ট্রাকটি ঝুপড়ির ভিতরে ঘুমন্ত দম্পতি ও তাঁদের দুই সন্তানের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়। ওই মহিলা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ৩৫ বছর বয়সী উমেশ, যিনি পেশায় একজন টাইল শ্রমিক, তাঁর স্ত্রী নীলম (৩২), ছেলে গোলু (৪) ও সানি (১৩) এবং মেয়ে বৈষ্ণবীর সঙ্গে অযোধ্যা হাইওয়ের পাশে একটি ঝুপড়িতে থাকতেন। শনিবার ভোররাতে একটি ডাম্পার ট্রাক তাঁদের ঝুপ।তে ধাক্কা মারে। সেই সময় সবাই ঘুমিয়েছিলেন। দুর্ঘটনায় উমেশ, নীলম, গোলু এবং সানি মারা গিয়েছে, শুধুমাত্র বৈষ্ণবী বেঁচে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, নীলম আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর ভাইপো ধরম সিং এফআইআর দায়ের করেছেন।

মঞ্চ পরিদর্শন করলেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ উপলক্ষে মঞ্চ পরিদর্শন করলেন কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। মঞ্চ পরিদর্শনে ছিলেন দমকলের ডিরেক্টর অভিজিৎ পান্ডে। মঞ্চের নিরাপত্তা, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, এবং জরুরি পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নগরপাল বিনীত গোয়েল জানান, সমাবেশের দিন শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং বৃষ্টির সময় গাড়ি রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে অগ্নি নির্বাপণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন মুম্বই, খারাপ অবস্থা গুজরাটেও

মুম্বই, ২০ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন হয়ে প।ল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। শনিবার সকালে ভারী বৃষ্টিতে ভিজল মুম্বইয়ের নানা প্রান্ত, কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতে নবি মুম্বই জলমগ্ন হয়ে প।ছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ভীষণ সমস্যা হয়েচেয়ে। মুম্বই ছাড়াও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলাতেও ভারী বৃষ্টি চলছে।মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। নাগপুরে শনিবার সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাটও। শনিবার সকালেও গুজরাটের পোরবন্দরে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। গুজরাটের উপকূলবর্তী এলাকায় আগামী কিছু ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কথা জানানো হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিশ্বে এক নতুন সংকটে পরিণত হচ্ছেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২০ জুলাই ঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিশ্বে এক নতুন সংকটে পরিণত হচ্ছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, ৫ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশবাসীকে মায়ের নামে একটি গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিশ্বে একটি নতুন সংকটে পরিণত হচ্ছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও আমাদের হওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার সকালে লখনউতে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশ নিয়ে বৃক্ষরোপণ করেছেন।পরে তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই আহ্বান প্রতিটি ভারতীয়র জন্য মন্ত্র হয়ে উঠুক এবং এই ইচ্ছা নিয়ে আমরা রাজ্যে এই পবিত্র অভিযানটি হাতে নিয়েছি। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, এক সময় যা নদী ছিল, তা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। হয়েছিল... এই কারণে গোমতী নদীও দূষিত হয়েছে... গোমতী নদী কালো হয়ে গিয়েছে..সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, লখনউতে আসা পর্যটক ও রাজ্যের মানুষদের জন্য আমরা কুকরাইল এলাকায় নাইট সাফারি স্থাপন করব। আমরা কুকরাইল এলাকার উন্নয়ন করব। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যারা জমির ব্যবসায় জড়িত হয়ে পরিবেশের ক্ষতি করেছে এবং ভূমি মাফিয়া হয়ে মানুষকে ঠকিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে।

কানওয়ার যাত্রাকে ঘিরে যে রাজনীতি হচ্ছে, তা ভারতকে বিকশিত করবে নাঃকপিল সিব্বল

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ কানওয়ার যাত্রাকে ঘিরে যে রাজনীতি হচ্ছে, তা ভারতকে বিকশিত ভারতের দিকে নিয়ে যাবে না। এমনই অভিমত পোষণ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বল। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের এমন ইস্যু উত্থাপন করা উচিত নয়, যা নিয়ে রাজনীতি করা হয়। এই বিষয়গুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই।উল্লেখ্য, কানওয়ার যাত্রার রুটে সমস্ত খাবারের দোকানে মালিকের নাম উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। এমনই নির্দেশিকা দিয়েছে উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এরই প্রেক্ষিতে শনিবার কপিল সিব্বল বলেছেন, এই ধরনের বিষয়গুলি পরে সংসদে উত্থাপিত হবে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলি সেখানে আলোচনা করা হবে না। আমি বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীদের বলতে চাই, এসব বন্ধ করতে। এর আগেও কানওয়ার যাত্রা হয়েছে। যাঁরা যাত্রায় আছেন তাঁরা সব জানেন, কোথায় খাবেন আর কোথায় খাবেন না।

সামলেছেন গুরু দায়িত্ব, ২১ জুলাই কিংবদন্তি ক্রিকেটার চান্দু বোর্দের জন্মদিন্য

কলকাতা, ২০ জুলাইঃচন্দ্রকান্ত গুলাবরাও চান্দু বোর্দে। ২১ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুনেতে জন্মগ্রহণ করেন ভারতের এই কিংবদন্তি অলরাউন্ডার ক্রিকেটার। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ তিনি ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ৫৫টি।রান করেছেন ৩০৬১।সেঞ্চুরি করেছেন পাঁচটি,অর্ধ শতরান ১৮ টি।সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ১৭৭। আর বোলিংয়ে নিয়েছেন ৫২টি উইকেট। পাঁচ উইকেট একবার।সেরা বোলিং ৫৮৮। ক্যাচ ও স্টাম্পিং ৩৭ টি।ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বিসিসিআই-এর প্রশাসক হন ও জাতীয় দল নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।১৯৮৪-৮৬ ও ১৯৯৯-২০০২ - এ দুই মেয়াদে জাতীয় দল নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এছাড়া তিনি ১৯৮৯ সালে ভারতীয় দলকে নিয়ে পাকিস্তান সফর ও ২০০৭ সালে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে যান।১৯৫৮-৫৯ মরসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বোর্দের টেস্ট অভিষেক হয়। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। অ্যাডিলেড অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ভারতের অধিনায়কের দায়িত্বএ ছিলেন। দ্বিতীয় টেস্ট থেকে অবশ্য নিয়মিত অধিনায়ক পতৌদি নবাব আবার ফিরে আসেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার যিনি বহিঃর্বিশ্ব একাদশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্চ, ১৯৬৭ সালে বার্বাডোসের বিপক্ষে অংশ নেন তিনি। ক্রিকেটে অবদানের জন্য ভারত সরকার তাকে চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে অর্জুন পুরস্কার ভূষিত করে। ১৯৬৯ সালে পদ্মশ্রী ও ২০০২ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ লাভ করেন। ২০০৬ সালে বিসিসিআই থেকে তিনি সিকে নায়ডু আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পান।

দীর্ঘ ভোগান্তির অবসান, অবশেষে দেশজুড়ে স্বাভাবিক হল বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ মাইক্রোসফটের বিভ্রাটে গত শুক্রবার দিনভর ভোগান্তির শিকার হতে বিমান যাত্রীদের। অবশেষে শনিবার সকাল থেকে ধীরে ধীরে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। শুক্রবার দিনব্যাপী সিস্টেম বিভ্রাটের পর পাটনা বিমানবন্দরে পরিষেবা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, মুম্বই ও দিল্লি বিমানবন্দরেও।তবে, মাইক্রোসফট বিভ্রাটের কারণে শনিবার সকালেও সমস্যার মুখোমুখি হন বিমান যাত্রীরা। এদিন সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে বিমান যাত্রীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় যাত্রীরা তাঁদের সমস্যার কথা জানান। কমপক্ষে ১৬টি বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং ৩০টি বিমান কয়েক ঘন্টা বিলম্বিত হয়েছে।উল্লেখ্য, মাইক্রোসফট পরিষেবা বসে যাওয়ায় শুক্রবার ভারত তথা বিশ্বজুড়ে বিমান চলাচল থেকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা-সহ একাধিক ক্ষেত্র, বিশাল সমস্যার মুখে প।ছিল। শনিবার সকাল থেকে তা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। সফটওয়ারে আউটেজের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম হয়রানির শিকার হন। মার্কিন সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা ক্রাউডস্ট্রাইকের সফটওয়্যার আপডেটে সমস্যা হওয়ার সবথেকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং, হাসপাতাল এবং উড়ান পরিষেবা ক্ষেত্রকে। মাইক্রোসফটের ব্যবহারই গতকাল বন্ধ হয়ে যায়। সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সত্য নাদেলা এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছেন, ক্রাউডস্ট্রাইকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা কাজ চালাচ্ছেন। সারা বিশ্বে সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে গ্রাহকদের প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সুইমিং পুল থেকে এখনও কচ্ছপ উদ্ধার করতে পারল না বন দফতর

সোনারপুর, ২০জুলাই ঃ কার্যত গেট খুলতে না পেরে ফিরে গেলেন বনকর্মীরা। জামালের বাড়িতে সুইমিং পুলে থাকা কচ্ছপ উদ্ধার করতে এসেছিলেন তারা। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দু ঘন্টা চেষ্টা করেও জামালের বাড়ির গেট খুলতে পারেননি তারা। সোনারপুর থানার পুলিশ সামনে থাকলেও কোন সাহায্যই তাদের থেকে মেলেনি বলে বন দফতর সূত্রের খবর। গেট খোলার জন্য কোন সাহায্যই পুলিশ করেনি। ফলে কচ্ছপ উদ্ধার করতে না পেরেই ফিরে যেতে বাধ্য হন বনকর্মীরা। বুধবার রাতের পর গত বৃহস্পতিবার দুপুরেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। বারে বারে জামালের বাড়ির লোকজনকে ডাকাডাকি করা হলেও কেউই গেট খুলে দেননি।ফলে বনদফতরের তরফ থেকে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বন দফতর সূত্রের খবর। জামাল সর্দারের বিরুদ্ধে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন ধারায় মামলা রুজু করা হবে বলে জানিয়েছে বন দফতর। পাশাপাশি সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ শুক্রবার সোনারপুর থানায় বন দফতরের তরফ থেকে দায়ের করা হয়েছে। জামাল সর্দারের বাড়ির সুইমিং পুলে যে কচ্ছপ দেখা গিয়েছে তার বিজ্ঞান সম্মত নাম ইন্ডিয়ান সফ্ট শিল্ড টারটেল। আর বেআইনিভাবে এই কচ্ছপ বাড়ির সুইমিংপুলে রাখার জন্য সর্বোচ্চ তিন থেকে সাত বছরের জেল ও ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানা হতে পারে বলে দাবি বন কর্তাদের। সোনারপুরের প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঙ্গুর গ্রামের বাসিন্দা জামালউদ্দিন সর্দার এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত। যদিও সোনারপুর দক্ষিনের বিধায়ক লাভলি মৈত্র জামালের সাথে তৃণমূলের যোগ আগেই অস্বীকার করেছেন। এই জামালের বিরুদ্ধে এলাকার একাধিক মহিলা অভিযোগ করেছেন সোনারপুর থানায়। এলাকার সাধারণ সমস্যা এই জামালের কাছে মিমাংসার জন্য যেতে হত। পারিবারিক বা জমি সংক্রান্ত সমস্যা, সবেতেই নাক গলাতো এই জামাল। শালিশি সভায় নিজেই নিদান দিত। ফাইন করা হত সাধারণ মানুষকে। সেই নির্দেশ না মানলে লোহার শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে বেধ।ক মারধর করা হত। বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতেই জামাল উধাও হয়ে যায়। তাঁর প্রাসাদের মত বাড়ির মূল ফটকে তালা ঝোলানো হয়েছে। সোনারপুর থানার পুলিশ বাড়ির সামনে পিকেট করে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু জামালের কোন খোঁজ এখনও মেলেনি। মহিলাদের মারধরের অভিযোগে জামালের দুই শাগরেদকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

পাথারকান্দিতে ভারী শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের অনুমোদন কেন্দ্রের, বরাদ্দ অর্থ

পাথারকান্দি (অসম), ২০জুলাই ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে পাথারকান্দিতে ভারী শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে হেভি ইন্ডাস্ট্রির এস্টেট স্থাপনের জন্য ১৮.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক।গত শুক্রবার পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এই খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, গতকাল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রালয়ের অধীন সিকিম প্রকল্পের এমএসএমএস-এর প্রচারের অধীন অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির সেপেনজুরিতে ভারী শিল্পোদ্যোগ (হেভি ইন্ডাস্ট্রির এস্টেট) স্থাপনের জন্য ১৮.৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, এর আগে তিনি তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র পাথারকান্দিতে একটি শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সে অনুযায়ী ১৬৫ বিঘা জমি সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারী এই শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন থেকেই কর্মসংস্থানের স্বপ্ন পূরণের আশা

ভারতীয় রেলের গর্ব, সমৃদ্ধ ইতিহাস আঁকড়ে ধরে ১৭০ বছরে পদার্পণ হাওড়া স্টেশনের

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ হাওড়া রেল স্টেশন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন, এই হাওড়া রেল স্টেশনের ১৭০ বছর পূর্ণ হয়েছে। হাওড়া রেল স্টেশন ভারতের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম রেল স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। ১৮৫৪ সালের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গী হয়ে এই হাওড়া স্টেশন বছরের পর বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে এখনকার বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম রেল স্টেশনে পরিণত হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখপাত্র কৌশিক মিত্র শনিবার জানিয়েছেন, ২৩টি প্ল্যাটফর্ম-সহ হাওড়া স্টেশন বিশ্বের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে একটি, প্রতিদিন ১০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেন।ভারতের ঔপনিবেশিক সময়ের ইতিহাস সংরক্ষিত আছেঃহাওড়া স্টেশনের ইতিহাস ১৮৫৪ সালের সঙ্গে যুক্ত, যখন এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। স্টেশনটি প্রতিষ্ঠার পর, ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম ট্রেনটি হাওড়া-হুগলি মেইন লাইনে চলেছিল, যা ভারতীয় রেলওয়েতে একটি নতুন যুগের সূচনা করে।সম্প্রসারণ এবং বিকাশঃ কৌশিক মিত্র উল্লেখ করেছেন, বছরের পর বছর ধরে, ক্রমবর্ধমান যাত্রী স্বাচ্ছন্দদ্য এবং পণ্য পরিবহনের কথা মাথায় রেখে স্টেশন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১৯০৫ সালে ৬টি অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল, যা মোট প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা ৭-এ নিয়ে যায়। ১৯৮৪ সালে আরও ৮টি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছিল, এরপর মোট প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৫-তে। ১৯৯২ সালে একটি নতুন টার্মিনাল কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছিল, আরও ৪টি প্ল্যাটফর্ম যুক্ত করা হয়েছিল, এবং অবশেষে ২০০৯ সালে সম্প্রসারণের পর স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা পৌঁছেছে ২৩-এ।উত্তর-পূর্বের প্রবেশদ্বারঃকৌশিক মিত্র বলেছেন, হাওড়া স্টেশনটি কলকাতাকে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে, এখান থেকে নতুন দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরুর মতো প্রধান শহরগুলির উদ্দেশ্যে ট্রেন ছাড়ে। শুধু তাই নয়, হাওড়া স্টেশনও একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এই স্টেশনের মহিমা এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখতে সারা বিশ্বের পর্যটকরা আকৃষ্ট হন।প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাঃপ্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়নশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এই ঔপনিবেশিক স্টেশনটি পিছিয়ে নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, হাওড়া স্টেশনের উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড এবং সংস্কার হয়েছে। ২০ এবং ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মগুলি ১৯৯২ সালে প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০২ সালে নতুন ক্যাব রোড নির্মাণ এবং ১৪ এবং ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের প্রশস্তকরণ এর কিছু উদাহরণ।১০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেনঃ বর্তমানে হাওড়া স্টেশনটিকে ভারতের ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই স্টেশন প্রতিদিন এক মিলিয়নেরও বেশি যাত্রীদের পরিষেবা দেয় এবং ৪৫০টি শহরতলির লোকাল ট্রেন এবং ১০৭টি দূরপাল্লার ট্রেন পরিচালনা করে। স্টেশনের ২৩টি প্ল্যাটফর্ম ২৪টিরও বেশি কোচ-সহ ট্রেন পরিচালনা করে, যা এটিকে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ততম ট্রেন স্টেশনে পরিণত করে। দীর্ঘ যাত্রা এবং ক্রমাগত সংস্কারের মাধ্যমে, হাওড়া স্টেশন অগ্রগতি এবং উন্নয়নের প্রতীক, যা বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় রেলের বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।স্টেশনের ওয়াচ টাওয়ার ঐতিহাসিক ও দুর্দান্ত স্থাপত্য ঃকৌশিক মিত্র বলেছেন, হাওড়া স্টেশনের আইকনিক ওয়াচ টাওয়ার এবং দুর্দান্ত স্থাপত্য এটিকে কলকাতার একটি আইকনিক ল্যান্ডমার্ক করে তুলেছে। এগুলো কয়েক দশক ধরে অনেক গল্প সংরক্ষণ করেছে। হাওড়া স্টেশনের অস্তিত্ব ভারতীয় রেলের বৃদ্ধি এবং বিকাশের গল্পের একটি প্রমাণ। এর নম্র সূচনা থেকে শুরু করে একটি প্রধান পরিবহন হাব হিসাবে এর বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত, হাওড়া স্টেশন অনেক দূর এগিয়েছে, এবং এই স্টেশনের ইতিহাস অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনের একটি আকর্ষণীয় গল্প।

সুষ্ঠুভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে রওনা পুণ্যার্থীদের ২৩-তম দল

জম্মু, ২০ জুলাই ঃ সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শনিবার ভোরে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। ৩,৪৭১ জন পুন্যার্থীর ২৩-তম দল অমরনাথ দর্শনে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে রওনা হয়েছে।কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ১১৪টি গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। সাধারণ পুণ্যার্থীদের পাশাপাশি এই দলে রয়েছেন ৯৩ জন সাধু ও ৩৪ জন সাধ্বী। এর মধ্যে ২,৩৯৮ জন পহেলগাঁও এবং ১,০৭৩ জন বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে যাচ্ছেন। সেখান থেকে তাঁরা পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

খনি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার সোনিপতের বিধায়ক, পাকড়াও করল ইডি

সোনিপত, ২০ জুলাই ঃ খনি দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেফতার হরিয়ানার সোনিপতের কংগ্রেস বিধায়ক সুরেন্দর পানওয়ার। খনি দুর্নীতি মামলায় গত শুক্রবার মধ্যরাতে সোনিপতের কংগ্রেস বিধায়ক সুরেন্দর পানওয়ারকে গ্রেফতার করেছে ইডি। জানুয়ারি মাসে ৫৫ বছর বয়সী এই বিধায়কের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল ইডি।তখন যমুনানগরের প্রাক্তন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি) বিধায়ক দিলবাগ সিং এবং তাঁর একজন সহযোগীকে এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল ইডি। এবার গ্রেফতার হলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুরেন্দর পানওয়ার। উল্লেখ্য, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি)-এর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অতীতে যমুনানগর এবং আশেপাশের জেলাগুলিতে বোল্ডার, নুড়ি এবং বালির কথিত অবৈধ খনির তদন্তের জন্য হরিয়ানা পুলিশ কর্তৃক নথিভুক্ত বেশ কয়েকটি এফআইআর থেকে অর্থ-পাচারের মামলাটি উদ্ভূত হয়েছে।

ইস্তফা দিলেন ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান মনোজ সোনি, কারণ জানালেন ব্যক্তিগত

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই ঃ'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে পদত্যাগ করলেন ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান মনোজ সোনি। ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল ও ট্রেনিং সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান মনোজ সোনি। তবে, তাঁর পদত্যাগ এখনও গৃহীত হয়নি। কারণ ব্যক্তিগত বললেও, এই ইস্তফাকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে।২০২৯ সালের মে মাস পর্যন্ত ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান পদে থাকার কথা মনোজের, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন তিনি।, আনুষ্ঠানিক সূত্র শনিবার জানিয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ইউপিএসসি-র চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তবে তা এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

সাফল্য বিহার পুলিশের, মুকেশ সাহানির পিতা খুনে ধৃত আরও ৩ অভিযুক্ত

দারভাঙ্গা, ২০ জুলাই ঃ বিকাশশীল ইনসান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহানির পিতাকে খুনের ঘটনায় আরও ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কাজিম আনসারিকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ, এবার গ্রেফতার করা হল আরও ৩ অভিযুক্তকে। শনিবার সকালে দারভাঙ্গার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, জিতেন সাহানি হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরও ৩ অভিযুক্তকে (সিতারে, ছোটে লাহেরি ও মহম্মদ আজাদ) গ্রেফতার করা হয়েছে।উল্লেখ্য, গত সোমবার রাতে বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রধান মুকেশ সাহানির পিতা জিতেন সাহানির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দারভাঙার সুপল বাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। মুকেশদের পৈতৃক বাড়ি সেটি। সেখানেই থাকতেন সত্তরোর্ধ্ব জিতেন। এই খুনের ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছিল বিহার পুলিশ। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে মূল অভিযুক্ত-সহ অন্যান্য অভিযুক্তরা।

পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করতে কলকাতা পৌর সংস্থার নতুন উদ্যোগ

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ ভবিষ্যতের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় না করে অস্তিত্ব এবং বিকাশের পথে অগ্রসর করতে এবার পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পৌর সংস্থা। ঐদিন কলকাতা পৌর সংস্থার কনফারেন্স হলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে সক্ষমতার সাথে আপস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে পারে, তার জন্য পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করতে একমাসের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করল কলকাতা পৌর সংস্থা।পরিবেশ বিজ্ঞনী ডক্টর অভিজি মিত্র সহ বিভিন্ন সংস্থার অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের মাধ্যমে এই পরিবেশ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেওযা হবে। প্রথম ব্যাচের কোর্সের শুভসূচনা করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মেয়র পরিষদ পরিবেশ বিভাগ স্বপন সমাদ্দার, নোডাল অফিসার ডক্টর অভিজিৎ মিত্র সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডি জি এবং বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থানের প্রফেসররা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম অভিযোগ করেন, কিছু ব্যক্তি পরিবেশ রক্ষার নামে মানুষের কল্যাণকে অগ্রাহ্য করে রাজনীতিক স্বার্থে ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, যোদ্ধা মানে যুদ্ধ করব প্রাণ কেড়ে নেবে তা নয়। এখন বন্দুক গুলি নিয়ে যুদ্ধ হয় না। এখন পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ যোদ্ধারা যুদ্ধ করবেন। মেয়র ফিরহাদ হাকিম আরও জানান, কলকাতা এখন একটি অরক্ষিত জায়গায় পরিণত হয়েছে। অস্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ ভেঙে পড়ছে। অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, আমাদের পূর্বপুরুষরা পরিবেশ নষ্ট করে গেছেন। পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা বোস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের পরামর্শে কাজ করছি এবং আশা করি আগামী দিনে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে এক নম্বরে চলে যাব।মেয়র পরিষদ পরিবেশ বিভাগ স্বপন সমাদ্দার জানান, কলকাতা পৌর সংস্থা একটি নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে, যেখানে পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা চালানোর কাজ করা হচ্ছে। আমরা এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের একটি সার্টিফিকেট দেব এবং পরিবেশ যোদ্ধাদের পরিবেশ সচেতনতা কাজ শিখিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা সমাজের কল্যাণের জন্য বিকশিত করা হবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এছাড়া অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই ভাবেই পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করে শহরের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কলকাতা পৌর সংস্থা কাজ করছে।

জেএমএম মানেই ভূমি মাফিয়া, খনি মাফিয়াঃশিবরাজ সিং চৌহান

রাঁচি, ২০ জুলাই ঃজেএমএম মানেই ভূমি মাফিয়া, খনি মাফিয়া। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে এভাবেই তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ঝাড়খণ্ড বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠকে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমরা সকলেই আমাদের প্রিয় ঝাড়খণ্ড দেখেছি, যা অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এই রাজ্যকে প্রধানমন্ত্রী মোদী লালনপালন করেছিলেন। কিন্তু এখন ঝাড়খণ্ড কোথায় পৌঁছেছে তা দেখে আমার কষ্ট হয়। এখন ঝাড়খণ্ড ধ্বংস ও ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। জেএমএম মানে ঝাড়খণ্ড মিটাও মোর্চা। জেএমএম মানে ভূমি মাফিয়া, খুন মাফিয়া এবং মাইনিং মাফিয়া। আপনি আমাকে বলুন, এখানে বালি পাওয়া যায়? বালি বালতিতে বিক্রি হচ্ছে। একজন গরীব মানুষের জন্য ঘর তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, আমাদের স্বপ্ন ছিল সোনার ঝাড়খণ্ডের। কিন্তু জেএমএম ও কংগ্রেসের জোট খুন, অপহরণ ও ধর্ষণের ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডকে নম্বর-১ করেছে। হেমন্ত সোরেন সরকার যুবক ও নারীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, তাদের স্বপ্নকে প্রতারিত করেছে। শিবরাজ বলেছেন, অত্যাচারের উপর আলোর রশ্মি জয়ী হবে, রাত তাদের, কিন্তু সকাল হবে আমাদের। ভারতীয় জনতা পার্টির ভোর আসতে চলেছে যা ঝাড়খণ্ডকে সুশাসন দেবে।

ঝাড়খণ্ডকে বিজেপি তৈরি করেছে, উন্নয়নও করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিঃঅমিত শাহ

রাঁচি, ২০ জুলাইঃ ঝাড়খণ্ডকে বিজেপি তৈরি করেছে, উন্নয়নও করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিই। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ঝাড়খণ্ড বিজেপির কর্মসমিতির বৈঠকে বিজেপি নেতা অমিত শাহ বলেছেন, ১০ বছরে কংগ্রেস ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য ৮৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল, আর নরেন্দ্র মোদীজি ঝাড়খণ্ডের জন্য ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডকে বিজেপি তৈরি করেছে, উন্নয়নও করেছে বিজেপি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ঝাড়খণ্ড সর্বদা নকশালবাদে আক্রান্ত একটি রাজ্য ছিল, কিন্তু মোদীজি বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকে নকশালবাদের অবসান ঘটিয়েছেন। ইন্ডি জোটের লোকজন বলে তাঁরা উন্নয়ন করেছে। হেমন্ত সোরেন জি, কেন্দ্রে কংগ্রেস ১০ বছর শাসন করেছিল এবং বিজেপিও ১০ বছর শাসন করেছে। আপনি হিসাব নিয়ে আসুন, আমি বিজেপির হিসাব নিয়ে এসেছি। এদিনের জনসভা থেকে রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করেছেন অমিতশাহ।

আবহাওয়া

ভারী বৃষ্টির এখনও দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে, বিগত কয়েকদিন ধরে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিই হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা চলছেই, এই বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম আবহাওয়া সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ০৩ মিনিট এবং অস্ত ৬ টা ২৩মিনিট।

রাশিফল

মেষরাশিঃ সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সরকারি স্বীকৃতি পেতে পারেন। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কাজের সুযোগ আসবে। গৃহে আনন্দ অনুষ্ঠানের জন্য বাড়তি খরচ হতে পারে।

বৃষ রাশিঃসপ্তাহের শুরুতে জীবিকার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে হতে পারে।

মিথুনঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কোনও জীবিকার সন্ধান এই সময় পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃ গোপন শত্রুর থেকে সতর্ক থাকুন। রাজনীতিবিদরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পেতে পারেন।

সিংহ রাশিঃ এই সময় বাবা-মা কারও শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন। সন্তানের ভবিষ্য নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তায় থাকবে না।

কন্যা রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার ফলে পদোন্নতি আটকে যেতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের একাধিক উপায়ে আয়ের সুযোগ এলেও সঠিকপথ বেছে নেওয়া প্রয়োজন।

তুলারাশিঃ শিক্ষার্থীদের দেশের বাইরে পড়াশোনার সুযোগ আসতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি ঃ বেহিসাবি খরচের ফলে সংসারে অশান্তি। পরিবারে সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়ে আত্মীয়স্বজনের উপহাসের কারণ হতে পারেন। বিনোদন জগতের সঙ্গে উক্ত ব্যক্তিদের জন্য সময়টি শুভ। ।

ধনু রাশি ঃ স্বনিযুক্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি শুভ। অভিনয় ও সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকারা তাদের কাজের সাফল্যের জন্য সমাজে প্রশংসিত হবেন।

মকর রাশিঃ এই সময় পুরোনো পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। জমি-বাড়ি কেনার জন্য অন্যের কথায় কোনও বিনিয়োগ করবেন না। পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করার বিষয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

কুম্ভ রাশি ঃঠিকাদারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নতুন কাজের সুযোগ আসবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালোই হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে সহকর্মীরা আপনার পদোন্নতি আটকে দিতে পারে।

মীন রাশিঃ শারীরিক অসুস্থতাকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়তে পারেন। কাজের সুযোগ আছে আজ

সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে স্ত্রীর প্রেমিকের হাতে আক্রান্ত স্বামী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জুলাইঃ সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে স্ত্রীর প্রেমিক ও তার পরিবারের হাতে আক্রান্ত হলেন স্বামী। অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। শুক্রবার রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের দক্ষিণ মাজু রথতলা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায়। ওই ব্যক্তির স্ত্রী তাঁর সন্তানকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন প্রেমিকের কাছে। সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে প্রথমে স্ত্রীর প্রেমিক ও তাঁর বাবার সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতি শুরু হয় রাস্তায়। এরপর ওই ব্যক্তি বাড়ি ফিরতেই তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা করা হয়। আহত হন তিনি ও তাঁর পরিবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। হামলাকারীদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়।

একুশের সমাবেশে যোগ দিতে হাওড়ায় ট্রেন পথে আসছেন কর্মীরা

কর্মীদের রাত্রিবাস সহ খাওয়ার ব্যবস্থা হাওড়ায় তদারকিতে মন্ত্রী অরূপ রায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জুলাইঃ রবিবার তৃণমূলের ২১শে জুলাইয়ের সভা। ধর্মতলার সভায় যোগ দিতে শুক্রবারের পর শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাওড়া স্টেশনে আসছেন তৃণমূল সামর্থকরা। তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে উত্তর হাওড়ার শ্রীরাম বাটিকা, শ্যাম গার্ডেন সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। কর্মী সমর্থকদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনা দেখতে সকালেই সেখানে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

অরূপ রায় বলেন, এদিন ভোরবেলা পুরুলিয়া থেকে কর্মীরা এসেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর এসেছেন। আজকে সারাদিন ধরে রাত পর্যন্ত কর্মীরা আসবেন। এবারের চাপ অনেক বেশি। অনেক বেশি লোক আসছেন। এর জন্য খাবার বেশি করে তৈরি করা হচ্ছে। এবারে রাজমা, সোয়াবিনের তরকারি এবং ডিমের ঝোলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবিবার সকালে খিচুড়ি, তরকারি খেয়ে সভায় পাঠানো হবে। প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষের জন্য রান্না করা হচ্ছে। খাওয়ার জন্য হাওড়ার শ্যাম গার্ডেন, শ্রীরাম বাটিকা এবং থাকার জন্য অনেক ধর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব জায়গায় মানুষদের রাখা হবে। অন্য জেলা থেকে আগত কর্মীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। কর্মীদের নিয়ে যাবার জন্য বাস ছাড়াও অন্যান্য পরিবহনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল মিছিলে পৌঁছতে এবং বাড়ি ফিরতে মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সবদিকেই লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয়েছে। আগের বছরের রেকর্ড এবছর ভেঙে যাবে। ২১শে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের একটা আবেগ। ১৯৯৩ সালে এই দিনে সেই ঘটনা আমরা আজও ভুলিনি।

পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকুক না কেন এই দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা চলে আসবেন ধর্মতলায়। এই সমাবেশ লোকসভা নির্বাচন বা অন্য কোনও ঘটনার সাথে তুলনা করা যায় না। হাওড়া স্টেশন হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া ফ্লাইওভার, দ্বিতীয় হুগলি সেতু প্রভৃতি দিয়ে কয়েক লক্ষ লোক যাবেন।

ফাঁদে পড়ে আছি, বিচার পাচ্ছি না, মন্তব্য কুন্তলের

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ রবিবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে থাকতে পারবেন না বলে তাঁর মন খারাপ। শনিবার এই মন্তব্য করে কুন্তল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, ''ফাঁদে পড়ে আছি। বিচার পাচ্ছি না।'' আদালত থেকে বেরোনোর সময়ে কুন্তল এই দাবি করেন। এদিন তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁর আইনজীবী ইডির তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিচারককে জানান, বার বার ইডি দাবি করছে, তাদের তদন্ত চলছে। আবার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের কথাও বলা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হলে বিচার কবে হবে? জানতে চান কুন্তলের আইনজীবী। তাঁর মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৭ অগস্ট। প্রসঙ্গত, কুন্তলকে আর কত দিন জেলে থাকতে হবে? নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা সম্পর্কে তিন মাস আগেই সিবিআইয়ের কাছে জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

তারও আগে একাধিক বার জামিনের আবেদন করেছিলেন কুন্তল। কিন্তু সিবিআই সেই জামিনের বার বার বিরোধিতা করেছে। শনিবারও সিবিআই তাঁর জামিনের বিরোধিতা করে।

২১শে জুলাই ধর্মতলার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ স্মরণে অনুষ্ঠানের সমর্থনে উলুবেড়িয়ায় সাইকেল মিছিলে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায় প্রমূখ।

২০ আগস্ট ভোটার তালিকা

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই ঃ অসমে শূন্য পাঁচ আসনে উপনির্বাচন আগামী সেপ্টেম্বর। এর জন্য আগামী ২০ আগস্ট প্রকাশ হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল। রাজ্যের পাঁচ আসন যথাক্রমে কাছাড় জেলার অন্তর্গত তফশিলি সংরক্ষিত (এসসি) ধলাই, চিরাং জেলার অন্তর্গত তফশিলি জনজাতি (এসটি) সিঁদলি, বঙাইগাঁও, বিশ্বনাথ জেলার অন্তর্গত বিহালি এবং নগাঁও জেলার অন্তর্গত সামাগুড়ি।

১৩ মাসের সন্তানকে ঝুড়িতে শুয়ে বাঁক কাঁধে বাবার মাথায় জল ঢালতে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বর রওনা দিলেন ঠাকুরপুকুরের দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ২০ জুলাইঃ হুগলী ভোলেবাবা পার কারেগা, আওয়াজ তুলে বাঁক কাঁধে চলে লক্ষ লক্ষ ভক্ত। বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রাস্তা দিয়ে শনি, রবিবার, সোমবার চলাচল করা কার্যত দুসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পুরান মতে শ্রাবণ মাসের সোমবার বাবার জন্মবার তাই শ্রাবণ মাসের প্রত্যেক সোমবার লাখ লাখ ভক্তের সমাগম হয় তারকেশ্বর মন্দিরে। শ্রাবণ মাস পড়ে গেলেও শ্রাবণীমেলা শুরু গুরু পূর্ণিমা থেকে। তার আগেই জমজমাট ভিড় বাবা ধামের দিকে।চলবে রাখি পূর্ণিমা পর্যন্ত। বাবার মাথায় জল ঢালতে জেলা ও শহরতলীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন বহু পুণ্যার্থী। শনিবার বিকেলে কলকাতার বেহালা ঠাকুর পুকুরের বাসিন্দা শর্মিলা পেয়াদা বাবার মাথায় জল ঢালতে সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। বৈদ্যবাটির নিমাই তীর্থ ঘাটে স্নান করে তিনি তার ১৩ মাসের সন্তানকে ঝুড়িতে নিয়ে কাঁধে করে বাবার মাথায় জল ঢালতে রওনা দিলেন তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন , বাবার কাছে মানত করেছিলাম তাই সন্তানকে কাঁধে করে বাবার কাছে নিয়ে যাবো । সেখানে গিয়ে বাবার মাথায় জল ঢেলে পুজো দেব। রবিবার প্রথম দিন তাই কিছুটা হলেও ভিড় কম হবে তাই সন্তানকে নিয়ে যাওয়া। কষ্ট হলেও, বাবা সব রক্ষা করবেন। অন্যদিকে, পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য শিবিরের ব্যবস্থা করল বৈদ্যবাটি পুরসভার।

গুরু পূর্ণিমার দিন থেকেই শুরু হচ্ছে শ্রাবণী মেলা। বৈদ্যবাটি বিভিন্ন ঘাট থেকে জল তুলে লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মাথায় জল ঢালতে রওনা দেবেন। তার আগে শনিবার বিকাল থেকেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আর সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণে একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। শ্রীরামপুর থানা ও শেওড়াফুলি রেলপুলিশ মিলিয়ে প্রায় হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বৈদ্যবাটি বিস্তীর্ণ এলাকায় লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ও হাইমাস লাইট। রাস্তায় পূর্ণার্থীদের যাতে কোনো রকম অসুবিধার মধ্যে না পড়তে হয় তার জন্য বৈদ্যবাটি পৌরসভার তরফ থেকে করা হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও জলছত্র শিবির। এবং বৈদ্যবাটি পুরসভার তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে একাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা। বৈদ্যবাটির সিআইসি সুবীর ঘোষ বলেন, দশ বছর ধরে আমরা এই আয়োজন করে আসছি আজ থেকেই আমাদের এই ক্যাম্প শুরু। জল তুলে তারকেশ্বরের দিকে যেতে গিয়ে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদেরকে পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তবে শুধু ক্যাম্প নয় বৈদ্যবাটি পৌরসভায় বিভিন্ন জায়গাতেই আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।

মাইকিং হাইমাস লাইট সিসিটিভি লাগানো ঘাটে যাতে কোন অপ্রিতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বাড়তি নজরদারি সবই রাখা হয়েছে বৈদ্যবাটি পৌরসভার তরফ থেকে। তবে আজকে থেকেই যে পরিমাণ মানুষ যাচ্ছেন তাতে এবছর অনুমান করা যায় বিগত বছরগুলি থেকে এ বছর ভিড় অনেকটাই ছাপিয়ে যাবে।।

গাড়ি পার্কিং এর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশ কে কেন্দ্র করে যানজট এড়াতে কলকাতা পুলিশ সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে। আজ লালবাজার থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ভোর চারটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত কলকাতার আরমাহস্ট্রিট, বিধান সরণি, ব্রাবোন রোড, স্ট্যান্ড রোড, কলেজ স্ট্রিট, বিবি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,বেন্টিংক স্ট্রিট, রবীন্দ্র সরণীতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই সময় কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় ছাড়া পণ্যবাহী সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। পাশাপাশি ট্রাম চলাচল এবং মধ্য কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি পার্কিং এর উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অবৈধ বিলাতি মদ বাজেয়াপ্ত

বরপেটা ২০ জুলাই ঃ বরপেটা জেলার অন্তর্গত বজালিতে বিপুল পরিমাণের অবৈধ বিলাতি মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন জেলার আবগারি দফতরের আধিকারিকরা। আজ শনিবার বজালির ভবানীপুরে আবগারি দফতর এক অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দীর্ঘদিন ধরে চলমান অবৈধ বিলাতি মদের ব্যবসা উৎখাত করা হয়েছে। এদিন ভবানীপুর চকে অবস্থিত এইচডি ফ্যামিলি ধাবায় আবগারি কর্তারা অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছেন চোরাচালানের জন্য মজুত বিলাতি মদের বেশ কয়েকটি কার্টুন।
সামনে ফেমিলি রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে পেছনে অবৈধ মদের ব্যবসায়ী জনৈক দিগন্ত কলিতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিগন্ত কলিতাকে জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালতের নির্দেশে তাকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে তিন শতাধিক ভারতীয় শিক্ষার্থীকে দেশে নিয়ে আসা হয়েছে

গুয়াহাটি, ২০ জুলাই ঃ বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে সহিংস আন্দোলনের জেরে আটক তিন শতাধিক ভারতীয় শিক্ষার্থীকে মেঘালয়, অসম এবং ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার থেকে আজ শনিবার পর্যন্ত মেঘালয়ের ডাউকি সীমান্ত দিয়ে প্রায় ১৯০, ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ১৫০ এবং অসমের করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে ৪৮ জন শিক্ষার্থীকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা জানিয়েছেন, রাজ্যের ৪০ জন নাগরিক, অধিকাংশ মেডিক্যাল ছাত্রকে আজ ঢাকা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁরা আগরতলার সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে শিলংয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার আমাদের ছাত্রদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস এবং মেডিক্যাল কলেজগুলির সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে। আগরতলায় বাসগুলিকে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে আমাদের ছাত্রদের নিরাপদে বাড়িতে নিয়ে আসতে।' মুখ্যমন্ত্রী সাংমা জানিয়েছেন, ইস্টার্ন মেডিক্যাল কলেজের ৩৬ জন ছাত্র এখনও সহিংসতা প্রভাবিত এলাকায় আটকে রয়েছেন। তাঁদের নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস (আইপিএস) জানান, প্রতিবেশী দেশে ছাত্র বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপান্তরিত হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সমন্বিত চেকপোস্টের মাধ্যমে আজ শনিবার বিকাল চারটা পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। বিএসএফ-এর আইজি জানিয়েছেন, বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার দরুন ভারতীয় শিক্ষার্থীরা ত্রিপুরার বিভিন্ন আইসিপির মাধ্যমে ভারতে ফিরছেন। তাঁদের অধিকাংশ মেঘালয় এবং অসমের বাসিন্দা। তিনি জানান, ভারতীয় ছাত্রদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কর্মকর্তারা অশেষ সহযোগিতা করছেন। এদিকে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব জানান, গতকাল এবং আজ মোট ৪৮ জনকে সুস্থ শরীরে সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

টেপানিয়ায় গ্রেফতার কংগ্রেসিদের ওপর হামলার সঙ্গে জড়িত দুই বিজেপি-সমর্থক

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২০ জুলাই ঃ গোমতি জেলার টেপানিয়া ব্লকে বিডিও-র কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ সহ বহু কর্মী ও সমর্থক। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের দুজনেই শাসক দল বিজেপি-সমর্থক। প্রসঙ্গত, গত ১৮ জুলাই রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে টেপানিয়া সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ সহ বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মী। এ নিয়ে এআইসিসির এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার উদয়পুর সফরে এসে যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সংসদে এ বিষয়ে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছিলেন এআইসিসির প্রতিনিধিরা। এর পর পুলিশ নড়েচড়ে বসে। আজ শনিবার রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ শাসকদলের দুই সমর্থককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। তারা বাপন ঘোষ ও মিহির পাল। এদিন বিজেপির বাগমা-কিল্লার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া রাধাকিশোরপুর থানায় গিয়ে বাপন ঘোষ ও মিহির পালের সঙ্গে কথা বলেছেন। কী কথা হয়েছে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া এ বিষয়ে মুখ না খুললেও তাদের সঙ্গে যে কথা বলেছেন তা স্বীকার করেছেন। এদিকে থানার ওসি জানান, পুলিশ বাপন ঘোষ ও মিহির পালকে গত বৃহস্পতিবারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের জালে তুলতে পুলিশ চেষ্টা করছে।

গ্রেফতার নকল সোনার কারবারি

লখিমপুর ২০ জুলাই ঃ লখিমপুর জেলায় এখনও অব্যাহত নকল সোনার কারবার। নকল সোনা কারবারের তথ্য পেয়ে জেলার বঙালমরা ফাঁড়ি পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে বমাল একজনকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, বঙালমরা ফাঁড়ির ইনচার্জ বকুল গগৈয়ের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল শুক্রবার মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে নকল সোনা পাচারকারী ২ নম্বর সোনাপুরের বাসিন্দা জনৈক আব্দুল কালামের বছর ৪৫-এর ছেলে তৈয়বুর রহমানকে আটক করেছে। যাত্রীবাহী চার চাকার মাহিন্দ্র সুপ্রোর গতিরোধ করে তৈয়বুরের হেফাজত থেকে চারটি নকল সোনার নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশের অভিযানকারী দল।

টেটের ওএমআর মূল্যায়নকারী সংস্থার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ টেটের ওএমআর মূল্যায়নকারী সংস্থা এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির সম্পত্তি শনিবার বাজেয়াপ্ত করল ইডি। সূত্রের খবর, প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে যেমন নগদ অর্থ রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা 'ফিক্সড ডিপোজিট'ও। গত কয়েক দিনে ইডিও এস বসু রায়ের কয়েক জন কর্মচারী এবং হিসাবরক্ষককে তলব করে জেরা করে। এই মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়া এস বসু রায়ের এক কর্মচারী এবং এক অংশীদারকে জেলে গিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির গোয়েন্দারা। তার পরেই শনিবার ইডির গোয়েন্দারা বাজেয়াপ্ত করেন সংস্থাটির সম্পত্তি। হাই কোর্টের ওই নির্দেশের পরে গত ৯ জুলাই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে এস বসু রায়-এর দফতরে গিয়ে তল্লাশি চালায় সিবিআই। টানা কয়েক দিনের অভিযানে ৩৫টির বেশি হার্ড ডিস্ক এবং দু'টি সার্ভার বাজেয়াপ্ত করে। প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় দীর্ঘ দিন ধরেই ইডি এবং সিবিআইয়ের নজরে রয়েছে এস বসু রায় সংস্থাটি। ২০১৪ সালের টেটের ওএমআর শিট স্ক্যানিং এবং মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিল তারা। কিন্তু ওএমআর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই তারা নষ্ট করে ফেলে। যা প্রাথমিকের নিয়োগ মামলার তদন্তের জন্য 'অত্যন্ত জরুরি' বলে জানিয়েছিস সিবিআই।

ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির হরিপাল ব্লকে

দুরন্ত বার্তা, হরিপাল, ২০ জুলাইঃ বর্ষার শুরুতেই বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গুর পাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। তাই ডেঙ্গু থেকে দূরে থাকতে এর প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে আজ হরিপাল ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এবং শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এই শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান যথাক্রমে অর্চনা কোলে ও সঞ্জয় ধাড়া, জেলা পরিষদের সদস্যা ফেরদৌসী বেগম হরিপাল ব্লক শ্রম অধিকারীক সৈকত পোদ্দার সহ স্বাস্থ্যকর্মী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ভিআরপি কর্মী সহ পঞ্চায়েতের সদস্য সদস্যাগণ। সভায় স্বাস্থ্য কর্মীদের জনসচেতনতা গড়ে তোলার উপর জোর দেয়া হয় সাথে সাথে এলাকা পরিচ্ছন্ন পরিস্কার রাখার উপর বাড়ি বাড়ি প্রচার, জ্বর হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সভায় বিস্তৃত আলোচনা হয়। সভা শেষে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব কল্যাণ সামুই সকলকে অভিনন্দন জানান।

বনমোহোৎসব সপ্তাহ পালনের মধ্যে দিয়ে ভেষজ উদ্যান এর শুভ উদ্বোধন হলো বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জুলাইঃ এলোপ্যাথিক ঔষধের অগ্নিমূল্য বাজার ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, দূষিত এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানুষকে সর্বশান্ত ও অসহায় করে তুলেছে। সেই বিষয়কে মাথায় রেখেই আমাদের বাড়ির আশেপাশের জানা কিছু গাছের অজানা ভেষজ গুণ এবং বহু কঠিন অসুখের প্রয়োজনীয় কিছু দুস্প্রাপ্য গাছ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভেষজ উদ্যান। আমাদের হাওড়া জেলা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ছিল এই ভেষজ উদ্ভিদ নির্ভর। এই ভেষজ উদ্ভিদের গুনাগুন বিচার করেই সাধারণ মানুষ বহু অসুখের চিকিৎসা করে ফেলত। কিন্তু আমাদের অসচেতনতা ও দীর্ঘদিনের চর্চার অভাবে আমরা ভুলতে বসেছি এই সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদের গুনাগুন। যার ফল স্বরূপ বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা এই সমস্ত ভেষজ উদ্ভিদ কেই ব্যবহার করে তৈরি করছে বিভিন্ন দামী দামী ঔষধ। আর আমরা আমাদের চর্চা ও অজ্ঞতার ফলে বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হয়ে এই ঔষধ চড়া দামে কিনে সর্বশান্ত হচ্ছি। তাই মানুষ যাতে এই সমস্ত

ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে জানতে পারে ও সচেতন হয় সেই জন্য আমাদের এই প্রয়াস ভেষজ উদ্যান। বিদ্যালয়ে বনমোহোৎসব সপ্তাহ পালনের মধ্যে দিয়ে এই ভেষজ উদ্যান এর শুভ উদ্বোধন হলো। প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন - বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিশুদের নিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের পঠন - পাঠন সহ বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে এগিয়ে যেতে হয়,সেই সমস্ত শিশুদের বেশিরভাগই অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে আসে। এবং তারা স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কে খুবই অসচেতন। যার কারণে প্রতিদিনই কোনো না কোনো শিশুর ছোটো খাটো শারীরিক অসুবিধা লেগেই থাকে। এই শারীরিক অসুবিধার কারণ দেখিয়ে তারা বাড়ি যেতে চায়। আমরাও অনন্যোপায় হয়ে তাদের ছেড়ে দিই। কারণ আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের কোনো ঔষধ প্রয়োগ করতে পারি না। কিন্তু তাদের এইভাবে অনুপস্থিতি বা শারীরিক অসুস্থতা যেমন পঠন পাঠন কে ব্যাহত করে,সাথে সাথে তাদের মধ্যে স্কুল ছুটের প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আমরা বিদ্যালয়ে কিছু ভেষজ গাছ লাগিয়েছি ,যার সাহায্যে শিশুদের সর্দি,কাশি, পেটে লাগা, দাঁতের যন্ত্রনা প্রভৃতি ছোটখাটো সমস্যা গুলো বিদ্যালয়েই উপশম করে দিতে পারছি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তুলতে পারছি। শিশুরাও আর বাড়ি যেতে চাইছে না। ছোটো খাটো শারীরিক সমস্যায় আর তারা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতও হচ্ছে না। ফলে এই ভাবে স্কুল ছুট শিশু কমছে। সাথে বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও এলাকা বাসীর জন্য প্রেসার, সুগার,কোলেস্টেরল এর মতো অসুখ কে নিয়ন্ত্রন করার মতো কিছু দুস্প্রাপ্য গাছও লাগিয়েছি ,যার মাধ্যমে অভিভাবক ও এলাকাবাসীর মধ্যে বিদ্যালয়ের সাথে মেলবন্ধন ঘটবে ।

এই ভেষজ উদ্যানটি গড়ে তুলতে সর্বতভাবে সহযোগিতা করেছেন শিক্ষারত্না পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক তাপস বাঙ্গাল। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড . অর্ণব দত্ত, সবুজ সংকল্পের পক্ষে রনজিত দাস, সাংবাদিক রাকেশ মাইতি, সাংবাদিক সুরজিৎ আদাক প্রমুখ।

ধান চাষে রোগ পোকার আক্রমণে কি করনীয় তা জানালেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিশেষজ্ঞ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ জুলাইঃ শ্রাবণ মাস চলছে। বর্ষা ও শুরু হয়েছে গোটা দক্ষিণ বঙ্গ জুড়ে। আর তাই বর্ষাতে চাষের জমিতে আমন ধান চাষ শুরু করেছে চাষিরা।কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, চাষের আগে ভালো ফসল পেতে গেলে প্রথম থেকেই যত্ন নিতে হবে এই বীজতলার উপরে । আর যদি আগে ভাগে তারা বীজ তলার উপর যত্ন নেয় তাহলে খরচ অনেকটাই কম হবে এবং পরিশ্রমও কম হবে। নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শস্য সুরক্ষা বিদ ড. প্রবীর কুমার গরাই বলেন, জমির আশে পাশে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা আছে এই ধরনের জায়গাকে বেছে নিতে হবে। না হলে জলের ব্যবস্থা করা যায় এরকম জায়গা দেখে জমি ঠিক করতে হবে। এর পাশাপাশি এঁটেল

বা দোঁয়াশ মাটির উর্বর জমি হলে ভালো হয়। যেখানে বীজ তলা তৈরি করবে আশেপাশে জমির থেকে একটু উচু জমি হলে আমন ধানের জন্য তা আদর্শ। সাধারণত যত বিঘা মূল জমি তার দশ ভাগের এক ভাগ হবে বীজতলা অর্থাৎ এক বিঘা জমির জন্য ২ কাটা। পাতলা করে বীজ ফেললে চারাগুলি সুস্থ, সবল এবং মোটা হবে। বীজ রোপনের কয়েক ঘন্টা পর ওই জমিতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জল রাখতে হবে। এরপর চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের পরিমাণও বাড়িয়ে দিতে হবে অর্থাৎ বোনার সময় যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল তার থেকে ডাবল পরিমাণে জল দিতে হয়। যদি কোন ভাবে বীজতলার রোগ প্রকার আক্রমণ হয় সাধারণত বীজতলার রোগ পোকা বাদামি দাগ, ঝলসা, মাজরা পোকা ও পাতা মোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। এর থেকে প্রতিকার স্বরূপ প্রোপিকোনাজোল ১ মিলি অথবা ট্রাইসাইক্লোজল ০.৭৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। জমির ছায়াযুক্ত অংশে এর আক্রমণ বেশি হয়। তাই ছায়া যাতে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলেই ধান চাষে ভাল মুনাফা ঘরে তুলতে পারবে চাষিরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩১ সংখ্যা, রবিবার , ৫ শ্রাবণ, ১৪৩১

‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’ সূত্র

চেয়ে-চিন্তে জোগাড় হয়েছিল একটা বক্স ক্যামেবা,বীরবলের কাছ থেকে রেল কোম্পানির গরম ওভারকোট,যার ওজন সমরেশ বসুর থেকে যেন বেশী মনে হয়। পরতে গেলে হাঁটু ছাড়িয়ে যায়,পরলে মনে হয় যেন একটা রোবট। অবশ্য উত্তরপ্রদেশের মাঘের শীতকে মোকাবিলা করতে যার জুড়ি মেলা ভার। সমরেশ বসু যাবেন কুম্ভ মেলা দেখতে। মনের কোনে গভীর ইচ্ছা না বলে বরং বলা যায় হৃদয়ের টান অনুভব করেছিলেন। কুম্ভমেলায় তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নতুন সৃষ্টির সব রসদ। তৈরি হয়েছিল নতুন ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ সাক্ষর রাখার সেই শুরু বলা যায়গ্ধ‘কালকূট’ এর ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’। সাগরময় ঘোষের সন্নিধানে, ’কালকূটের’ প্রার্থনা নিয়ে সমরেশ বসু নিবেদন করেছিলেন যদি তাঁর বিষবাহী প্রাণের অমৃত সন্ধানের কথা ‘দেশ’ পত্রিকায় বিস্তৃত করে লেখার অনুমতি দেওয়া হয়। কথা শেষ হয়নি তখন আবির্ভাব হয়েছিল কানাইলাল সরকারের,তৎক্ষনাৎ মঞ্জুর হয়েছিল সেই আবেদন,ইয়েস হোয়াই নট? সাগরময় ঘোষ সমর্থন করে বলেছিলেন আরম্ভ করে দিন। সঙ্গে অবশ্য বলেছিলেন লেখাটার নাম ঠিক করতে। চারটে কিস্তি লেখা হলেই ছাপা হবে। সমরেশ জীবনে সেই প্রথম শুনলেন কিস্তি। ‘শুরু হল ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’র যাত্রা। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে চুয়ান্ন সাল এল। মাঘ মাস,প্রয়াগে কুম্ভ মেলার তোড়জোড় শুরু হয়েছেগ্ধ লেখক সমরেশ বসুর খুব ইচ্ছে তিনি ওই মেলায় যাবেনগ্ধ তবে ওঁর মতো আর্থিক ভাবে কম সামর্থ্যের লোকের পক্ষে সারা ভারত ঘুরে দেখা কার্যত অসম্ভব। অতএব ভারতের মিলনতীর্থ কুম্ভমেলায় তাঁর যেতেই হবেগ্ধ মনের সঙ্গোপনে শুধু দেখা নয়,কুম্ভমেলা নিয়ে কিছু লেখার অদম্য ইচ্ছে জিইয়ে রেখেছেন। যাবেন কীভাবে! টাকা কে দেবে! এলাহবাদে কোথায় থাকবেন! পরিচয় ছিল বেঙ্গল পাবলিশার্সের মনোজ বসুর সঙ্গে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়দের সাথে ইতিপূর্বে আলাপ ছিল। সব শুনে মনোজবাবু ‘যুগান্তর’এর পরিমল গোস্বামীকে একটা চিঠি লিখলেন, সমরেশ বসুর পরিচয় দিয়ে লিখলেন ও কুম্ভমেলায় যেতে চায়গ্ধ ‘যুগান্তর’-এর পক্ষ থেকে ওকে যদি কুম্ভমেলায় যাওয়ার একটা সুযোগ করে দেওয়া হয় তিনি খুশিই হবেন। সমরেশ সামনে গিয়ে নমস্কার করেছিলেন পরিমল গোস্বামীকে,তিনি কেবল চোখ তুলে তাকালেনগ্ধ কিছুটা বিব্রত সমরেশ বলেছিলেন মনোজ বসু আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন। সমরেশের থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লেন,বাঁ হাতটা তুলে এমন ভঙ্গি করলেন যাতে বোঝায় কোনও আশা নেই। হাতের ইশারায় চলে যেতে বললেন, সমরেশের সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি,আদপে সেই ব্যবহারে ছিল প্রবল এক তাচ্ছিল্যের বহিঃপ্রকাশ। তখন সমরেশ বসুর আর্থিক অবস্থা খারাপ বললে একটু কম বলা হয়, নিজের বাড়ি থেকে নিয়মিত টিকিট কেটে তাঁর পক্ষে কলকাতায় আসা কার্যত অসম্ভব। অতএব মনোজের কাছে সমরেশ পৌঁছলেন কয়েকদিন পরে। মনোজবাবু সব শুনে বলেছিলেন ওই তো, পরিমল কে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। ওর কোনও মেজাজ বোঝাই যায় না।

একশত একুশ বছর পূর্বে

একশ একুশ বছর আগের কলকাতা। চৌরঙ্গি অঞ্চলে তখন অনেক ফাঁকা। রাস্তাঘাটও নতুন। ১৯০৩ সালে একদিন লোকজন অবাক হয়ে দেখল একটা অদ্ভুত জিনিস বেশ জোরে ছুটে চলেছে ধর্মতলার দিকে। একটা গাড়ি। কিন্তু তাতে চারটে চাকা লাগানো। সম্পূর্ণ ঢাকা। ভেতরে সামনের আসনে বসে এক সাহেব একটা চাকার মত কী যেন ঘোরাচ্ছে। ঘরঘর আওয়াজ করতে করতে গাড়িটা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে পোঁ পোঁ করে হর্ণ বাজছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত বললেন, ‘এর নাম মটর গাড়ি। এটা হাওয়ায় চলে। বিলেত থেকে এয়েছে। ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সের ডেইমলার মোটর কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতায় এসে ম্যাজিক লণ্ঠনে রঙীন ছবি দেখিয়ে মোটরের নানারকম সুবিধের কথা বুঝিয়ে দিলেন। এর পরের বছরে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে কলকাতার পথে প্রথম মোটর দেখা গেল প্রাথমিক অবস্থায়। প্রথম দিকে মোটরের ইঞ্জিন, টায়ার সব কিছুই আসত বিলেত থেকে। এখানে বিখ্যাত গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট আর ডাইকস্ সেই সব জিনিস দিয়ে ঘোড়ার গাড়ির নকসায় মোটরের বডি তৈরি করত। ১৯২৫ সালে সারা ভারতে মোটর ছিল তিরিশ হাজার। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্যাক্তিগত গাড়ি। ১৯০৫ সালে ৮ ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট এক সিলিন্ডারের একটা রোভার গাড়ির দাম ছিল ছত্রিশশ’ টাকা। ১৯০৭ সালে কলকাতায় ভারতের প্রথম মোটর প্রদর্শনী লেডি মিন্টো মোটর একজিবিশন হয়। ১৯০৫ সালের একটা বিজ্ঞাপনে কলকাতায় মোটরকে জনপ্রিয় করবার জন্যে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল গতিসম্পন্ন সাত ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট ওল্ডস মোবাইল আর উলসলি গাড়ি হায়ার পারচেজ পদ্ধতিতে বিক্রির কথা জানা যায়। ১৯০৯ সালে ভারতে মোটরগাড়ি আর মোটর সাইকেল আমদানি হয়েছিল তিন লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ডের। কলকাতায় বাস চালানোর কাজে উদ্যোগ নেয় দু’টি কোম্পানি;অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মোটর ক্যাব কোম্পানি আর মেসার্স ব্র্যানডেলস্ কোম্পানি। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। এই অ্যাসোসিয়েশন ১৯০৮ সালে কলকাতায় বাস চালাননি, চালিয়েছিলেন ট্যাক্সি। খুব মজার কথা--তখন গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ছিল কলকাতার একমাত্র ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। কলকাতায় নিয়মিত বাস চলতে শুরু করে ১৯২৯ সালে। প্রথম বাস চলেছিল আপার সার্কুলার রোড দিয়ে। কোন বিদেশী কোম্পানি কিন্তু বাস চালায়নি। বাস চালিয়েছিলেন একজন মুসলমান ব্যবসায়ী আবদুল সোবহান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা ভবতারিণী জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দীক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো জয় করাটা ভারতের স্বাধীনতার চিন্তাকে আরও বেশি করে এগিয়ে দিয়ে সমর্থ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিটি লেখা পড়লে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর ভাষার কতখানি শক্তি ছিল। এখনও তাঁর রচনাগুলি পড়লে মনে হবে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা একদিকে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠকে অনুসরণ করছে এবং পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করছে। স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের তলায় বসে দীক্ষা নিয়েছিলেন বাংলার বিপ্লবী বাঘ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার মা সারদার স্নেহধন্য ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে বহুবার এসেছেন বাঘা যতীন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে গুপ্ত বেঠক করেছিলেন পঞ্চবটীর তলায়। সেই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন রাসবিহারী বোস, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিপ্লবী অরবিন্দের পরিকল্পনা ছিল বাংলার যুব সমাজকে নিয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী নির্মাণ করে ‘স্বাধীন ভারত’ নির্মাণ করা

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভগিনী নিবেদিতার ডাকে অরবিন্দ ১৯০৬ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। আশ্রয় গ্রহণ করলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। যদিও তার আগে থেকে তিনি বাংলায় গুপ্ত সমিতি তৈরি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তিনি না থাকলে বাংলার বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তৈরি হতে বহু দেরি হতো। সময় নিত। বিপ্লবী অরবিন্দ ভালো সংগঠক ছিলেন না। তিনি শুধু উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারতেন এবং কৌশল গ্রহণ করতে পারতেন। আর বিপ্লবী বারীন ঘোষ সশরীরে উপস্থিত থেকে বিপ্লবী সমিতি তৈরি করেছিলেন। তিনি উদ্যোগী হয়ে মুরারি পুকুরে বিপ্লবীদের গোপন বোমার আস্তানা নির্মাণ করেছিলেন। মেদিনীপুরে যে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তৈরি হয়েছিল তাতে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। চন্দননগরে বিপ্লবী সমিতি তৈরি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ এবং তাঁর ভাই বারীন ঘোষ। বিপ্লবী সমিতির নামকরণ করা হয়েছিল ‘যুগান্তর’ দল। এই বিপ্লবী দলের একটি মুখপত্র ছিল সেই মুখপত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘যুগান্তর’। এর সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। এই বিপ্লবী সমিতিকে আর্থিক দিক দিয়ে সহায়তা করতেন রাজা সুবোধ মল্লিক, উত্তর পাড়ার জমিদার থেকে শুরু করে বাংলার বেশ কয়েকটি শক্তিশালী জমিদাররা। তবে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পরিবারদের কোনও সদস্য বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা সব সময়ে ইংরেজদের পক্ষে থাকতেন। বিপ্লবী বারীন ঘোষের উদ্যোগে বিপ্লবীদের মুখপাত্র ‘যুগান্তর’ পত্রিকা (১৯০৬) সালে প্রকাশ লাভ করে। অরবিন্দ আবার ‘বন্দেমাতরম’ (১৯০৬) পত্রিকা সালে প্রকাশ করেছিলেন। এই দুটি পত্রিকা বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। মাত্র দুই বছরে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অরবিন্দ এবং বারীন ঘোষ। তাঁরা দ্রুত বেশ কয়েকজন ইংরেজ কর্তাদের মারার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই সব পরিকল্পনা দ্রুত গ্রহণ করতে হয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ ছিল যে তাঁরা বিপ্লবীদের অধিকার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। তাঁদেরকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ।

যদিও বহু সমালোচকেরা বলে থাকেন যে বিপ্লবী অরবিন্দের গুপ্ত হত্যার সিদ্ধান্ত এত দ্রুত গ্রহণ করাটা ঠিক হয়নি। ইংরেজ প্রশাসকদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করাটা সেই যগের পরিবেশে সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। তখন বাঙলায় সশস্ত্র সংগ্রাম করার মতো পরিবেশ ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রাম জনগণকে নিয়ে করতে পারলে বিপ্লবী সংগ্রাম আরও শক্তিশালী হতো। সেটা অরবিন্দ না করে গুপ্তভাবে বিপ্লবী আন্দোলন করতে গিয়ে জনগণের কোনও সাড়া তিনি পাননি। জনগণও জানতে পারেনি যে অরবিন্দ এত সব বড় বড় বিপ্লবী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টায় রত। তবুও বলা

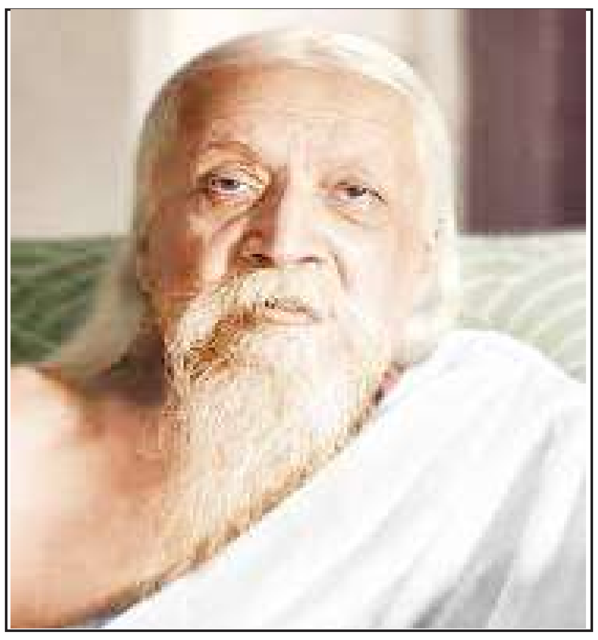

যেতে পারে যে অরবিন্দের বিপ্লবী সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে আর বেশি উজ্জীবিত করতে থাকে। মাত্র দুই বছর সময় হাতে পেয়েছিলেন অরবিন্দ বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামকে উপস্থিত করতে। এরই মধ্যে পূর্ব বাংলার লাট ফুলার, চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল, লাট ফ্রেজার হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনকী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। এই সব পরিকল্পনা সার্থক লাভ করেনি। তবে মজফফরপুরে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গিয়ে বাংলার গুপ্ত সমিতির আন্দোলনের খবর প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত হল। কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকি। কিংসফোর্ডকে মারার জন্য যে ধরনের শক্তিশালী বোমা তৈরি করা হয়েছিল তাতে ইংরেজ সরকার একেবারে ঘাবড়ে যায়। তারা আর দেরি না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যুক্ত সব সদস্যাদের গ্রেফতার করে জেলবন্দি করতে হবে। দেশ জুড়ে সশস্ত্র সংগ্রামীদের গ্রেফতার করতে শুরু করে ইংরেজ সরকার। প্রায় চল্লিশ জনের অধিক বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে ছিল ইংরেজ সরকার। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ইংরেজ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে যা আলিপুর বোমা মামলা বলে ইতিহাসের পাতায় খ্যাতি লাভ করেছে। ১৯০৮ সালে গ্রেফতার হলেন বিপ্লবী অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বোস সহ আরও অনেকে। আলিপুর আদালতে এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দের হয়ে আদালতে সাওয়াল করেছিলেন। এই মামলার বিচারপতি ছিলেন অরবিন্দের কেমব্রিজ বন্ধু ব্রিচক্রফ। যদিও তিনি বলেছিলেন, অরবিন্দ ইংরেজ সরকারের কাছে একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। ২ মে, ১৯০৯ সালে অরবিন্দ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। আর ৩০ মে, ১৯০৯ সালে উত্তর পাড়ায় বক্তৃতায় বিপ্লবী পথ পরিহার করে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চার মগ্ন ভবিষ্যত কাটাবেন বলে উল্লেখ করলেন অরবিন্দ। পরে আমরা দেখতে পেলাম যে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দে পরিণত হয়েছেন। তিনি বাংলা ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন এবং সেখানেই আশ্রম নির্মাণ করে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চা করতে শুরু করেন। বহু সমালোচকরা বলেছেন যে অরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলনের পথ পরিহার করে পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আত্মরক্ষার জন্য। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে অরবিন্দ সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা এখনও সশস্ত্র সংগ্রামে উপযুক্ত নয়। বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়েছিল বিপ্লবীরা। তারা নিজেরাও প্রস্তুত ছিল না। তার ফলে সশস্ত্র সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেউ কিন্তু সফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু বাংলার তরুণরা আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। তারা মনে করেছিল যে ইরেজ প্রশাসনিক কর্তাদের হত্যা করতে শুরু করলেই সব ফেলে ইংরেজরা ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ইংরেজরা যে কত শাক্তিশালী সেটা মাপতে পারেনি বিপ্লবীরা। তারা ভারতবর্ষের এসেছে শাসন করতে। খালি হাতে আসেনি সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। দুউ দুটো বিশ্ব যুদ্ধকে সামাল দিয়ে অটুট ছিল ব্রিটিশ শক্তি। ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ইংরেজারা আগে বাতিল করে দিয়েছিল। তার ফলে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিপ্লবীদের সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হল। ইংরেজ শক্তির কাছে পরাস্ত হতে থাকলো বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী দলগুলি।

বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরী তো চলে গেলেন তাতেও কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন একেবারে থেমে থাকলো না। সাময়িক কয়েকটি বছর বিপ্লবীরা চুপ করে বসেছিল। তার পরেই আবার শুরু হয়ে গিয়েছিল গোপন তৎপরতা। এবারে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে এলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখার্জি, যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বসুসহ আরও অনেকে। বাংলার আবার বিপ্লবী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আলিপুর মামলার পরে অখণ্ড কেন্দ্রীভূত বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব রাখা অসম্ভব হলেও দেখা গেল ছোট ছোট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। এই সব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল (১) উত্তরবঙ্গ দল (২) পূর্ববঙ্গের অনুশীলন দল (৩) পশ্চিমবঙ্গের ‘যুগান্তর’ দল। প্রত্যেকটি দল এবার অবিনাশ চক্রবর্তীর পরামর্শ গ্রহণ করে চলতো। তিনি অরবিন্দের শূন্যস্থানকে পূরণ করেছিলেন। অবিনাশ চক্রবর্তী বিভিন্ন দলের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে শুরু করলেন। অরবিন্দের বিপ্লবী দলের অধিকাংশ বলিষ্ঠ সদস্যরা আন্দামান কারাগার থেকে আসার পরে দেখা গেল যে তারা আর গুপ্ত সমিতির সঙ্গে কোনও সংযোগ রাখছে না। তাঁদেরকে আবার একটি সূত্রে গাঁথতে শুরু করে দিলেন অবিনাশ চক্রবর্তী। এবারে নতুন মুখ নিয়ে ছোট ছোট গুপ্ত সমিতিগুলি এক সাথে মিলেমিশে কাজ করতে শুরু করলো। ‘আত্মোন্নতি সমিতি’, ‘বরাহনগর গোষ্ঠী’ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। বিপ্লবীদের মুখপাত্র ‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে আবার উৎসাহ দেখা দিল। কার্তিক চন্দ্র দত্ত এবং মোক্ষতা সামাধ্যায়ীর একটি দল তৈরি হল। তারপরে নিখিলেশ রায় আর একটি ভিন্ন দল তৈরি করলেন। প্রভাস চন্দ্র দেব, ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির কেদার চক্রবর্তী, প্রিয়শঙ্কর সেন, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ‘পন্থা’ প্রকাশক কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মতো নেতারা অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে গোপনে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকলো। চোরবাগানের যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরের ছাপাখানা এবং হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধি রোড) এবং মির্জ্জাপুর স্ট্রিটের (বর্তমানে সূর্য সেন স্ট্রিট) সংযোগ স্থলে নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের ‘বণিক প্রেস’ থেকে গোপনে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকলো। ছাত্র ভাণ্ডারের দল শ্রমজীবী সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলেন। ছাত্র ভাণ্ডারের দলস্থ অধ্যাপক বিমলচন্দ্র দেব, লাডলিমোহন মিত্র (পরে বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক), যতীন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রদের সহযোগিতা নিয়ে ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রকাশ এবং প্রচার শুরু করা হল। এই রকম রাজনৈতিক পটভূমিকায় ‘যুগান্তর’ দলের সদস্য হরিশচন্দ্র সিকদার ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছন্নছাড়া দলকে আবার একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগী হলেন। এই সময়ে ঢাকার অনুশীলন সমিতির দল ব্যতীত অন্য সব বিপ্লবী দলগুলি অবিনাশ চক্রবর্তীর নির্দেশকে পালন করতে থাকে। পরে তাঁর উপযুক্ত লোক হিসাবে এসে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। সব বিপ্লবী দলের সদস্যরা বাঘ যতীনের নেতৃত্বকে মান্যতা দিতে শুরু করলেন। সেই সময়ে যে সব গুপ্ত সমিতিগুলি গোপনে কাজ করছিল তাদের কথা কিন্তু ইংরেজ সরকার জানতো না। পরে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ললিত চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়েই সব কিছু ফাঁস হয়ে গেল। ইংরেজরা মনে করেছিল অরবিন্দের গ্রেফতার এবং তাঁর পণ্ডিচেরী পলায়ন এবং বারীন ঘোষ সহ তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীসাথীদের আন্দামানে কারাগারে নিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচেষ্টা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ইংরেজ সরকার জানতে পারলো আবারও নতুন করে বিপ্লবী দল মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। এই সব দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দল হচ্ছে (১) শিবপুর দল (২) কুর্চি দল (৩) খিদিরপুর দল (৪) চাঙ্গরিপোতার দল (৫) ঝাউগাছা দল (৬) যুগান্তর দল (৭) মজিলপুর দল (৮) হলুদবাড়ী দল (৯) কৃষ্ণনগর দল (১০) নাটোর দল (১১) ছাত্র ভাণ্ডার দল ও (১২) রাজশাহী দল। এই দলগুলি ছাড়াও আর বহু দল ছিল। পূর্ব বঙ্গের অনুশীলন দল, বরিশালের প্রজ্ঞানন্দের দল, বগুড়ার যতীন্দ্র রায়ের দল যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। আলিপুর বোমা মামলায় বিপ্লবী অরবিন্দ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা যখন অভিযুক্ত হতে শুরু করে দিয়েছেন তখন বাংলায় আর কেউই বিপ্লবী আন্দোলন করতে সাহস করছিল না। কিন্তু তারপরে চিত্রটা একেবারে পাল্টে গেল। ইংরেজরা বিপ্লবীদের প্রতি যে ধরনের অমানুষিক অবিচার শুরু হয়ে দিয়েছিল তার প্রতিকার করতে বদ্ধপরিকর হলেন গুপ্ত সমিতির সদস্যরা। তাঁরা এবারে শক্তিশালী অস্ত্রের সন্ধান করতে থাকলেন। তখন অস্ত্র পাওয়া খুবই মুশকিল ছিল। চোরা পথে অস্ত্র আসতো। কিন্তু তা অত্যাধিক দামে ক্রয় করতে হতো। বিপ্লবী দলগুলি এমনিতেই আর্থিক দিক দিয়ে ধুঁকছে। তার ওপরে বহু যুবকেরা দেশের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী। গুপ্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এই সব তরুণ বিপ্লবী সদস্যদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তবে খুবই গোপনে। কোনও সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানে তরুণ বিপ্লবীদের অস্ত্র চালানোর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করতে অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সেই সব অর্থ জোগাড় করা হতো চাঁদা তুলে। কিন্তু চাঁদা দেওয়ার লোকের সংখ্যা কম। চাকী

জোড়াসাঁকোর আমিষ রান্না থেকে নিরামিষ

বিশেষ প্রতিবেদক

জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের এক অন্যরকম বর্ণনা দিয়েছেনগ্ধ ‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,/ সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-/ হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে। ছড়া লেখার সূচনালগ্নে বোধহয় নিজের খাওয়ার অভিজ্ঞতাই এইভাবে ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা যথার্থ ভোজন রসিক ছিলেন। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। ঠাকুর বাড়িতে পাকা আম ভাতে, পাকা পটলের টক, কাঁচা ও কচি তেঁতুলের ঝোল, বেগুন ও কাঁচাকুলের টক, তিল বাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল রান্না হত। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী পাকা আমের মিঠাই বানাতেন। শেষপাতে দই ও সন্দেশ অপরিহার্য ছিল। মিষ্টির নানারকম নামও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার একটি মিষ্টি খেয়ে নাম দেন ‘এলোঝেলো’, পরে বদলে রাখেন ‘পরিবন্ধ’।

রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘জানো সবরকম কলার মতো রন্ধন কলাতেও আমার নৈপুণ্য ছিল। একদা মোড়া নিয়ে রান্নাঘরে বসতাম এবং স্ত্রীকে নানাবিধ রান্না শেখাতাম।’ এভাবেই তৈরি হয়েছিল মানকচুর জিলিপি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি স্ত্রীকে মানকচুর জিলিপি তৈরি করতে বললেন। মৃণালিনী প্রথমে হেসে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু খেয়ে দেখা গেল সেটা জিলিপির চেয়ে ভালো হয়েছে। কবি বললেন, ‘দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন শিখিয়ে দিলুম।’ কবিপত্নী হেসে বললেন, ‘তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।’

তাঁর সময় ঠাকুরবাড়িতে ‘পাঁঠার বাংলা’ নামক এক পদের উল্লেখ আছে।

১৯৪১ সালে, কবিগুরু মৃত্যুর ঠিক দুই বছর আগে কালিম্পং থেকে জোড়াসাঁকোতে আসেন ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে। এই বিশেষ পাঁঠার মাংস তাঁর খাদ্যতালিকায় ছিল। এই মেনু বাঙালির খাদ্য তালিকায় অবলুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, তাঁর খুব প্রিয়

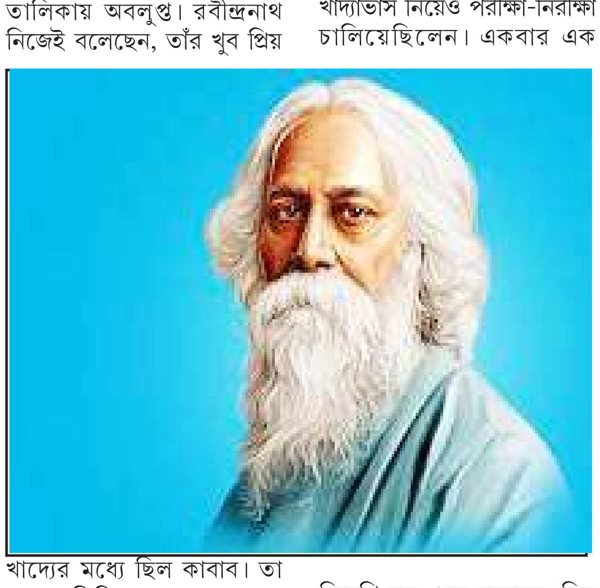

খাদ্যের মধ্যে ছিল কাবাব। তা ছাড়াও তিনি খুব পছন্দ করতেন আনারস দিয়ে তৈরি রোস্টেড পাঁঠার মাংস। নানান রান্নার ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেল বন্ধন ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল ঘটিয়েছিল। পূর্ণিমা ঠাকুর ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ বইতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগের বছর ১৯১২ সালে লন্ডনে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি, লন্ডন। সেদিনের খাদ্যতালিকা হয়েছিল কবির পছন্দে। এই খাবারের তালিকায় ছিল গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অব টমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস অ্যান্ড কিউকামবার, প্রি সলটেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন স্যালাড ও আইসক্রিম। বাইরে এই ধরনের খাবার খেলেও বাড়িতে তিনি কম তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতেন। কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর রান্না ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর হাতের রান্না খেতে সবাই খুব পছন্দ করতেন, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নাকি টকের সঙ্গে ঝাল মিশিয়ে বেশ নতুন নতুন পদ তৈরি করতেন। স্বাস্থ্য সচেতন কবি নিজের খাদ্যাভাস নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। একবার এক বিদেশি বন্ধু এসে বললেন, ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ওতে সব রকমের গুণ আছে। এরপর কী হল? রানী চন্দ লিখেছেন, ‘গুরুদেব কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেন। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে।’ একবার এক আয়ুর্বেদজ্ঞ বললেন নিমপাতার রস সর্বরোগনাশক। ব্যস, শুরু হয়ে গেল নিমপাতার রস খাওয়া। রানী চন্দকে বললেন, ‘বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়। বেশি কেন, ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।’ ঠাকুরবাড়িতে প্রায়শই খামখেয়ালি সভা বসত। সেই সভায় কবি থাকতেন মধ্যমণি। সেই খামখেয়ালিপনা থেকেই হয়তো তিনি রাত দুটোর সময় মৃণালিনী দেবীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কিছু রান্না করে খাওয়াতে বলতেন। শোনা যায় এই ঘটনা প্রায়শই ঘটত আর মাঝরাতে মৃণালিনী দেবী রান্না করে রবীন্দ্রনাথকে খাওয়াতেন। কবি দেশি খাবারের মধ্যে পছন্দ করতেন কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল এবং নারকেল চিংড়ি। এ ছাড়া তিনি কাবাব খেতে খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে ছিল শ্রুতি মিঠা কাবাব, হিন্দুস্তানি তুর্কি কাবাব, চিকেন কাবাব নোসি। এখানেই শেষ নয়, কবিগুরু ছিলেন পানের ভক্ত। তাঁর নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁকে একটি সুদৃশ্য পানদানি বা ডাবর উপহার দিয়েছিলেন, যা আজও ঠাকুরবাড়িতে রক্ষিত আছে। ঠাকুরবাড়ির রান্নায় বেশি করে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন ছিল। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হত। রান্নার তালিকায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পদ থাকত। আর তাতে নিয়মিত অবশ্যই থাকত শুক্তো আর দইমাছ।

ঠাকুরবাড়ির আর এক রত্ন অবনী ন্দ্রনাথ যে লাইব্রেরি থেকে রান্নার বই বার করে রীতিমত রান্নার ক্লাস খুলেছিলেন, সে কথাও তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল লিখে গেছেন। অবন ঠাকুরের রাঁধুনি রাধুকে নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা চলত। প্রচলিত প্রথাকে বদলে দেওয়া হত। পেঁয়াজ প্রথমে ভাজার হলে তাকে শেষে ভাজতেন। শেষে সাঁতলাবার জিনিস প্রথমেই সাঁতলাতেন। যাকে ভাজতে হবে তাকে সিদ্ধ করতেন। এই প্রথাতেই তিনি ‘মুরগির মাছের ঝোল’ আর ‘মাছের মাংসের কারি’ আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি রান্না আবিষ্কার করেছিলেন। সে রান্নার কথা একটি খাতায় লেখা হয়ে তাঁর বড় মেয়ের কাছে ছিল। বড় মেয়ে মারা যাওয়ায় সে খাতাও হারিয়ে যায় চিরকালের মতো।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে রান্না না করলেও রন্ধন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভালো কিছু খেলেই তাঁর রেসিপি লিখে রাখতেন লাল একটা খাতায়। পরে পূর্ণিমা ঠাকুর সেই খাতাটি উপহার পেলে, খাতার রেসিপি আর তাঁর মা নলিনী দেবীর রেসিপি মিলিয়ে ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’ নামে দারুণ একটা বই লেখেন। এখানে স্যালাড, চাটনি আর মিষ্টি তৈরির নানা অভিনব পদ্ধতির কথা বলা আছে। রেণুকা দেবী চৌধুরানীও ‘রকমারি আমিষ রান্না’ করতেন।

সম্পাদক সমীপেষু

শিক্ষা অনুশীলন অনবরত করতে হবে

দুধ খারাপ হলে দই হয়ে যায়। দই দুধের চেয়ে দামি। যদি এটা আরো খারাপ হয়, এটা পনির মত হয়ে যায়। দই এবং দুধের চেয়ে পনিরের মূল্য অনেক বেশি। আর আঙুরের রস টক হলে তা ওয়াইনে রূপান্তরিত হয়, যা আঙ্গুর রসের চেয়েও দামী। তুমি খারাপ না কারণ তুমি ভুল করেছ। ভুল হল সেই অভিজ্ঞতা যা আপনাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে আরো মূল্যবান করে তোলে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস একটি নেভিগেশন ভুল করেছেন যা তাকে আমেরিকা আবিষ্কার করতে বাধ্য করেছে। আলেক জান্ডার ফ্লেমিং এর ভুল তাকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করতে বাধ্য করেছে। টমাস আলভা এডিসনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনি জীবনে ভুল করেছেন? তিনি বলছিলেন, ‘অসংখ্যবার!’ তা শুনে প্রশ্নকর্তা বলেছিলেন, ‘তাহলে তো আপনার মাথায় বুদ্ধি কম?’

উত্তরে এডিসন যে উত্তর করেছিলেন তা এমন, ‘মাথায় বুদ্ধি কম ছিলো কিন্তু অসংখ্যবার ভুল করার কারণে তা বেড়ে অসংখ্য গুণ হয়ে গিয়েছে!’ব্যাপারটা এমন, প্রতিবার ভুলের পর এডিসন নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন। এভাবে সৃষ্ট সফল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। কানাডিয়ান বিখ্যাত লেখক রবিন শর্মা বলেছিলেন, ‘ভুল বলে কিছু নেই সবই নতুন শিক্ষা।’ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘কেউ যদি বলে সে কখনো ভুল করেনি, তার মানে সে কখনো চেষ্টাই করেনি।’

óHow to change a life’ বইটি একবার দ্বিতীয় সংস্করণে নামের ভুলে ‘How to change a wife হয়ে বের হয়েছিলো, তারপর তা বেস্ট সেলার !কথায় আছে, মাঝে মাঝে ভুল বলো নাহলে তুমি বুঝতে পারবে না লোকে তোমার কথা শুনছে কি না ! মাঝে মাঝে ভুল লিখো তাহলে যে তোমাকে জিন্দেগীতে কমেন্ট করবে না বলে পণ করেছে সে ও কমেন্ট করবে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন, উন্নয়ন হলো চেষ্টা এবং ভুলের একটি সমন্বিত পক্রিয়া।’

বিজনেস গুরু রিচার্ড ব্রানসনের মতে, ‘নিয়ম মেনে কেউ হাঁটা শিখতে পারে না বরং চেষ্টা এবং বার বার ভুল পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে হাঁটা শিখতে হয়।’

কলিন পাওয়েলের মতে, ‘যোগ্য নেতা জন্ম নেয় না তৈরী হয় চেষ্টা, ভুল এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।’ অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ মাইকেল জর্ডান বলেছিলেন, ‘আমি অসংখ্যবার ভুল করেছি এবং ফেইল করেছি বলে আমি আজ সফল।’

হেনরি ফোর্ড বলেছিলেন, ‘ভুল হলো একমাত্র সুযোগ যার মাধ্যমে নতুন করে শুরু করার আরো সুযোগ পাবেন।’ এক প্রেমিকের ভাষ্য, ‘ভুল মানুষেব প্রেমে পড়া মানে আরেকটি শুদ্ধ মানুষের প্রেমে পড়ার অন্যতম সুযোগ।’ কথায় আছে, সত্যিকার মানুষ কখনো নির্ভুল হতে পারে না! যদি সবকিছু নির্ভুল থাকে তাহলে তুমি কখনো কিছু শিখতে পারবে না! পেন্সিল মানসিকতা হওয়ার চেষ্টা করো, যাতে ভুল হলে পিছন দিয়ে ঘষে মুছে নতুন করে চেষ্টা করার সুযোগ থাকবে! মুছা না গেলে চিত্র হয় না! কলম মানসিকতার মানুষ গুলো নিজেকে নির্ভুল ভাবে ! তাই কলম দিয়ে সুন্দর চিত্র হয় না! তাই আসুন আমরা ভুলকে ভুলে গিয়ে আবার নতুনভাবে চেষ্টা করে ফুলের মত জীবন গড়ি। আপনার ভুলগুলিকে আপনাকে নীচে নামাতে দেবেন না। এটি অনুশীলন নয় যা নিখুঁত করে তোলে। আমরা ভুল থেকে শিখি যা নিখুঁত করে তোলে! সব কিছুরই অনুশীলন দরকার। অনুশীলন সঠিক থাকলে তবেই সব কিছু শেখা সম্ভব।

বাংলাদেশে সহিংসতামুক্ত শান্তি কামনায় উদ্‌গ্রীব বিশ্বভারতীর বিদেশী পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২০ জুলাই ঃ সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সহিংসতায় নিজের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে বাংলাদেশী পড়ুয়ারা। কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর এবং বাংলাদেশী গীতিকার আবু জাফরের এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে। সঙ্গীত ভবনের বাংলাদেশী পড়ুয়াদের। সঙ্গীতের পাশাপাশি, হাতে মোমবাতি, প্ল্যাকার্ড নিয়ে দেশের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করলো বাংলাদেশী পড়ুয়ারা। রংপুরের সঞ্জিতা পারভীন, কথা ঘোষরা বলেন, আমাদের ভাই- বোন বেঁচে আছে কিনা আমরা জানি না। দু'দিন আগে পর্যন্ত খবর পাচ্ছিলাম। আমাদের একটি বোন মারা গেছে। বাড়ির সবাই কেমন আছে, কিছু জানি না। দেশে থাকলে তাদের পাশে থাকতে পারতাম। দেশের ভাই বন্ধুরা না চাইলে আমরা এখানে আসতে পারতাম না। আমরা জানতে চাই, তারা কেমন আছে। আমরা চাই, তাদের জীবন সুন্দর হোক। ভারতে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে এই মুহূর্তে চরম অস্থিরতা। বহু ছাত্রর প্রাণ চলে গেছে রাজপথে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় কার্ফু জারি। রাজপথে নেমেছে সেনা। এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন বিশ্বভারতীতে পাঠরত বাংলাদেশী পড়ুয়ারা। পরিবার থেকে বন্ধু কারো সাথে যোগাযোগ হচ্ছে না ঠিক ভাবে। অন্য দিকে দেশের এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছে না। তাদের দেশের সরকারের আর্জি এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেমে যাক। এমনকী বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশকে পাশে থাকার জন্য আর্জি জানায়। ভারত প্রতিবেশী বন্ধু দেশ দীর্ঘদিন পাশে থেকেছে। এই মুহূর্তেও পাশে থাকার আর্জি তাদের।

বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে অসুস্থ ১৩ শিশু, ভর্তি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ জুলাই ঃ গ্রাম লাগোয়া এলাকা থেকে মাশরুম সংগ্রহ করে ১৩ শিশু। তারপর সে নিজেরাই আইসিডিএস-এর রান্নাঘরে রান্না করে তারা। খেয়েদেয়ে যে যার বাড়িতেও চলে যায় তাঁরা। কিছুক্ষণ পর থেকেই শুরু হয় বমি, পেট ব্যথা ও মাথা ঘোরা। ঘটনাটি ঘটে, গতকাল রাতে। একের পর এক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে তাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনা বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের মাম্যুড়া গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল আইসিডিএস কেন্দ্র ছুটির পর মাম্যুড়া গ্রামের একদল শিশু গ্রাম লাগোয়া এলাকায় মাশরুম সংগ্রহ করে নিয়ে যায় ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে। সেখানে তারা নিজেরাই মাশরুম রান্না করে খায়। এরপর সকলেই নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। পরে একের পর এক শিশু অসুস্থ হতে শুরু করে। বমি, পেট ব্যথা ও মাথা ঘোরা উপসর্গ শুরু হয় গ্রামের ১৩ জন শিশুর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি অসুস্থ শিশুদের রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে তাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আপাতত চিকিৎসা চলছে ওই ১৩ জন শিশুর। প্রাথমিকভাবে অভিভাবকদের অনুমান শিশুরা ঠিকমতো শনাক্ত করতে না পারায় মাঠ থেকে বিষাক্ত মাশরুম সংগ্রহ করে ফেলেছিল। লুকিয়ে সেই বিষাক্ত মাশরুমই রান্না করে খাওয়ার ফলেই এই বিপত্তি ঘটেছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই রায়গঞ্জে এক অজানা পোকার আতঙ্ক ছড়ায়। জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের কুলিক নদী লাগোয়া দেবীনগর, বীরনগর, শক্তিনগর, পশ্চিম বীরনগর এলাকার ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৮, ৯ ওয়ার্ডে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রায়গঞ্জের সোহারই এলাকায় এই অজানা পোকার কামড়ে এই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া থেকে গৃহবধূ প্রত্যেকেই আক্রান্ত। বিশেষ করে বর্ষার সময়ে এমনিতেই শহরে ঝোপঝাড় বাড়ে। চিকিৎসকরা রীতিমতো দিশেহারা। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন, ভাইরাস বা ছত্রাকজনিত কারণে হয়তো এমনটা হচ্ছে। কিন্তু এখন চিকিৎসকদের দাবি, অজানা কোনও পোকার আক্রমণেই এই ঘটনা। রায়গঞ্জ পুরসভার অবশ্য দাবি, ঝোপঝাড় বাড়লেও তা নিয়ন্ত্রণে সাফাই অভিযান চলছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অর্পিতা পাল রায় স্বামী- অমল পাল, সাকিন- বাঁধনগ্রাম, কসবা, বীরভূম [illegible] ০.৩২৫, ৭৫৮ দাগের ০.১২৫ ও ৭৫৯ দাগের ০.১২৫ শতক মোট পরিমান ৩.০০০৭ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। আমার মক্কেলের খরিদা সম্পত্তিতে সরকারি সেরেস্তায় তার নাম পতন বিষয়ে বা উপরোক্ত দলিলের ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির একমাস মধ্যে বোলপুর B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ASHOK KUMAR DEY
Advocate
En no. WB/532/1982
Contact: 9475850782

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ দাম কমাও, নয়তো গদি ছাড়ো। এই স্লোগান তুলে জলপাইগুড়িতে আন্দোলন শুরু করল জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। শনিবার জাতীয় কংগ্রেস কমিটির জেলা সভাপতির নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জোরদার আন্দোলন শুরু করেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন কংগ্রেসের মহিলা কমিটির সদস্যরাও। জলপাইগুড়ি দিনবাজারে শনিবার সকাল থেকে চলে আন্দোলন। অবিলম্বে আলু পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন রকমের সবজির দাম কমানোর দাবিতে সরব হন আন্দোলনকারীরা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলা কংগ্রেসের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকি সেনগুপ্ত বলেন, বর্তমানে আলু পেঁয়াজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাক সবজির দাম আকাশছোঁয়া। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে এই দাম বৃদ্ধি হয়েছে। তাই সরকারকে দ্রুত এই সমস্ত জিনিসের দাম কমানোর দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন তারা।

বাংলাদেশে চলছে ছাত্র আন্দোলন, ফিরছেন ভিনদেশের পড়ুয়া থেকে ভারতীয়রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ বাংলাদেশে চলছে ছাত্র আন্দোলন। সেই আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। খারাপ পরিস্থিতির জন্য ফুলবাড়ি সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ফিরছেন ভিনদেশের পড়ুয়া থেকে ভারতীয়রা। সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছে বাংলাদেশে। সেই আন্দোলনের জেরে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। সেইসঙ্গে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার। এই পরিস্থিতির জেরে ভারত ও নেপাল সহ বিভিন্ন দেশের পড়ুয়ারা বাংলাদেশ থেকে নিজের দেশে ফিরছেন। এছাড়া বাংলাদেশে যারা বেড়াতে গিয়েছেন তারাও ঘরে ফিরে আসছেন। শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে অনেক পড়ুয়া এবং পর্যটককে ফিরে আসতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কেউ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিলিগুড়ি, কেউ বাংলাদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া নেপালের বাসিন্দা। এছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দারাও রয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে আসা নেপালের এক পড়ুয়া বলেন, মূলতঃ আন্দোলন বেশি হচ্ছে ঢাকাতে। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। এছাড়া গতকাল ১৪৪ ধারা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশে। ছাত্র আন্দোলন এতটাই আকার ধারণ করেছে যে সেখানে থাকা নিরাপদ বলে মনে হয়নি, তাই বাড়িতে ফিরে এলাম। নিজেরা গাড়ি রিজার্ভ করে প্রধান সড়ক ছেড়ে গ্রামীন রাস্তা দিয়ে এসেছি। একই কথা জানান আরেক পড়ুয়া। আন্দোলন মূলতঃ শহরগুলিতে হচ্ছে। তবে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া মা-বাবার সঙ্গে কয়েকদিন থেকে যোগাযোগ বন্ধ। বাবা-মাও এই ব্যাপারে চিন্তায় রয়েছেন তাই দেশে ফিরে এলাম। বাংলাদেশের এই গন্ডগোলের ফলে চ্যাংড়াবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত রপ্তানি আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে আটকে রয়েছে বহু বাণিজ্যিক ট্রাক। যার ফলে সমস্যায় পড়েছে ব্যবসায়ীরা।

ডুয়ার্স জুড়ে বুল ড্রোজার অভিযান! বিক্ষোভের মুখে প্রশাসন, অধিকাংশই অবৈধ দাবী পরিবেশ কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স , ২০ জুলাই ঃ ডুয়ার্স জুড়ে সরকারী জমি, জঙ্গল, নদী দখল করে গড়ে ওঠা রিসোর্ট এবং বিনোদন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান জারী, ভাঙ্গা হচ্ছে রিসোর্ট। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া মনোভাবের পর, ডাব গ্রাম ফুলবাড়ী, সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি জমি, জঙ্গল এমনকি নদী দখল করে গড়ে ওঠা রিসোর্ট এবং বিনোদন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া অভিযান অব্যাহত রয়েছে। শনিবার বিকেলে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ক্রান্তি ব্লকের নেওরা

নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় গড়ে ওঠা একাধিক রিসোর্ট ভেঙে দেয় জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে এদিন অবৈধ রিসোর্ট ভাঙতে গেলে বাধার মুখে পরতে হয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের। দৃশ্যমান ভিডিওতে স্থানীয় রিসোর্ট মালিকদের বলতে দেখা যাচ্ছে, অর্ডার দেখান। যদিও পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সহ প্রশাসনের কর্তারা এই প্রসঙ্গে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিলে, পিছু হটেন অবৈধ রিসোর্ট মালিকেরা। এই প্রসঙ্গে ডুয়ার্সের পরিবেশ কর্মী অনির্বাণ মজুমদার ক্ষোভের সঙ্গে জানান, মুখ্যমন্ত্রী সঠিক বলেছেন, ভুমি ও রাজস্ব দফতরের একাংশ কর্মী এবং অফিসারদের যোগসযোগেই এই অব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখনো অনেক জায়গায় পৌঁছতেই পারেনি প্রশাসন।

৫৮ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ ৫৮ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর গতকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম মাতাদি টোল গেটে অভিযান চালিয়ে একটি চারচাকার গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে সেখানের একটি গোপন চেম্বার থেকে এই গাঁজা উদ্ধার হয়। ধৃতদের নাম সমিরুল মিয়া (২৪) ও সফিরুদ্দিন মিয়া (২৮) দুজনেই কোচবিহার জেলার বলরামপুরের বাসিন্দা। ওই গাঁজাগুলো কোচবিহার থেকে আসছিল। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তদন্তে পুলিশ।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

সংশোধনী নং.-১

টেণ্ডার নোটিশ নং.- ই- টেণ্ডার নং.

এনসিআর-এস এণ্ড টি-ইপিসি-ইআই-জিডব্লুএল তারিখঃ ১৪।০৬।২০২৪

কাজের জন্যঃ উত্তর মধ্য রেলওয়ের ঝাঁসি ডিভিশনের চলমান ট্রেনের নির্ভরযোগ্যতা এবং সময়ানুবর্তিতা বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত ট্র্যাক সার্কিটিং এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে বৃদ্ধ বয়সের RRI প্রতিস্থাপন করে গোয়ালিয়র (GWL) স্টেশনে বিতরণ করা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এর বিধান''। সংশোধনী নম্বর ১ঃ উপরোক্ত দরপত্র জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in সাইটে যান।

1061/24 (ADM)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT

Vill-CHANDITALA PO- CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block ,CHANDITALA ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :-**NIT no-180/CGP dt 018.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_717060_1 Publish Date-19.07.2024 10AM ; Name of The Work-Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Benipur IMIS Village (SBM PART)** UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; **Estimated Amount- Rs.169194.00** Sl no 2 :-**NIT no-180/CGP dt 018.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_717060_2 Publish Date-19.07.2024 10 AM ; Name of The Work-Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Chanditala IMIS Village (SBM PART) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount- Rs.338388.00** Sl no 3 :-**NIT no-180/CGP dt 018.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_717060_3 Publish Date-19.07.2024 10 AM ; Name of The Work-Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Pairagacha IMIS Village (SBM PART) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount- Rs.592179.00** Sl no 4:-**NIT no-181/CGP dt 018.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_717063_1 Publish Date-19.07.2024 10AM ; Name of The Work-Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Chanditala IMIS Village (15 TH FC) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount- Rs.169194.00** Sl no 5:-**NIT no-181/CGP dt 018.07.2024 Tenderid-2024_ZPHD_717063_1 Publish Date-19.07.2024 10AM ; Name of The Work Estimate of Horizontal Filter Chamber (Drain water Treatement) for Pairagacha IMIS Village (15 TH FC) UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT;;Estimated Amount- Rs.253791.00 Completion Time-30 days .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-27.07.2024, 11.00 AM ,DATE of opening technical & Financial BID 29.07.2024 11.00 AM For details visit website https://wbtenders.gov.in**

খড়গপুর গোলবাজার সবজি বাজারে টাস্ক ফোর্স

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ২০ জুলাই ঃ খড়গপুর গোলবাজার সবজি মার্কেট পরিদর্শন করলেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। ছিলেন মহকুমা শাসক পাতিল যোগেশ অশোক রাও, পুরসভার চেয়ারপার্সন কল্যাণী ঘোষ-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। শনিবার সকালে তাঁরা গোটা বাজার ঘুরে দেখেন। কথা বলেন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে। বাজারদর নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। মহকুমাশাসক বলেন, পাইকারি বাজারে দাম ঠিকই রয়েছে। চেয়ারপার্সন কল্যাণী ঘোষ বলেন, খুচরো বাজারে কেউ কেউ দাম বেশি নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

বয়স মাত্র দু'বছর আট মাস, অনর্গল বলে যেতে পারে দেশ, জায়গা, বাদ্যযন্ত্রের নাম ইন্ডিয়া বুকে নাম তিথির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুলাই ঃ দেখে মনে হবে না কিন্তু এটাই বাস্তব । বয়স মাত্র দু'বছর আট মাস। এর মধ্যেই অনেক কিছু তার মুখস্থ। অনর্গল বলে যেতে পারে দেশ, জায়গা, বাদ্যযন্ত্রের নাম। এমন প্রতিভার সম্মানও পেয়েছে সে। নাম তিথি ঘোষ । এই ছোট্ট তিথির নাম উঠেছে এবছরের ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। মেয়ের এই সাফল্যে আনন্দে ভাসছে তিথির বাবা-মা। পুরাতন মালদা পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের খৈহাট্টা এলাকায় তিথির বাড়ি। বাবা রনি ঘোষ পেশায় একজন ব্যবসায়ী। মা কাজরী ঘোষ গৃহবধূ। সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের তরফে দেশ জুড়ে ট্যালেন্ট সার্চ হয়েছিল। গত ১৪ জুন অনলাইনে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় তিথি। প্রতিযোগিতায় তাকে নয় ধরনের প্রশ্ন করা হয়। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম, ফুল, পশু, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফুল, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির নাম ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটিরই সঠিক উত্তর দেয় তিথি। গত ৫ জুলাই তিথির বাবা রনিবাবুকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের তরফে জানানো হয়, তাঁর মেয়ে প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। তার নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে উঠেছে। ইতিমধ্যে পার্সেলের মাধ্যমে নিজের পুরস্কারও পেয়ে গিয়েছে

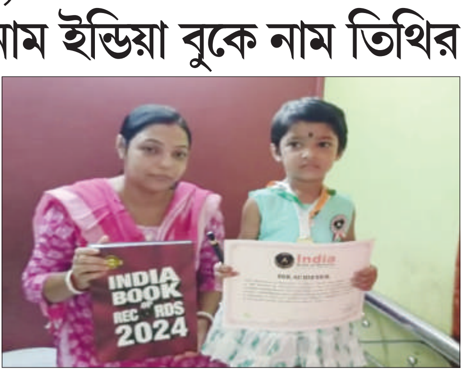

তিথি। প্রথমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তরদানের ভিডিও ছবি দিয়ে মেয়ের নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে পাঠাই। ওই ভিডিও দেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খুশি হয়। এরপর তারা আবার মেয়ের পরীক্ষা নেয়। ও কী কী পারে তা জানতে ফের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবার ওকে পাঁচটি দেশ, ফল, খেলার নাম বলতে বলা হয়। মেয়েকে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মাসের নাম, সপ্তাহের জিজ্ঞেস করা হয়। সেই পরীক্ষায় মেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এর ১৫ দিন পর মেয়ে তার উপহার, মেডেল সব পেয়ে গিয়েছে। ছোট্ট তিথির এই সাফল্যে খুব খুশি তিথির পরিবার।

রেলের জায়গায় অন্য রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস ভাঙা পড়লেও, বিজেপি পার্টি অফিস বহাল তবিয়তে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২০ জুলাই ঃ রেলের জায়গায় অন্য রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস ভাঙা পড়লেও, বিজেপি পার্টি অফিস বহাল তবিয়তে। ভারতীয় রেলওয়ে আধিকারিকরা বিজেপির দালালী করছে এমন অভিযোগ তুলছেন বীরভূমের রামপুরহাটের সাধারণ মানুষ । রামপুরহাটে দফায় দফায় রেলওয়ের জায়গাই হকারদের দোকান -পাট উচ্ছেদ হয়েছে। এমনকি উচ্ছেদের মুখে কংগ্রেস, সিপিএম সহ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের দলীয় কার্যালয় ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে রেলওয়ে পুলিশ। অথচ রামপুরহাটে রেলের জায়গায় বিজেপি পার্টি অফিস এখনো বহাল তবিয়তে আছে। এন ডি এ সরকার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় রেলওয়ের এই পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন বিভিন্ন মানুষ। ফুটপাত ব্যবসায়ী সাহাজাদা কিনু বলেন, আমরা রেলওয়ের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব। তিনি আরও বলেন, রামপুরহাটে রেলের জায়গার উপর যে সব গরিব অসহায় ফুটপাত ব্যবসায়ীরা এতোদিন ব্যবসা করছিলেন। রেলের পক্ষ থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে রেলের জায়গায় অবস্থিত বিজেপি পার্টি অফিস এখনো বহাল তবিয়তে আছে। রেলের আধিকারিক এবং আরপিএফ এর নির্লজ্জ দালালী ছাড়া এটা আর কিছু নয় বলে তিনি জানান। আমরা এর বিরুদ্ধে সমস্ত উচ্ছেদ হওয়া ফুটপাত ব্যবসায়ীদের নিয়ে রেলের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবো।

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-590/ 2024-25	06/08/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Habra Municipality

ভারতীয় ভূখণ্ড জি টি ভুটানের গোপাল লাইনের দুর্দশা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ তারের বেড়া দিয়ে ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা, ব্যাবসা আটকে দিয়েছে ভুটান, বিদ্যুৎ জল দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে বন্ধুত্ব! ভাঙছে এলাকার আর্থ সামাজিক স্বাস্থ্য। হঠাৎ করে বন্ধ ভুটানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যাবসা, উঁচু তারের বেড়ায় বাধা পেয়ে ভেঙে পরছে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার আর্থ সামাজিক স্বাস্থ্য। ইতিহাস বলে সেই ১৯৫২ সাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা থানার অধীন ভুটান সীমান্ত গ্রাম জি টি ভুটানের গোপাল লাইন, এই স্থান দিয়েই চলছিল দু দেশের অতিসাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ মেলামেশা থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কেনাবেচা। তবে করোনা কালে প্রথম বন্ধ হয় মেলামেশা থেকে ব্যবসা, স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ফিরোজের কথায় আমরা ভেবে ছিলাম পরে আবার ফিরে আসবে পূর্বের অবস্থা, কিন্তু না, উল্টে ২০২২ সালে ভুটান সরকার প্রথমে তাদের জমিতে থাকা ভুটানি নাগরিকদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে থাকা দু দেশের সীমান্তে থাকা বাসের ফটকটি তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে দশ ফুট উচ্চতার তারের বেড়া এবং প্রাচীর তুলে দেয়। সেই থেকেই বন্ধ আমাদের সঙ্গে ভুটানের নাগরিকদের মেলামেশা থেকে ব্যবসা। যদিও মেলামেশা কেনাবেচা বন্ধ হলেও আজও সেই ভুটানের দেওয়া বিদ্যুৎ আর পানীয় জল দিয়েই জি টি ভুটানের গোপাল লাইনের শর্মা সহ অন্যান্য চোদ্দটি পরিবারের জীবনযাপন, ভারতের মাটিতে থেকেও ভুটান সরকারকে বিদ্যুতের বিল মেটান সবাই। যে কারনে আজকের তারিখ পর্যন্ত এই জি টি ভুটান সীমান্ত গ্রামের কুড়ি টি পরিবারের পাশাপাশি, নাগরাকাটা, ব্লকের জি টি এবং হোপ চা বাগান সহ প্রায় সাত হাজার মানুষের আর্থ সামাজিক স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পরছে প্রতিদিন। যদিও এই প্রসঙ্গে ভুটান এবং ভারত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা বেশ কয়েকবার সীমান্ত গ্রাম জি টি ভুটান গোপাল লাইন পরিদর্শন করে গেছেন। ভুটান সরকারের কাছে আমরা এই গেট খুলে দেবার এবং ব্যাবসায়ীক লেনদেন চালু করার যে আবেদন জানিয়েছিলাম সেটিও গ্রহণ করে জবাব দিয়েছে ভুটান সরকার। তবে আজও এই সীমান্ত গ্রাম জিটি ভুটান গোপাল লাইনে ফেরেনি পূর্বের অবস্থা। পাশাপশি আমরা এটাও ভারত সরকারকে জানাচ্ছি, প্রয়োজনে আমরা বর্তমান অবস্থান থেকে দশ মিটার সরে এসে এই স্থানে ভারত সরকারের নিরাপত্তা, কাস্টমস, সহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার সুলভ মূল্যে আলু পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যেগ নিল পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এবার সুলভ মূল্যে আলু পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যেগ নিল পুরসভা। শনিবার আলিপুরদুয়ার

পুরসভার সামনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দিয়ে সাদা আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি শুরু করল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। সাদা আলু ২৫ টাকা প্রতিকেজি। এবং পেঁয়াজ ৪০ টাকা প্রতি কেজি। শুরুর দিনই ক্রেতাদের মধ্যে আলু পেঁয়াজ কেনার হিড়িক পড়ে যায়। ভিড় বাড়ে আলু ও পেঁয়াজ কেনার। বাজারে আলু ও পেঁয়াজ এর দাম অনেকটা বেশি। এছাড়া অন্যান্য সবজির দাম ও অনেক বেশী। রাজ্য সরকারের সুলভ বাংলা স্টলে কম দামে বিক্রি হচ্ছে সবজি। সেখানে ও ক্রেতারা সব পাচ্ছেন না। সেই দিকে তাকিয়ে আলু ও পেঁয়াজ এর দামের রাশ টানতে পুরসভার এই উদ্যোগ। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী বলেন, এখানে আলু ও পেঁয়াজ কম দামে বিক্রি হবে। বাজারে যা দাম তার অনেক কম দামে এখানে আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এটা করা হয়েছে। পরবর্তীতে সব ধরনের সবজি যাতে রাখা যায় সেটা দেখা হবে। এদিন কম দামে আলু ও পেঁয়াজ কিনতে পেরে খুশি আলিপুরদুয়ার পুর এলাকার সাধারন মানুষও। প্রশ্ন উঠছে পুরসভার উদ্যেগে কম মূল্যে আলু ও পেঁয়াজ বিক্রি করে কি বাজারের রাশ টানতে পারবে পুরসভা।

Jiaganj—Azimganj Municipal

PO-Azimganj. Dl-Murshidabad.

Sl	Name of Work	N.I.T/ N.I.e.T No	Estimated Amount	Last date of Application/ Bid submission
1	Repairing of Cross Drain, Road flank and surface Drain	2988/ESTB/ J.A.M./ 2024, Dated: 19.7.2024	Rs. 732326.00	30/7/2024

Sd/-
Chairman
Jiaganj—Azimganj Municipal

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন পরিদর্শনে সাংসদ ও ডি আর এম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ শনিবার দুপুরে রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এস সুরেন্দ্র কুমার অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে চলা কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে আসেন, রেলের এই উচ্চ পদস্ত কর্তার সঙ্গে ছিলেন, জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। পরিদর্শন শেষে ডি আর এম জানান, দ্রুত গতিতে কাজ চলছে, কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই গুলোই খোঁজ নিতে আসা। অপরদিকে এই কর্মযজ্ঞ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির সাংসদ বলেন, আমাদের ওপর মানুষ আস্থা রেখেছেন এবারও, আমরাও মানুষের আশা পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে পণ্যবাহী ট্রাক কাঁচামাল নিয়ে আটকে, থমকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২০ জুলাই ঃ বাংলাদেশে জরুরি অবস্থার জের প্রভাব পড়লো সীমান্ত বাণিজ্যে। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে বাংলাদেশে অচলাবস্থার জন্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রভাব পড়লো। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় ঘোজডাঙ্গা সীমান্তে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার পণ্যবাহী ট্রাক। যার জেরে সীমান্তে এন্ট্রি হচ্ছে না বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ও ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া কোন ট্রাকের তথ্য। আর যার জেরে ব্যহত হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। যার ফলে ক্ষতির মুখে প্রচুর জরুরি পণ্য সহ কাঁচামাল যেমন টমেটো, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং বিভিন্ন ফল সেগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সময় যত যাচ্ছে ক্ষতির আশঙ্কা ততই বাড়ছে। কোটি কোটি টাকার কাঁচামাল পচন ধরতে শুরু করেছে। যদিও ভারতের সীমান্তে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় কোন পণ্যবাহী ট্রাক নিচ্ছে না। ফলে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রপ্রদেশ সহ ভারতের ভিন রাজ্য থেকে আসা ট্রাকের চালক ও খালাসীরা বেজায় সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। একদিকে তাদের খাবারের রসদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই সময় যদি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় তাহলে তাদের আরও সমস্যায় পড়তে হবে।

ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ, উত্তেজনা হবিবপুরে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুলাই ঃ মালদার হাবিবপুরে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে শনিবার সকাল থেকেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, অভিভাবকদের অনুপস্থিতির সুযোগে গভীর রাতে ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাছেই একটি পুকুরের ধারে ধর্ষণ করা হয়। এরপর পুকুরের জলে ডুবিয়ে খুন করে নাবালিকার দেহ তার বাড়িতে ফেলে যায় ধর্ষক। এই ঘটনা চাউর হতেই খুনির ফাঁসির দাবিতে ক্ষুব্ধ মানুষজন বুলবুলচণ্ডীতে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, গতকাল গভীর রাতে এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়াররা। জিজ্ঞাসাবাদে তার অসংলগ্ন কথাবার্তায় সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা খবর দেন হবিবপুর থানার আইসিকে। খবর পেয়ে হবিবপুর থানার আইসি অক্ষয় পাল দ্রুত পৌঁছে ওই যুবককে জেরা করতেই সে ভেঙে পড়ে। গোটা ঘটনার কথা স্বীকার করে। ওই যুবককে আটক করে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এরপই গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। পুলিশ ওই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় আরএনরায় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক নাবালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হবিবপুর থানার আইসি অক্ষয় পাল বলেন, 'মৃতদেহ মালদা মেডিকেলে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন ষ্টেশনে পার্কিং ঠিকা লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৫।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্কিং-২৮

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং - দুই চাকাযুক্ত বাহন)	আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি কার্যালয়ের সন্মুখভাগে দুই চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং - দুই চাকাযুক্ত বাহন)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	বামনহাট (বিএক্সটি) রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং - মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএলও-এমএক্স-১৮-২৩-২ (পার্কিং - মিক্সড)	দলগাওঁ রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লটের পরিচালন
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং - মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-৩০-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং পাঁচ চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বানারহাট রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	চাংগ্রাবান্ধা রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং - মিক্সড)	দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৯	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/১০	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১ (পার্কিং - মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৮-২০২৪ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩-০৮-২০২৪ তারিখে ১২.২০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মাণ্ডলিক বাণিজ্য প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার মণ্ডল

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

খাওয়া- দাওয়া

আইসক্রিম এক দিনের জন্য ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস

বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি কাপের দুই-তৃতীয়াংশ আইসক্রিম এক দিনের জন্য ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। এতে ক্যালসিয়ামের রোজকার চাহিদার ১২ শতাংশই পূরণ হয়। যদিও কোম্পানিভেদে আইসক্রিমে বিদ্যমান ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমবেশি হতেই পারে। তবে যাঁরা স্বাস্থ্যের কথা ভেবে আইসক্রিম খান না, তাঁরাও মাঝেমধ্যে চেখে দেখতে পারেন। শুধু ক্যালসিয়াম নয়, আইসক্রিমে আছে প্রোটিন। প্রতিটি আইসক্রিমে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন থাকে। একটি

সেদ্ধ ডিম কিংবা প্রায় ২৮ গ্রাম কাঠবাদামেও ঠিক একই পরিমাণ প্রোটিন থাকে। যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তাঁদের জন্য এটা সুখবর বটে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মিষ্টির বিকল্প হিসেবে মাঝেমধ্যে আইসক্রিম খাওয়া চলে। কারণ, আইসক্রিমের চর্বি ও প্রোটিন চিনির সঙ্গে যুক্ত হলে রক্তে শর্করার বাড়বাড়ন্ত কমায়। কম চর্বিযুক্ত মিষ্টি খেলেও একই ঘটনা ঘটে। বাজারের আইসক্রিমের পুষ্টিগুণ নিয়ে আপনার সন্দেহ থাকলে করণীয় কী? আপনি কি নিজে বাসায় আইসক্রিম বানিয়ে খাবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, এতটা কষ্ট না করলেও চলে। কারণ, আমরা সব খাবার শুধু পেট ভরানোর জন্য বা পুষ্টির জন্য খাই না। কিছু খাবার খাই মন ভরাতেও। আইসক্রিম খেতে হবে ওই তৃপ্তির জন্যই। তাতে পুষ্টি যতটা থাকবে, তাই আপনার লাভ। তবে বেশি লাভ খুঁজতে গিয়ে প্রতিদিন আইসক্রিম খাওয়ার পরামর্শ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেননি। সপ্তাহে যেকোনো এক দিন আপনি আইসক্রিম খেতে পারেন। শুক্রবার সাধারণত সবারই ছুটি থাকে। পরিবারের সবাই একসঙ্গে হওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ। এমন ছুটির দিনে সবাই মিলে একসঙ্গে আইসক্রিম খেতেই পারেন। আর নিজে আইসক্রিম বানালে তো কথাই নেই। তবে সে ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, শুধু পুষ্টির মান ঠিক আছে, স্বাদ নেই। পুষ্টি বাড়াতে দুধ, বাদাম, স্ট্রবেরি, কলা ইত্যাদি মেশানো গেলেও স্বাদে হয়তো সেটা বাজারের আইসক্রিমকে টেক্কা দিতে পারবে না। অর্থাৎ ঘরে বানানো আইসক্রিম খেয়ে যদি মনই না ভরে, তাহলে বেগাড় খাটুনি খেটে লাভ কী? ভয় ঝেরে ফেলে বাজারেরটাই খান।

দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক শেরিফা রহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত যুব কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

আগরতলা, ২০ জুলাই ঃ ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রদেশ যুব কংগ্রেস পর্যবেক্ষক শেরিফা রহমানের উপস্থিতিতে আজ শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যুব কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব কংগ্রেস নেত্রী শরিফা রহমান জানান, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আলোচনা হয় যে সব আসনে কংগ্রেস মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছে সে সব আসনে যাতে কংগ্রেস জয় নিশ্চিত করতে পারে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেছেন, বহু আসনে দুর্বৃত্তদের কারণে কংগ্রেস মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। তবে যে সব আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে সে সব আসনে যাতে কংগ্রেস জোরদার লড়াই করতে পারে তার জন্য এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে এদিন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ১৮ জুলাই। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় ১৯ জুলাই। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২২ জুলাই। আগামী ৮ আগস্ট সকাল ৭-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগণনা হবে আগামী ১২ আগস্ট। সকাল ৮-টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। আগামী ১৭ আগস্টের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। ভোট গ্রহণ হবে ব্যালট পেপারে। একজন ভোটার তিনটি ভোট প্রদান করবেন। এর জন্য তিনটি আলাদা রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সাদা রঙের, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য গোলাপী রঙের এবং জিলা পরিষদের জন্য সবুজ রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ৬০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,৫১৭টি কেন্দ্রের ৬,৩৭০টি আসনের, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৩টি কেন্দ্রের ৪২৩টি আসনের এবং ৮টি জেলা পরিষদের ১১৬টি কেন্দ্রের ১১৬টি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে ১২,৯৪,১৫৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৫৮,৪৪৫, মহিলা ভোটার ৬,৩৫,৬৯৭ জন এবং অন্যান্য ১১ জন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে ২,৬৫০টি। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৩৪৭টি, উনকোটি জেলায় ২৩৪টি, ধলাই জেলায় ১৬৮টি, খোয়াই জেলায় ২৪২টি, পশ্চিম জেলায় ৪৫১টি, সিপাহিজলা জেলায় ৫৩৭টি, গোমতি জেলায় ২৭৯টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৯২টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে।

চায়ের সঙ্গেও মন্দ লাগবে না ঝালমিষ্টি স্বাদের বান, খেয়ে দেখতে পারেন আপনিও

আম বান

উপকরণঃ
আম ২টি, চিনি সিকি কাপ, লবণ সিকি চা-চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, দুধ সিকি কাপ, চিনি ২ টেবিল চামচ, ইস্ট দেড় চা-চামচ, ডিম ১টি, ময়দা দেড় কাপ, মাখন দেড় চা-চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, আমের পিউরি সিকি কাপ, সাদা তিল অল্প পরিমাণ।

প্রণালিঃ
আম ছোট টুকরা করে কেটে নিতে হবে। চিনি আর লবণ চুলায় কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে নিতে হবে। এরপর কর্নফ্লাওয়ার খুব অল্প জলেতে মিশিয়ে নিন। নেড়েচেড়ে ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিন কিছুক্ষণ। এখন বানের ডো তৈরির জন্য একটি পাত্রে হালকা গরম দুধ নিন। চিনি আর ইস্ট ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ইস্ট কিছুটা ফুলে উঠলে তাতে অর্ধেকটা ডিম, মাখন, ময়দা, লবণ ও আমের পিউরি দিয়ে ডো মেকারে ৩-৪ মিনিট হাই স্পিডে মিশিয়ে নিতে হবে। যদি ডো মেকার ব্যবহার না করা হয়, তাহলে হাতে ১৫-২০ মিনিট খুব ভালোমতো মথে নিতে হবে। ডোটিকে ভালোভাবে ঢেকে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর ডোটিকে মোট ৮ ভাগ করে নিতে পারেন। প্রতিটি ভাগের মধ্যে আগে থেকে বানিয়ে রাখা আমের পুর বানের ভেতর দিয়ে পছন্দমতো আকারে গড়ে নিন। বেকিং পেপার দেওয়া ট্রের ওপর সাজিয়ে আবারও ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর ওপরে বাকি ডিম ব্রাশ করে নিন। সাদা তিল ছড়িয়ে দিন ওপরে। ওভেনে ১৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ২৫ মিনিট বেক করে নিন। ওভেন থেকে নামিয়ে বানের ওপরে মাখন ব্রাশ করে দিন। কিছুটা ঠান্ডা হলে পরিবেশন করুন।

মুরগির পুরে বান

উপকরণঃ
হাড় ছাড়া মুরগির মাংস ৩০০ গ্রাম, আদাবাটা সিকি চা-চামচ, রসুনবাটা সিকি চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, পেঁয়াজকুচি ১০-১২টি, মাখন ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ৩-৪টি, গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস ১ টেবিল, চিলি সস ১ টেবিল চামচ, তরল দুধ ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার দেড় টেবিল চামচ, তরল দুধ সিকি কাপ, চিনি দেড় টেবিল চামচ, ইস্ট ১ চা-চামচ, ডিম ১টি, লবণ অল্প পরিমাণ, মাখন ২ টেবিল চামচ, ময়দা ১ কাপ, সাদা তিল অল্প পরিমাণ।

প্রণালিঃ
মুরগির মাংসের পুর বানাতে হবে প্রথমে। আদা, রসুনবাটা ও লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা হলে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিন। এরপর চুলায় একটি পাত্রে মাখন দিন। গরম হলে তাতে পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন। হালকা করে ভেজে নিতে হবে। কাঁচা মরিচকুচি, গরম মসলার গুঁড়া, সয়া সস, টমেটো সস আর চিলি সস দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন। ছিঁড়ে রাখা মুরগির টুকরা দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে। দুধের সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে দিয়ে দিন মুরগির সঙ্গে। নামানোর আগে স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিন। ঠান্ডা করে নিতে হবে। অন্যদিকে বানের ডো তৈরির জন্য একটি পাত্রে হালকা গরম দুধ নিয়ে নিন। চিনি আর ইস্ট ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ইস্ট কিছুটা ফুলে উঠলে ডিমের অর্ধেকটা, মাখন, ময়দা, লবণ দিয়ে ডো মেকারে ৩-৪ মিনিট হাই স্পিডে মিশিয়ে নিন। যদি ডো মেকার ব্যবহার না করা হয়, তাহলে হাতে ১৫-২০ মিনিট খুব ভালোভাবে মথে নিতে হবে। ডোটাকে ভালোভাবে ঢেকে ১ ঘণ্টার জন্য রেখে দিন। ১ ঘণ্টা পরে এটিকে মোট ৮ ভাগ করে নিন। প্রতিটি ভাগের মধ্যে আগে থেকে বানিয়ে রাখা মুরগির মাংসের পুর ভরে নিন। পছন্দমতো আকারে বান বানিয়ে নিন। একটি ট্রেতে বেকিং পেপার বিছিয়ে ১০ মিনিটের জন্য আবারও রেখে দিতে হবে বানগুলো। এরপর ওপরে ডিম ব্রাশ করে সাদা তিল ছড়িয়ে দিন। ওভেনে ১৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ২৫ মিনিট বেক করে নিন। ওভেন থেকে নামিয়ে বানের ওপরে মাখন ব্রাশ করে নিন। পরিবেশন করুন।

সসেজ রোল

উপকরণঃ
দুধ সিকি কাপ, চিনি দেড় টেবিল চামচ, ইস্ট ১ চা-চামচ, ডিম ১টি, মাখন ১ টেবিল চামচ, ময়দা ১ কাপ, লবণ আধা চা-চামচ, সাদা তিল অল্প পরিমাণ, চিলিফ্লেক্স অল্প পরিমাণ, অরিগানো অল্প পরিমাণ।

প্রণালিঃ
প্রথমে ডো তৈরির জন্য একটি পাত্রে হালকা গরম দুধ নিয়ে নিন। চিনি আর ইস্ট ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ইস্ট কিছুটা ফুলে উঠলে তাতে অর্ধেক ডিম, মাখন, ময়দা, লবণ দিয়ে ডো মেকারে ৩-৪ মিনিট হাই স্পিডে মিশিয়ে নিতে হবে। যদি ডো মেকার ব্যবহার না করা হয়, তাহলে হাতে ১৫-২০ মিনিট খুব ভালো ভাবে মেখে নিতে হবে। ডোটাকে ভালোভাবে ঢেকে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। ১ ঘণ্টা পরে অল্প করে ডো নিয়ে নিন। দুই হাতের তালুর সাহায্যে দড়ির মতো লম্বা করে বেলে নিতে হবে। এরপর একটা সসেজের চারপাশে সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো সসেজ ঢেকে দিতে হবে।

একটি ট্রেতে বেকিং পেপার বিছিয়ে নিন। ১০ মিনিটের জন্য আবারও বিশ্রামে রেখে দিন। ওপরে ডিম ব্রাশ করে সাদা তিল, অরিগানো ও চিলিফ্লেক্স ছড়িয়ে দিন। ওভেনে ১৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ২৫ মিনিট বেক করে নিন। ওভেন থেকে নামিয়ে নিন। বানের ওপরে মাখন ব্রাশ করে নিয়ে পরিবেশন করুন।

মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জুলাইঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে দলের আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন গ্রহণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মিলওয়াউকিতে দলীয় কনভেনশনের চতুর্থ দিনে এ মনোনয়ন গ্রহণ করেন তিনি। ঐক্যের ডাক দিয়ে ট্রাম্প তাঁর বক্তব্য শুরু করলেও কিছুক্ষণ পরই তিনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিতে শুরু করেন। কনভেনশনে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প তাঁর ওপর হওয়া সাম্প্রতিক হামলা নিয়ে কথা বলেন। বলেন, 'আজ রাতে আমার এখানে থাকার কথা ছিল না।' শান্ত কণ্ঠে ট্রাম্প তাঁর প্রাণে বেঁচে যাওয়াকে 'অলৌকিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপা আছে বলেই কেবল আমি এ জায়গায় আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'
ট্রাম্প এদিন প্রায় ৯১ মিনিট ধরে বক্তব্য দিয়েছেন।

বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন, 'গোটা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আমি লড়ছি, অর্ধেক আমেরিকার জন্য নয়। কারণ, অর্ধেক আমেরিকার জন্য জয়ী হওয়াকে ঠিক বিজয় বলা যায় না।'

এ সময় উপস্থিত দর্শকেরা বলে ওঠেন, 'ফাইট! ফাইট! ফাইট!' (লড়াই! লড়াই! লড়াই!)

বক্তব্যের শুরুতে ট্রাম্প এমন ঐক্যের কথা বললেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সুর পাল্টাতে থাকে। তিনি ন্যান্সি পেলোসিকে 'উন্মাদ' বলে উল্লেখ করেন। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কারচুপি করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ৯ দালাল, উদ্ধার ২.২১ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট

মালিগাঁও, ২০ জুলাইঃ দালালদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)র পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ০১ থেকে ১৬ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই জোনের মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আরপিএফ ০৯ জন দালালকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ২.২১ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে দশ জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে ১.৯১ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের বারোটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। এই সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর দ্বারা দালালকে আটক করার সময় যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে তখন সেখানে

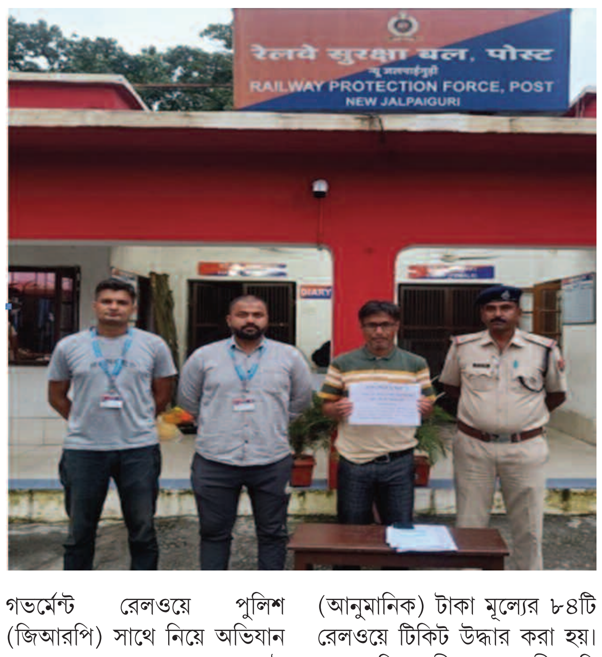

গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) সাথে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানগুলির সময় ২,২১,৮৫১-(আনুমানিক) টাকা মূল্যের ৮৪টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ১০ জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। এই অভিযানের সময় ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ এবং সিআইবি টিম নিউ জলপাইগুড়ির পিআরএস কাউন্টারে তল্লাশি অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় এই টিমটি প্রায় ৪৮,৩৮৩ টাকা মূল্যের ১৮টি ই-টিকিট উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন দালালকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য নিউ জলপাইগুড়িতে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ির সিপিডিএস এবং জিআরপি-এর সাথে আরপিএফ টিম যৌথভাবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে দুইজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ১,০০,০০০-(আনুমানিক) টাকা মূল্যের চারটি চুরির মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন সহ ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট জিআরপি ইন-চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে রেল ব্যবহারকারীদের পরিষেবা ও সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত।

ট্রেন যাত্রার সময় যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিটের সাথে ভ্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

Name Change
I ASAD ALI SEKH, S/O HARA SEKH, R/O NEBUKHALI ADIBASI PARA, KHALISAKHALI, BASANTI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743329, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHAD ALI SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/07/2024, THAT ASAD ALI SEKH AND ACHAD ALI SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ALPANA MANDAL, W/O PRANAY MANDAL, R/O VILL CHHOTOLOWKUTHI, PO BOXIRHAT, PS BOXIRHAT, COOCH BEHAR, PIN-736131, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALPANA MANDAL SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/07/2024, THAT ALPANA MANDAL SARKAR AND ALPANA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAZIA SHAKIL, W/O MD SHAKIL, R/O 7, IMDAD ALI LANE, KOLKATA-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAZIA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT RAZIA SHAKIL AND RAZIA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MANJU GHOSH, S/O PINTU DEY, R/O 72/3/4, SRI ARABINDO ROAD, SALKIA,HOWRAH-711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJU DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MANJU GHOSH AND MANJU DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANKAR DAS, S/O NARAYAN DAS, R/O 63/2, PASCHIM GHOSH PARA ROAD, ATHPUR, NORTH 24 PARGANAS-743128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT SANKAR DAS AND SHANKAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,RIMA JAISWAL (OLD NAME), WIFE OF KUNAL SINGH, RESIDING AT 211A, B.B. GANGULY STREET,BOWBAZAR, KOLKATA- 700012, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIMA SINGH(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024.THAT,RIMA JAISWAL AND RIMA SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MD. JAVED SON OF MD. ALAM, RESIDING AT 75/C, Angus Line Near Spence Road, PO-Angus,PS Bhadreswar, Dist-Hooghly, Pin-712221, WEST BENGAL, INDIA, do hereby solemnly affirm and declaring my actual name MD. JAVED instead of MD. JAWED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT HOOGHLY, CHANDERNAGAR ON 15/07/2024.MD. JAVED AND MD. JAWED BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, RAHUL RAUT (পুরাতন নাম) পিতা NILKANT RAUT , ঠিকানা- 802, CASCADE-4, UNIWORLD CITY, ACTION AREA - III, NEWTOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700160,WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে RAHUL NILKANT RAUT (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। RAHUL NILKANT RAUT (নতুন নাম) এবং RAHUL RAUT (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Abdur Rahman (পুরাতন নাম) পিতা Late Wajed Ali Mandal , ঠিকানা-KORAPARA, BASIRHAT - II, SIKRAKULINGARH, NORTH 24 PARGANAS, Pin- 743428, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdar Rahaman Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdar Rahaman Mandal (নতুন নাম) এবং Abdur Rahman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, ANKIT KUMAR SOMANI (OLD NAME), SON OF ASHOK KUMAR SOMANI, RESIDING AT FLAT-7C, BLOCK-V, 71/3 CANAL CIRCULAR ROAD, PRASAD EXOTICA COMPLEX, KOLKATA - 700054, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANKIT SOMANI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024.THAT ANKIT KUMAR SOMANI AND ANKIT SOMANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, NAHINUR MOLLA, SON OF RABANI, RESIDING AT VILL-ABUYA, PS-KASHIPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700135, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOHINUR ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024. THAT NAHINUR MOLLA AND NOHINUR ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ARAVIND KUMAR JHA & ARVIND KR JHA, S/O BHARAT JHA, R/O 89/109, VIVEKANANDA ROAD, BANGUR PARK, PENGUIN PLAZA, RISHRA, HOOGHLY -712248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARVIND JHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/07/2024, THAT ARAVIND KUMAR JHA & ARVIND KR JHA AND ARVIND JHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANKAR DAS, S/O NARAYAN DAS, R/O 63/2, PASCHIM GHOSH PARA ROAD, ATHPUR, NORTH 24 PARGANAS-743128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024, THAT SANKAR DAS AND SHANKAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MANJU GHOSH, S/O PINTU DEY, R/O 72/3/4, SRI ARABINDO ROAD, SALKIA, HOWRAH-711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJU DEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024, THAT MANJU GHOSH AND MANJU DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAZIA SHAKIL, W/O MD SHAKIL,R/O 7, IMDAD ALI LANE,KOLKATA-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAZIA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024, THAT RAZIA SHAKIL AND RAZIA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BANI CHAKRABARTY, W/O NIRMAL KUMAR CHAKRABARTY, R/O FLAT NO-3B, UNIT-I 51, D N BHATTACHARYA SARANI RISHRA SUPER MARKET COMPLEX RISHRA MOREPUKUR, MOREPUKUR, HOOGHLY-712250, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANI MUKHOPADHYAY CHAKRABARTY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT BANI CHAKRABARTY AND BANI MUKHOPADHYAY CHAKRABARTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, LAKHI BISWAS, WIFE OF MIHIR BISWAS, RESIDING AT PROMODH GARH, LANE NO.-6,, NEW TOWN, BIDHANNAGAR - 700159, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAKSHMI BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024.THAT LAKHI BISWAS AND LAKSHMI BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUJIT CHOUDHURY ,S/O SATISH CHANDRA CHOUDHURY,R/O 102, DAGA COMPIEX-1 103/5,B K STREET OPPOSITE TO BRAIN WARE UTTARPARA, HOOGHLY-712258, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJIT KUMAR CHOUDHURY ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT SUJIT CHOUDHURY AND SUJIT KUMAR CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TOTON SARKAR, S/O JAGADISH SARKAR, R/O 1 NO MATH PARA, KOYRA, PO- KADAMBAGACHI, PS-DUTTAPUKR, NORTH 24 PARGANAS-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TOTAN SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT TOTON SARKAR AND TOTAN SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

বিজ্ঞপ্তি
আমি শ্রীমতি শ্যামা সরদার স্বামী অজয় কুমার ঘোড়ই সোনারপুর রাধাগোবিন্দ পল্লীতে ৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ১০২৫১ নং দলিল মূলে জমি ক্রয় করি , দাগ নং ১৯১১ খতিয়ান নং ৪৩৫৭ উক্ত জমি জমির পাওয়ার হোল্ডার শ্রীমতি অর্চনা লোধ পাওয়ার নং ৯৯৬৪ সাল ২০২২ যার কেস নং ২১৮৮ /২৪ I কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

NAME CHANGE
I, Sumita Mitra, W/o. Late Keshab Kumar Mitra,R/o Nazrul Islam Sarani, Madhyamgram (M), North 24 Parganas, West Bengal-700129,wrongly spelled as Sumitra Mitra in my pension documents, changed vide affidavit(No.11568), 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah Court on 08.12.2023.. Henceforth, Sumita Mitra & Sumitra Mitra is the same and identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Md Yunus (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Yousuf, ঠিকানা-73/H/5, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Younus (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Younus (নতুন নাম) এবং Md Yunus (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি, Tumpa Kundu (পুরাতন নাম) পিতা Ranjit Das, ঠিকানা- Banamalipur, P.O. & P.S. - Barasat, North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tumpa Kundu Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tumpa Kundu Das (নতুন নাম) এবং Tumpa Kundu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Nusrath Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Md Younus, ঠিকানা- 73/H/5, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nusrat Jahan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nusrat Jahan (নতুন নাম) এবং Nusrath Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Manoj Bhattacharjee (পুরাতন নাম) পিতা Late Umesh Chandra Bhattacharjee, ঠিকানা- 151/14, R B C Road, South Dum Dum (M), Dum Dum, Dist- North 24 Pgs, Pin-700028, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manoj Mohan Bhattacharjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manoj Mohan Bhattacharjee (নতুন নাম) এবং Manoj Bhattacharjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Tarun Das (পুরাতন নাম) পিতা Late Upen Das, ঠিকানা- Manoharpur Malik Para, Dankuni M, Hooghly, Pin- 712311, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tarun Kumar Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tarun Kumar Das (নতুন নাম) এবং Tarun Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sanat Bera (পুরাতন নাম) পিতা Late Jitendra Bera, ঠিকানা- Vill-Karanda, P.O.- Jotnarayan, P.S.- Debra, Dist- Paschim Medinipur, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 19.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanat Kumar Bera (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanat Kumar Bera (নতুন নাম) এবং Sanat Bera (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

পুলিশের জালে ধরা পড়লো বাইক চুরি চক্রের দুই অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পার্কিং থেকে একের পর এক বাইক চুরির ঘটনায় ঘুম উড়েছিল পুলিশের। এই ঘটনার পর মেডিক্যালের সুরক্ষা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছিল প্রশ্ন। এরপরই চোরকে ধরতে উর্দি ছেড়ে লুঙ্গি পড়ে পার্কিংয়ে নজরদারি শুরু করে পুলিশ। আর তাতেই মিললো সাফল্য। শুক্রবার রাতে পুলিশের জালে ধরা পড়লো বাইক চুরি চক্রের দুই সদস্য। ধৃতদের নাম সঞ্জু দাস (২৬) এবং ধীরজ কুমার রাম (৪২)। সঞ্জু এনজেপি'র ভোলা মোড় এবং ধীরজ কুমার বিহারের বাসিন্দা। পাশাপাশি চুরির বাইক কেনার অভিযোগে শাহিদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, সঞ্জু এবং ধীরজ পুরোনো অপরাধী। গত ৬ জুন সঞ্জু দাস মেডিক্যাল চত্বর থেকে বাইক চুরি করে ময়নাগুড়ির শাহিদ আলমকে বিক্রি করে। অভিযুক্তের বয়ানের ভিত্তিতে ময়নাগুড়িতে অভিযান চালিয়ে চুরির বাইক উদ্ধার করার পাশাপাশি শাহিদ আলমকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে পুলিশ। অন্যদিকে ধীরজ কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় সে বিহার থেকে এসে মেডিক্যাল ফাঁড়ির অন্তর্গত এলাকা থেকে বাইক চুরি করে চম্পট দিত। গত ১০ জুলাই একটি বাইক চুরি হয়েছিল। সেই ঘটনায় ধীরজ কুমার জড়িত। ধৃত ৩ জনকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় আরও কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল দ্বারা মেডিকেল বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ জুলাই ঃ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ১৮ জুলাই থেকে ২০ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত দুর্গাপুর শহর এবং এর শহরতলিতে খুব ন্যূনতম চার্জে স্থানীয়দের চিকিৎসার জন্য আনন্দলোক হাসপাতালের একটি মেডিকেল বাসের আয়োজন করেছে সকাল ০৯.৩০ থেকে সন্ধ্যা ০৬.০০ পর্যন্ত। মেডিকেল বাসটি ইসিজি এবং এক্স-রে মেশিন দিয়ে সজ্জিত এবং এতে চক্ষু, দাঁত ও সাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ছিলেন। বোর্ডে ওষুধ। কনসালটেশন ফি খুবই নামমাত্র ১০ টাকা প্রতিটি এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলি ১০ টাকা বা ২০ টাকার এর মধ্যে পরিবর্তিত। মেডিক্যাল বাসটি রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল দ্বারা কমিউনিটি সার্ভিস প্রোগ্রামের অধীনে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং এটি দুর্গাপুরের স্থানীয় পাশাপাশি শহরতলির বাসিন্দাদের জন্য খুবই উপকারী ছিল। প্রথম দিনে, ফুলঝোর পূজা প্যান্ডেলের কাছে প্রায় ১৩০ জন রোগী এবং দ্বিতীয় দিনে স্টিলের প্রধান ফটকের কাছে প্রায় ১২২ জন রোগী এবং আজ শনিবার শেষ দিনে, সাগরভাঙ্গা কলোনীর পাশে কারমেল স্কুলের কাছে রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০৫ জন। মোট ৩৫৭ জন রোগীকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয়রা দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ও আনন্দলোক হাসপাতালের রোটারি ক্লাব এবং স্টাফ সহ ডাক্তারদের এই সামাজিক পরিষেবা কার্যক্রমের জন্য প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেও রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল এই ধরনের সমাজসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

২১ জুলাই সমাবেশের জন্য মেট্রোর নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থা জোরদার

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে সর্বদা মসৃণ পরিষেবাগুলি চালানোর পাশাপাশি মেট্রো প্রাঙ্গনে তার যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বদাই বদ্ধপরিকর। আজ, অর্থাৎ ২১.০৭.২০২৪ তারিখে, পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজনৈতিক দল এসপ্ল্যানেডে একটি সমাবেশ করবে। ট্রেন এবং স্টেশন চত্বরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে, মেট্রো রেলওয়ে ব্লু লাইনের চাঁদনি চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট এবং ময়দান স্টেশনগুলিতে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে চলেছে। এই মেট্রো স্টেশনগুলিতে মোট ৫৪ জন আরপিএফ অফিসার এবং কর্মীকে মোতায়েন করা হবে যাতে কোনও বাধা ছাড়াই যাত্রীদের নির্বিঘ্ন প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়। ভিড়ের পূর্বাভাস এবং ভিড় পরিচালনা করার জন্য স্টেশনগুলির লাইভ সিসিটিভি ফিডগুলি সারা দিন নিরাপত্তা কন্ট্রোল থেকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আগামীকাল ভিড় পরিচালনা করতে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হবে। এসপ্ল্যানেডে, ছয়টি অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা হবে। পার্ক স্ট্রিটে, রবীন্দ্র সদন, কালীঘাট, জনতিন দাস পার্ক, নেতাজি ভবন, দমদম এবং বরানগরে দুটি অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা থাকবে। দক্ষিণেশ্বরে, তিনটি অতিরিক্ত কাউন্টারও খোলা থাকবে। কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, মেট্রো রেল জানিয়েছেন যে আজ মেট্রো পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের কর্মীদের মোতায়েন করা হবে। মেট্রোরেল ভবন এবং বিভিন্ন স্টেশনে যেকোন জরুরি অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলা করতে ঊর্ধ্বতন মেট্রো কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্য রবিবারের মতো আগামীকাল ব্লু লাইনে ১৩০ টি পরিষেবা চালাবে মেট্রো। আগামীকাল রবিবারের মতো গ্রিন লাইন-১, গ্রীন লাইন-২, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবাগুলি যথারীতি স্থগিত থাকবে।

তিন শিক্ষকের প্রহারে গুরুতর আহত ছাত্র, ডিজিপির নির্দেশে শুরু ধরপাকড়

অসম, ২০ জুলাই ঃ পাথারকান্দির কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের তিন শিক্ষকের অমানবিক মারে গুরুতরভাবে আহত কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই সর্বমহল থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভাইরাল ভিডিও নজরে পড়ে রাজ্যের পুলিশ-প্রধান জ্ঞানেন্দরপ্রতাপ সিঙের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন। ডিজিপির নির্দেশ পেয়ে মাঠে নেমে অভিযুক্তদের ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনা সংগঠিত হয়েছে শুক্রবার। পাথারকান্দির তিনোখাল অঞ্চলের দেবাশিস সিনহা ও শেউলি সিনহার ছেলে শুভ্রাংশু সিনহা। অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে স্কুলের তিন শিক্ষক আকবর, তানজিম এবং তৃতীয়জন (নাম অজ্ঞাত) শ্রেণিকক্ষের দরজা বন্ধ করে নাকি শুভ্রাংশুকে খুব মারধর করেছেন। আকবর নামের ডিএমএস-এর শিক্ষক শুভ্রাংশুর বুকে ও পিঠে লাথি মেরেছেন। তবে কেন কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র শুভ্রাংশু সিনহাকে এত মারধর করা হয়েছে, সে সম্পর্কে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা অভিযুক্ত শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনও স্পষ্টীকরণ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আহত ছাত্র শুভ্রাংশু সিনহার একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ভাইরাল ভিডিও দেখে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সর্বত্র। আহত শুভ্রাংশুকে প্রথমে পাথারকান্দি এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে রাজ্যের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিঙের নির্দেশ পেয়ে গতকাল শুক্রবার রাতে পুলিশ সুপার পাথারকাঃিদ এসে স্থানীয় থানাকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে কড়া নির্দেশনা দিয়ে যান। আজ শনিবার সকালে সরেজমিনে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করতে আসেন জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদব। জানা গেছে, পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের ধরপাকড় শুরু করেছে। তবে ছাত্রকে মারধরের সঙ্গে জড়িত কোন কোন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এ খবর লেখা পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

জাল দলিলের পর্দাফাঁস হতেই সামনে এলো তুলসীহাটা রেজিস্ট্রি অফিসে চলা অরাজকতার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুলাই ঃ রেজিস্ট্রি অফিস যেন ঘুঘুর বাসা। দালাল চক্রের বদান্যতায় দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। আর সেই দুর্নীতিতেই মদত দিচ্ছে আধিকারিক এবং কর্মীদের একাংশ। উঠে আসছে এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ। রেজিস্ট্রি অফিসে এসে দালাল এবং টাকা ছাড়া হচ্ছে না কোনরকম কাজ। ভূমি সংস্কার দপ্তরে জমির রেকর্ড করাতে গিয়ে জাল দলিলের পর্দা ফাঁস হতেই সামনে এলো রেজিস্ট্রি অফিস জুড়ে চলা অরাজকতার ছবি। দীর্ঘদিন ধরে বদলি না হয়ে একই অফিসে এক কর্মী থাকার কারণে এই ধরনের দুর্নীতি অভিযোগ বিজেপির। দুর্নীতি এবং দালাল চক্রের কথা মেনে নিচ্ছে তৃণমূলও। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ হবে বলে হুঁশিয়ারি জেলা শাসকের। মালদা জেলার তুলসীহাটার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস। যেখানে হরিশ্চন্দ্রপুরের দুটি ব্লকেরই মানুষ জমি রেজিস্ট্রির কাজে আসেন। কিছু দিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে এক ব্যক্তি জমি রেকর্ড করাতে গিয়ে পাঁচটি জাল দলিল সহ গ্রেপ্তার হন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিত দাস বলেন এই ধরনের ব্যক্তিরা জাল দলিল নিয়ে গরিব মানুষদের জমি দখল করছে। সেই জাল দলিলে তুলসীহাটা রেজিস্ট্রি অফিসের সিল এবং এডিএসআর রমজান আলির স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু কিভাবে সিল এবং স্বাক্ষর জাল হলো সেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চলছে দালাল চক্রের মূল মাথার খোঁজ। আর তার মাঝেই সামনে এলো রেজিস্ট্রি অফিসের দালাল রাজ। রেজিস্ট্রি অফিসে কাজে আসা এলাকাবাসীর অভিযোগ এখানে সরাসরি কোনরকম কাজ হয় না। দালাল নিয়ে গেলে তবেই হচ্ছে কাজ। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। লেট ফি'র নাম করে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এমনকি মৃত ব্যক্তির নামেও হয়ে যাচ্ছে দলিল বলে অভিযোগ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যখন এই ধরনের দালাল রাজ এবং দুর্নীতি হচ্ছে। সেটা কি আধিকারিক এবং কর্মীরা জানতে পারছেন না। না কি এতেও মদত রয়েছে তাদের। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে ওই দপ্তরের হেড ক্লার্ক শফিকুল ইসলাম প্রায় আট বছর ধরে রয়েছেন এখানে। বিজেপির অভিযোগ এই ভাবে দীর্ঘদিন এক অফিসে একই কর্মীকে রেখে দেওয়ার ফলে দপ্তর কে এরা দুর্নীতির আতুরঘর করছে। যদিও হেড ক্লার্ক শফিকুল ইসলাম বা এডিএসআর রমজান আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে তারা কোন মন্তব্য করতে চান নি। তবে মুহুরিদের সূত্রে জানা গেছে, স্বাক্ষর এবং সিল হয়তো প্রতারকরা জাল করে ছিল। কিন্তু সিল কি ভাবে জাল হলো। যদিও রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সিল বা স্ট্যাম্প চুরি হয় তবে কেন অভিযোগ দায়ের হয়নি এর আগে? উঠছে প্রশ্ন? এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির আরো অভিযোগ এতে তৃণমূল যুক্ত রয়েছে। মদত রয়েছে তৃণমূল নেতাদের। যদিও দালাল রাজের কথা মেনে নিয়ে তৃণমূলের দাবি এরকম চলতে থাকলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী যা আদেশ দিয়েছেন সেটা অমান্য করা হয় না। তবে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় জমি মাটি নিয়ে যে দালাল রাজ চলছে। তা কার্যত স্পষ্ট। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন যে অভিযোগ উঠে আসছে সেখানে যদি দুর্নীতি প্রমাণিত হয় তবে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও। স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল রহমান বলেন, এখানে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থা হতে হয়। দালাল মারফত কাজ হয়। বিভিন্ন সময় টাকা নেই। লেট ফিস নাম করে টাকা নেই। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ বাপ্পার অভিযোগ, এখানে এসে যা বুঝলাম সরাসরি কোন কাজ হয় না। দালাল নিয়ে এলেই আপনার কাজ হবে। প্রচন্ড দুর্নীতি চলছে। মুহুরি ইউনিয়নের সম্পাদক মোঃ নাজমুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে ওইভাবে কেউ টাকা নেয় না। এটা ভুল অভিযোগ। আর জাল দলিলের ক্ষেত্রে হয়তো স্বাক্ষর এবং সিল জাল তৈরি করেছিল। কিভাবে করেছিল সেটা তো বলতে পারব না। অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি আবুল হাসান আশরাফী জানান, এটা সত্যি রেজিস্ট্রি অফিস ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ দালাল চক্র চলছে। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এসব চলতে দেওয়া যাবে না। প্রশাসন কে বলব পদক্ষেপ নিতে। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার দাবি, সম্পূর্ণ তৃণমূলের মদতেই হচ্ছে। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা যখন জানছে তো পদক্ষেপ কেন নিচ্ছে না। আর একই অফিসে ৮-৯ বছর ধরে এক কর্মী থেকে যাচ্ছে। ফলে তারা আরো দুর্নীতি করছে। কিন্তু তাদের বদলি হচ্ছে না।

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ! সীমান্তে যাত্রী প্রবেশে ভাটা, ক্ষতির মুখে একাধিক ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০ জুলাই ঃ বাংলাদেশে চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বদল আনতে হবে, এই দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি গোটা বাংলাদেশে। এরই প্রভাব দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেট্রাপোলে। পেট্রাপোল বন্দরে আমদানি- রপ্তানি ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকলেও বাংলাদেশের যাত্রী প্রবেশ একেবারে বন্ধ বললেই চলে। যার ফলে সমস্যায় পড়েছে পেট্রাপোল সীমান্তের ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশের কোটায় চাকরির বিরোধিতা করে ছাত্র আন্দোলন এক বিশাল রূপ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে জারি হয়েছে কারফিউ। পরিস্থিতি বলা যেতে পারে একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ধুঁকছে পেট্রাপোল বন্দরের একাধিক ব্যবসায়ী। যাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে একাধিক বাস পরিষেবা। বাংলাদেশ থেকে একে একে ফিরে আসছে ভারতীয় যাত্রীরা। ভারত থেকেও বাড়ির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ফিরছেন কেউ কেউ। এদিন সেই ছবিই দেখা গেল পেট্রাপোল সীমান্তে। বাংলাদেশ থেকে ফেরা এমনই এক যাত্রী বাপন দাস জানান বাংলাদেশে আন্দোলনের জেরে চোখের সামনে গুলি চলতে দেখছে এমনকি বহুতল বিল্ডিং এ আগুলে জ্বলতেও দেখেছেন। এমনই ওই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছেন। বাংলাদেশের ঢাকা থেকে আসা স্টামফোর্ড ইউভার্সিটির এক ছাত্র এই আন্দোলনকে সমর্থন করে জানান, ২০ কোটা থাকুক আর বাকিটা মেধায় চাকরি দেওয়া হোক। ছাত্র আন্দোলনকারীদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও তুলনা করেন তিনি। তবে কবে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় সেদিকেই তাকিয়ে পেট্রাপোল সীমান্তের ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, গোটা দেশ জুড়ে কারফিউ জারি করল বাংলাদেশ সরকার। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা মোতায়েন করা হবে। রাস্তায় নেমেছে সাঁজোয়া গাড়ি, টহল দিচ্ছে সেনা। উল্টোদিকে মারমুখী ছাত্ররা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে লাঠিসোটা নিয়ে। তারই মধ্যে চলছে কমপ্লিট শাটডাউন। হঠাৎ গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্র। ঢাকা-সহ অধিকাংশ শহরে টোটাল শাট ডাউন। বিরেল যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ, বন্ধ ইন্টারনেট। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু বেড়ে ১০৫। দীর্ঘ ২০ বছরের শাসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এত বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আর কখনও হননি। তাঁর আলোচনার প্রস্তাব বিক্ষোভকারীরা ইতিমধ্যেই খারিজ করে দিয়েছে। দু'হাজার ১৮-র কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় কোটা ব্যবস্থা খারিজ হয়ে গেলেও এ বছর জুনে আদালত মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালের নির্দেশ দেয়। তারপর থেকেই ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে বোমার মত ফেটে পড়েছে বাংলাদেশ।

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ! বন্ধ মৈত্রী এক্সপ্রেস! নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে আসছে বহু বাংলাদেশীয় নাগরিক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ জুলাই ঃ বর্তমানে ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বাংলাদেশের। আর তার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভ বন্ধ ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেস। সূত্রের খবর শুক্রবার বিকেলে মৈত্রী এক্সপ্রেস ভারত থেকে বাংলাদেশে গেলেও আর ভারতে ফেরেনি। আর ইতি মধ্যে জানা গেছে বর্তমানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নেট পরিসেবা। আর এমতাবস্থায় একাধারে যেমন বাংলাদেশ থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে ফিরছেন বাংলাদেশে পড়তে যাওয়া অসংখ্য ভারতের ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি বহু বাংলাদেশের নাগরিকদেরও ভারতে আসতে দেখা গেলো। শনিবার সকালে এমনই চিত্র ধরা পড়লো নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার গেদে সীমান্তে। দুই দেশের বর্তমান বাণিজ্যিক ব্যবস্থা শিথিল থাকলেও ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেস প্রশাসনিক ভাবেই বন্ধ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। গেদে এলাকার স্থানীয় এক ব্যাবসায়ী গৌতম নাথ জানান শুক্রবার আর শনিবার কমবয়সী চার থেকে পাচশত ভারতীয় পড়ুয়া বাংলা দেশ থেকে ভারতে এসেছে, এছাড়া বহু মানুষ যারা ব্যাবসা ও অন্যান্য বিষয়ে বাংলা দেশে গিয়েছিলেন তারাও দেশে ফিরেছেন। ঢাকার নিবাশি এ্যাডভোকেট নাইমুর রহমান জানান বাংলাদেশের ছাত্রদের আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরী হয়নি, গত দু তিন দিনে বিরোধী দলের তরফেই এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সরকার আন্দোলন কারীদের দাবী মেনে নিয়েছে, তিনি আরও জানান আন্দোলনকারীদের দাবী ছিলো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ কমানো, সরকার সেটা কমিয়েছে, আগে যেটা ৫৬ ছিলো বর্তমানে সরকার সেটাকে ২০ করেছে, আর এতে সকলেই খুশি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন আমি ভারতে ঘুরতে এসেছি, এছাড়াও তিনি দাবী করেন এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।

একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে মিছিল করলো তৃণমূল শিক্ষাসেল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ জুলাই ঃ রবিবার ঐতিহাসিক একুশে জুলাই। সারা রাজ্য থেকে হাজার হাজার কর্মী সমর্থক কাল ভিড় জমাবেন ধর্মতলায়। সেই একুশে জুলাই কে সামনে রেখে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তৃণমূল শিক্ষা সেলের মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও পর্শ্বশিক্ষকরা মিছিল করেন। প্রসঙ্গত গত ১৮ তারিখ ব্লক পার্টি অফিসে একটি প্রস্তুতি মিটিং করেন শিক্ষকরা। সেই মিটিংয়ে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান ও বিধায়ক অলোক মাঝি তাঁদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের একটি মিছিল করার আবেদন রাখেন। তাদের ডাকে সারা দিয়ে আজকের এই মিছিল। মিছিলটি ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে জামালপুর বাজার হয়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি ছোট্ট পথসভা করা হয়। মাধ্যমিক সমিতির মিছিলে নেতৃত্বদেন সমিতির ব্লক সভাপতি দেবব্রত মন্ডল, প্রাথমিক সমিতির মিছিলে নেতৃত্ব দেন আব্দুর রহমান ও সৌমেন ভট্টাচার্য্য। শিক্ষকদের এই মিছিলে পা মেলান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। তিনি আজকের এই মিছিল করার জন্য শিক্ষক সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি দুই সংগঠনকে এক হয়ে আগামীদিনে আরো অনেক কাজ করার কথা বলেন।

রবিবার আবার শক্তিগড়ে ল্যাংচা হাবে অভিযানঃ বাজেয়াপ্ত প্রচুর বাসি ও পচা ল্যাংচা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ জুলাই ঃ গত বৃহস্পতিবারের পর শনিবারও শক্তিগড় ল্যাংচা হাবে স্বাস্থ্যদপ্তর, জেলা পুলিশ, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর ও লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তর যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী ও ডেপুটি পুলিশ সুপার (ডিইবি) এ এস চ্যাটার্জী। তারা দেখেন, অধিকাংশ দোকানের রান্নাঘর এখনো অস্বাস্থ্যকর, মিষ্টির কড়াই আঢাকা, কারিগরদের কোন স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয় না। সেখানে সামান্য পরিচ্ছন্নতাও বজায় নেই। কোথাও বা বিষাক্ত রং মেশানো হচ্ছে মিষ্টিতে। এছাড়াও অনেকগুলি দোকানের গুদামে হানা দিয়ে সাত-দশদিন আগে থেকে ভেজে রাখা, ছাতা পড়ে যাওয়া ল্যাংচা মেঝের উপর ডাঁই করে রাখা অবস্থায় দেখা যায়, যা নাকি ২১ জুলাই পুনরায় ভেজে, রসে ডুবিয়ে বিক্রী করবার পরিকল্পনা ছিল। পরীক্ষার জন্য কয়েকটি নমুনা রেখে বাকী প্রায় তিন কুইন্ট্যাল এই ধরণের ভাজা ল্যাংচা আজ বাজেয়াপ্ত করে তা পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। সাতজন দোকানদারকে আইনী নোটিশ ধরানো হয়েছে, কয়েকজনের বিরুদ্ধে শক্তিগড় থানায় ডায়েরীও করা হয়েছে। সমস্ত অসাধু দোকানদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ মামলা রুজু করা হবে শীঘ্রই। তাদের প্রত্যেকের দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও সাত বছর পর্যন্ত হাজতবাস বা উভয়ই হতে পারে। ক্রেতাসাধারণকে শক্তিগড়ে ল্যাংচা কেনার আগে যথেষ্ট সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে স্বাস্থ্যদপ্তর। রবিবার কলকাতামুখি ও কলকাতা ফের ক্রেতাদের স্বার্থে স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারী জারি রাখতে ফুড সেফটি অফিসারদের মোতায়েন করেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শক্তিগড়ের প্রায় ৪০ টি ল্যাংচার দোকানের মধ্যে অধিকাংশেরই ফুড লাইসেন্স নেই। এতদিন ধরে নাম মাত্র রেজিস্ট্রেশন করে ফুড লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা চালাচ্ছিলেন ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা। এদের শোকজের সাথে মোটা অংকের ফাইন করা হবে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে শক্তিগড় ল্যাংচা কল্যাণ ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী বাবুল মন্ডল জানিয়েছেন। ২১ সে জুলাই এরপর তারা ল্যাংচা ব্যবসায়ীদের জন্য সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহন করবেন। ল্যাংচার দোকানগুলিকে আরও আপডেট করা হবে। যারা এখনও ফুড লাইসেন্স করেন নি তাদের অবিলম্বে ফুড লাইসেন্স করে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হবে। এই মাসের ২৩ তারিখের মধ্যেই তারা ফুড লাইসেন্সবিহীন দোকানগুলিকে ফুড লাইসেন্সের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া চালু করা হবে। ক্রেতাদের স্বার্থ এবং স্বাস্থ্য যাতে সুরক্ষিত থাকে সে বিষয়ে জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাবুলবাবু। যদিও প্রশ্ন ওঠে এতদিন ধরে ফুড লাইসেন্স ছাড়াই এই ধরনের ব্যবসা কি ভাবে চালিয়ে আসছিলেন ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা? সেখানে ল্যাংচা কল্যাণ ব্যবসায়ী সমিতিরই বা ভূমিকা কি ছিল? তারা কেন আগেই এই বিষয়ে ল্যাংচা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেন নি? উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই শক্তিগড়ের ল্যাংচার গুনমান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যে দাম শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা নেন, তার থেকে কম দামে আরও ভাল গুনমান বিশিষ্ট ল্যাংচা বর্ধমান শহরে মিষ্টির দোকানগুলিতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র শক্তিগড়ের ল্যাংচার নামে দূর দুরান্ত থেকে মানুষ এসে শক্তিগড়ে ল্যাংচা কেনেন। কম গুনমানের অস্বাস্থকর ল্যাংচা বিক্রয় করে এককথায় ক্রেতাদের প্রতারণা করা হয় বলে অভিযোগও করেছেন ক্রেতারা।

মাজুলির বন্যা ও নদীভাঙন এলাকা পরিদর্শন কেন্দ্রীয় চার সদস্যের এক দলের

অসম, ২০ জুলাই ঃ মাজুলির বন্যা ও নদীভাঙন এলাকা পরিদর্শন করেতে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তঃমন্ত্রালয়ের চার সদস্যের এক দল। শনিবার মাজুলি অন্যতম বন্যা ও নদীভাঙন - প্রবণ শালমারা, জুগুনিধারি এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছে দল। দলে আছেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রালয়ে মুখ্য কায্যনির্বাহী বাস্তুকার বন্দনা সিংহল, জাতীয় পরিবহণ ও রাজমার্গ বিভাগের সহকারি কায্যনির্বাহী বাস্তুকার মৃদুল বুড়াগোহাঁই, জাতীয় গ্রামোন্নয়ন অধিকরণের সচিব রাহুল রাও দিবাকর এবং কেন্দ্রীয় মৎস্য বিভাগের গবেষক- আধিকারিক দিগম্বর শোয়াইন। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের সচিব মিহির কুমারের নেতৃত্ব আট সজস্যের এক দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে অসমের বিভিন্ন বন্যা কবলিক অঞ্চল পরিদর্শন করে পর্যালোচনা করছে। দুভাগে বিভক্ত হয়ে একটি দল বরাক উপত্যকার তিন জেলা এবং অন্য দল ডিব্রুগড়, লখিমপুর ও মাজুলি জেলা সফর করছেন। আজ মাজুলির শালমারা ও জুগুনিধারির ভাঙা নদীবাঁধ পর্যবেক্ষণ করেছে চার সদস্য এক দল। দলটি এদিন সকালে শালমারার কামজান এলেঙি অংশে গিয়ে মাজুলির ভাঙন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। শালমারা থেকে তাঁরা জুগুনিধারি যান। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে মাজুলির জেলাশাসক কাবেরী বরকটকি শর্মাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের এই সফর গতানুগতিক। অন্য এক জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি ববেন, ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের কাজ কী সে সম্পর্কে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কাছে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বলে জানান। প্রতিনিধি দলকে নাকি তিনি অভিযোগ করেছেন, ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের আধিকারিকরা কী কাজ করছেন, সে সম্পর্কে কোনও তথ্য তাঁরা জেলা প্রশাসনকে দেন না।

আবাসনে চুরি রুখতে ফাঁকা আবাসন সিল, বসছে সিসি টিভি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ জুলাই ঃ ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মী আবাসনে চুরি রুখতে ফাঁকা আবাসন সিল করে দেওয়া হল। কর্মী আবাহনে গত ৩ মাসে দু-দু'বার চুরির ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আবাসিকরা। পুলিশ প্রশাসনের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও কিনারা হয় নি। আবাসনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষ আবাসনে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি ফাঁকা পড়ে থাকা আউট হাউস গুলি সিল করে দিলেন । এইসব আউট হাউসে বহিরাগত কিছু লোকজন মাঝে মাঝে এসে ঢুকতে পারে। তাই সেগুলি সিল করে দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন আবাসনে বসবাস কারী কর্মীরা। এই বিষয়ে ডিভিসির মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের এস্টেট অফিসার জীতেন্দ্র কুমার সিনহা তাদের আবাসনের প্রহরীদের দিয়ে বন্ধ থাকা আউট হাউস গুলি সিল করে দিলেন। তিনি বলেন বিদ্যুৎ প্রকল্পের আবাসনে প্রাক্তন সেনা জওয়ানদের নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর চুরির ঘটনায় আমরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি। প্রকল্পের ডিজিএম (প্রশাসন) নীরজ সিনহা সাহেবের নির্দেশ মত এদিন বন্ধ থাকা কিছু আউট হাউসে সিল করা হল। এছাড়াও এবার সমস্ত আবাসনকে সিসিটিভি দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে।

রাস্তা তৈরি শেষ হওয়ার আগেই হতশ্রী, সরেজমিনে বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ জুলাই ঃ পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগেই উঠে আসছে পিচ। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ শুনেই সরেজমিনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। মেজিয়ায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের রানিপুর থেকে বেনাগাড়ি পর্যন্ত বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য পথশ্রী প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই তা উঠে আসছে। এনিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য ঠিকাদার অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করেছে তাই রাস্তায় ব্যবহৃত পিচের উঠে যাচ্ছে । শনিবার সরেজমিন রাস্তা দেখতে এসে শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরিও ঠিকাদার ও শাসকদলের নেতাদের মধ্যে যোগ সাজসের অভিযোগ তুললেন। বিধায়কের দাবি নেতাদের কাটমানি দিতে গিয়ে ঠিকাদার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের মুরগাবনী রেল লাইন থেকে রানীপুর, মুকুন্দপুর গ্রাম হয়ে বেনাগাড়ি পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তার জন্য ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় পথশ্রী প্রকল্পে । চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাস্তার কাজও শুরু হয়। তারপর মাঝে বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি রাস্তা তৈরির কাজ ফের শুরু হয়েছে। চন্দনা বাউরির অভিযোগ রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হতে না হতেই পিচ উঠে কাদা বেরিয়ে আসছে। তা দেখে রীতিমত ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। এলাকাবাসীর দাবী আঙুলে চাপেই উঠে আসছে পিচের আস্তরণ। রাস্তা দিয়ে চলাচল করলেও পায়ের চাপে ফেটে যাচ্ছে পিচ। বিধায়কের অভিযোগ শাসক দলের নেতারা ঠিকাদারের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার ফলেই বাধ্য হয়ে ঠিকাদার ওই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করেছে। তার আরও দাবি যে কার্লভাট হচ্ছে তাতে রড ছাড়াই ঢালাই করা হচ্ছে। বিধায়ক এর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল পরিচালিত মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি ব্যানার্জী বলেন, বিধায়ক রাস্তা নির্মাণ দেখতে আসেননি। উনি নাটক করতে এসেছিলেন। কোনো গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখাননি বা আমাদের কাছে অভিযোগ করেননি। উনি জনা চারেক বিজেপি কর্মীকে সাথে নিয়ে কিছু সোস্যাল মিডিয়ার প্রতিনিধি নিয়ে নাটক করতে এসেছিলেন। ওনার কথার গুরুত্ব কেউ দিচ্ছেন না। তবে ওই রাস্তার ঠিকাদার মৃত্যুঞ্জয় তেওয়ারি নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন বর্ষার সময় পিচের রাস্তা করার ফলেই এই সমস্যা হয়েছে। সেইকারনে দু-এক জায়গায় পিচ ঢালার সময় জল পেয়ে গিয়েছিল। রাস্তার যে অংশে এই সমস্যা হয়েছে সেখানে রাস্তাটি মেরামত করে দেওয়া হবে। আর কার্লভাটের বটম অংশে কোনো রড দেওয়ার কথা ড্রয়িংয়ে নেই। মেজিয়ার বিডিও সেখ আবদুল্লাহ বলেন, এই ধরনের কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসনকে জানানো হবে।

হার ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুলাই ঃ অসুস্থ অবস্থায় নর্দমায় পড়ে থাকা ব্যক্তির সোনার চেইন নিয়ে পালায় দুস্কৃতী। সত্যি অমানবিক কান্ড। শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত প্রণামী মন্দির রোড এলাকার বাসিন্দা নিতু সোনি ১৭ তারিখ কাজে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি অসুস্থতা বোধ করেন এবং রাস্তার পাশের নর্দমায় পড়ে যান। সেই সময় অসুস্থ ওই ব্যক্তির গলা থেকে সোনার চেনটি খুলে নিয়ে চম্পট দেয় এক দুস্কৃতী। বেশ কিছুক্ষণ পর নিতু সোনির জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন প্রচুর লোকজন তাকে উদ্ধার করে সুস্থ করার চেষ্টা করছে, তখন তিনি দেখেন তার গলার চেনটি খোয়া গেছে। এরপর তিনি বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ঘটনার তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এরপর বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ মোঃ আধাস নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

Panchghara Gram Panchayat
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.
NOTICE OF INVITING E-TENDER
The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: NIT NO: PGP/242/2024, DT: 20/07/2024, Sl No: 1 to 4, Bid submission start date (Online) 20/07/2024 at 6.00 pm and last date for online Bid submission up to 27/07/2024 at 2.00 pm. The details information and uploading / Downloading are available in the website.
Sd/-
Pradhan,
PANCHGHARA GRAM PANCHAYAT

ঋষভ পন্থকে ছাড়ছে না দিল্লি ক্যাপিটালস, জল্পনা ওড়াল ফ্র্যাঞ্চাইজি

২০ জুলাই ঃ টি২০ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরে আইপিএলের দলবদল নিয়ে সরগরম হয়ে উঠলো ক্রিকেট মহল। আর জল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে এবার দিল্লি ক্যাপিটালস উঠে এল। গত সাত মরশুমে কোচিং করানো রিকি পন্টিংকে ইতিমধ্যেই ছেঁটে ফেলেছে দিল্লি ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছিল, লাগাতার ব্যর্থতার জেরে এবার ছেঁটে ফেলা হবে অধিনায়ক ঋষভ পন্থকেও। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, তেমন কোনও সম্ভাবনা এই মুহুর্তে নেই। আসলে সম্প্রতি একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, বলে জানতে পারা গিয়েছে, যে লাগাতার ব্যর্থতার জেরে এবার সম্পূর্ণ নতুন করে দল নতুন করে সাজাতে চাইছে দিল্লি ক্যাপিটালস। সেই লক্ষ্যে এবার অধিনায়ক পন্থ সহ দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়া হবে। নিলামে নতুন করে দল সাজানো হবে। কিন্তু দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, এই জল্পনায় কোনও সত্যতা নেই। ঋষভ পন্থকে ছাড়া হচ্ছে না। আগামী মরশুমেও ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষককে কেন্দ্র করেই দল গঠন হবে। মেগা নিলামে ভালো ভালো ক্রিকেটার তুলে আগামী মরশুমে ভালো দল গড়তে চায় দিল্লি। রিকি পন্টিংকে ছেড়ে দেওয়ার পরে দিল্লির দিল্লি ক্যাপিটালস-এ এই মুহূর্তে কোনও কোচ নেই। একটা সময় জল্পনা ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে হেড কোচ করতে চাইছে দিল্লি। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে খবর, তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। সৌরভ যেমন ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট আছেন, তেমনই থাকবেন। হেডকোচ তিনি হতে চান না। অন্য কাউকে হেডকোচ হিসাবে নিয়োগ করা হতে পারে জানতে পারা গিয়েছে।

আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার খেলবেন ভারতের ক্লাবে!

২০ জুলাই ঃ শুধু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কিংবা ইস্টবেঙ্গল নয়, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের অন্য ক্লাবের পক্ষ থেকেও দেওয়া হতে পারে চমক। সম্প্রতি এমনই এক সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে ক্রীড়া সংবাদ মাধ্যমে। ইজিকুয়েল ভিদাল নামের আর্জেন্টিনার এক ফুটবলারকে দলে নিতে চলেছে পাঞ্জাব এফসি। নতুন মরসুমের জন্য ইতিমধ্যে ফিলিপ ও লুক ম্যাজসেনকে নিশ্চিত করেছে পাঞ্জাব এফসি। এবার আর্জেন্টিনার ফুটবলারকে সই করিয়ে নিতে পারে এই ভারতীয় ক্লাব। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার এজেকুয়েল ভিদাল তাঁর শহরের ক্লাব ওলিম্পোর যুব একাডেমি থেকে শুরু করেছিলেন। ২০১১ সালে সিনিয়র দলে উন্নীত হলেও ২০১৩ সালের মে মাসের আগ পর্যন্ত সান লরেঞ্জোর বিপক্ষে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয়নি ভিদালের। ২০১৪-১৫ মরসুমে ক্লাবের হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আর্জেন্টিনার প্রিমেরা ডিভিশনের দল ইন্দিপেন্দিয়েন্তের সঙ্গে লোনে চুক্তিবদ্ধ হন। সেখানে এক মরসুম কাটানোর পর অলিম্পোতে ফিরে আসেন। এরপর ইকুয়েডরের সিরি আ ক্লাব দেলফিনে যোগদান করেছিলেন। অলিম্পিকোতে ২০১৬-১৭ মরসুমে আরও ছয়টি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরের গ্রীষ্মে উরুগুয়ের প্রিমেরা দিভিসিওনে লোনে জুভেন্টাদে যোগ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি, ২৮ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ান লিগা ১-এ পারসিতাটি হয়ে খেলেছিলেন। দুই মরসুমে ৬০ টি ম্যাচে ১৭ টি গোল করেছিলেন এবং ১৩টি গোল করানোর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন।

বিদেশি লিগে খেলার আবেদন নস্যাৎ তিন সিনিয়র পাক ক্রিকেটারের

২০ জুলাই ঃ আরও কড়া পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিদেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপাল তারা। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদির মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা বিদেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলতে যাওয়ার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট চেয়েছিলেন পিসিবির কাছে। কিন্তু তাঁদের আবেদন নস্যাৎ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ২০২৪ সাল থেকে মার্চের ২০২৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের ব্যস্ত ক্রীড়াসূচি রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আইসিসির বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ৯টি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। আগামী বছরই রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। সিলেকশন কমিটির সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে স্থির হয়েছে তিন জন ক্রিকেটারের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের আবেদন বাতিল করে দিয়েছে পিসিবি। কারণ বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান এবং শাহিন আফ্রিদিকে পাকিস্তানের জার্সিতে বহু ম্যাচ খেলতে হবে। সেই কারণেই এই তিন ক্রিকেটারের আবেদন না মঞ্জুর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসিফ আলি, ইফতিকার আহমেদ, মহম্মদ আমির ও মহম্মদ নওয়াজের আবেদন মেনে নিয়ে তাঁদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের আবেদন মঞ্জুর করেছে। এর আগে পাক ক্রিকেটারদের কেন্দ্রীয় চুক্তি কমানো হবে বলে জানিয়েছিল পিসিবি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পথ অনুসরণ করবে পাকিস্তান। তিন বছরের পরিবর্তে এক বছরের চুক্তি করা হবে বলে স্থির করেছে পিসিবি।

ইউনাইটেডের কাছে হার মহামেডানের

সুপার সিক্সের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছে সাদা-কালো ব্রিগেড

মহামেডান ঃ ১ (মহিতোষ)
ইউনাইটেড স্পোর্টসঃ ৩
(রোমিংথাঙ্গা, সুজল ২)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে কলকাতা লিগ জমিয়ে দিল ইউনাইটেড স্পোর্টস। শনিবার মহামেডান মাঠে সাদা কালো ব্রিগেডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল ইউনাইটেড। ফলে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল ইউনাইটেড। দুই দলের সুপার সিক্স ভাগ্যই এই ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছিল। এই ম্যাচে নামার আগে পাঁচ ম্যাচ খেলে তিনটে জয় একটা ড্র ও একটিতে হার নিয়ে মহামেডানের সংগ্রহ ছিল ১০ পয়েঃট। ইউনাইটেড পাঁচ ম্যাচে তিনটে জয় দুটো হেরেছিল। সুপার সিক্সের লড়াইয়ে ফিরতে হলে দুই শিবিরকেই এই ম্যাচে জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হত। সেটাই করল দুই শিবির। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই সমানে সমানে লড়াই করছে দুই শিবির। কিন্তু প্রথমার্ধে কোনও দলই গোলমুখ খুলতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় ইউনাইটেড। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৭ মিনিটে রোমিংথাঙ্গার হেডারে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ৮১ মিনিটে দুর্দান্ত গোল করে ইউনাইটেডের সুজল মুন্ডা ব্যবধান বাড়ান। এর পর অবশ্য মহামেডানের মহিতোষ ব্যবধান কমান। সংযুক্ত সময়ে ফের সুজল মুন্ডার গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইউনাইটেড। এই জয়ের ফলে ইউনাইটেড স্পোর্টস পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে উঠে এল। অর্থাৎ সুপার সিক্সে ওঠার দৌড়ে চলে এল। অন্যদিকে এদিনের হার মহামেডানের লড়াই আরও কঠিন করে দিল। পরে ম্যাচটা তাদের জয়ী হতেই হবে। তা না হলেই মুশকিলের পরবে তারা। ময়দানে এই কথাই ছড়াচ্ছে।

ইউরো জয়ের মঞ্চে রাজনৈতিক মন্তব্য, দুম্যাচ নির্বাসনের মুখে রড্রি-মোরাতা

২০ জুলাই ঃ কোপা আমেরিকা জয়ের পরে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছে আর্জেন্টিনা। ঠিক তেমনই ইউরো কাপ জয়ের উদযাপনে রাজনৈতিক মন্তব্য করায় দুম্যাচ নিষেধাজ্ঞার মুখে স্পেনের অধিনায়ক আলভারো মোরাতা ও রড্রি। ২০১২ সালের পরে স্পেন বড় কোনও টুর্নামেন্ট জিতল। রড্রি টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হয়েছেন। ইউরো জয়ের উদযাপনের সময়ে এই দুই স্প্যানিশ ফুটবলার জিব্রাল্টর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিতর্কে জড়ান। স্পেন উপকূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ জিব্রাল্টার দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে যুক্তরাজ্যের শাসনাধীন। জিব্রাল্টর নিয়ে স্পেন ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের সমস্যা। সেই প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তুলেছেন

দুই স্প্যানিশ ফুটবলার। আর খেলার মঞ্চে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তুলে ধরায় নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে। ইংল্যান্ডকে ইউরোতে দুরমুশ করার পরে রড্রি ও মোরাতা গান ধরেন, জিব্রাল্টরের সার্বভৌমত্ব স্পেনের। এতেই যত বিপত্তি। উয়েফা মনে করছে, এহেন রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ম ভেঙেছে। উয়েফার শৃঙ্খলাবিধি লঙ্ঘন মূল্যায়ন করার জন্য একজন শৃঙ্খলারক্ষা আধিকারিক নিযোগে করা হচ্ছে। তিনি দুই ফুটবলারের কার্যবিধি খতিয়ে দেখবেন। দুই ফুটবলার অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। দিনকয়েকের বিশ্রামের পরে রড্রি ফিরে যাবেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে। অন্যদিকে মোরাতা যোগ দেবেন নতুন ক্লাব এসি মিলানে। নতুন ক্লাবের সঙ্গে দ্রুত অনুশীলন শুরু করবেন মোরাতা।

বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হলেন ছাংতে, নজর কাড়লেন ডেভিড

২০ জুলাই ঃ গত বেশ কয়েক বছর ধরেই দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। জাতীয়

দলের পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলে ও চমকপ্রদ পারফরম্যান্স ছিল এই ফুটবলারের। দলকে সাফল্য এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে। জাতীয় দলের জার্সিতে ট্রফি জয়ের পাশাপাশি মুম্বাই সিটি এফসির শিল্ড জয় কিংবা আইএসএল জয়ের অন্যতম কান্ডারী থেকেছেন মিজোরামের এই ফুচবল তারকা।

সবকিছু মাথায় রেখেই ফের তাঁকে বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শুক্রবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই কথা তুলে ধরে এই ফুটবল সংস্থা। যা নিঃসন্দেহে খুশি করেছে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। উল্লেখ্য, গত মাসে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ও নজর কেড়েছিলেন ছাংতে। শক্তিশালী কাতারের বিপক্ষে তাঁর গোলেই এগিয়ে ছিল ব্লু-টাইগার্স। শেষ পর্যন্ত জয় না আসলেও ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স মন জয় করেছিল সকলের। এবার যোগ্য সম্মান পেলেন এই ফুটবল তারকা। এছাড়াও প্রমিসিং ফুটবলার হিসেবে উঠে এসেছে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গার নাম। বলাবাহুল্য, গত ফুটবল সিজনে তাঁর দুরন্ত পারফরম্যান্সে সাফল্য পেয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কলকাতা লিগের পাশাপাশি দলকে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে ও সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন মনিপুরের এই তরুণ প্রতিভা। সেই সুবাদে নয়া সিজনে আইএসএল খেলবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অর্থাৎ এবার দেশের প্রথম সারির টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে ময়দানের তিন প্রধান। কিন্তু নয়া মরসুমে লাল-হলুদে যোগ দিয়েছেন ডেভিড। নতুন দলের জার্সিতে এবার সেরাটা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ডেভিডের কাছে।

পাকিস্তান থেকে সরবে মেগা ইভেন্ট

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে দল পাঠাতে নারাজ বিসিসিআই

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক ঃ ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (ক্টিঞ্জডডক্লটাঢ় স্বগুাগ্ণঞ্জত্র ২০২৫) খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠাতে নারাজ বিসিসিআই। আর ভারতীয় দল পাক মুলুকে খেলতে না গেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সরতে পারে ইমরান খানের দেশ থেকে। এমনটাই খবর। একটি সর্বভারতীয় হিন্দি দৈনিকের খবর অনুযায়ী, ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তান থেকে সরতে পারে। তবে যদি কিন্তু একটা থাকছে। ভারত যদি পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে না যায় তাহলে সেখান থেকে সরে যাবে এই টুর্নামেঃট। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেক্ষেত্রে টুর্নামেঃট সরে যেতে পারে দুবাই বা শ্রীলঙ্কায়। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সূত্রও একই কথা বলছে। আগামী বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ৫ মার্চ পর্যন্ত চলবে টুর্নামেঃট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও ক্রীড়াসূচির খসড়া আইসিসিকে

পাঠিয়ে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর।৮ বছর পরে ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির। ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে যাবে, এমনটা ধরে নিয়েই সূচি তৈরি করেছে পিসিবি। নিরাপত্তার কারণে একটি মাত্র মাঠেই ভারতের ম্যাচ আয়োজন করার কথা ভাবা হচ্ছে। লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে সব ম্যাচ খেলার কথা মেন ইন ব্লু'র। কিন্তু ভারত আপত্তি জানিয়েছে। আর ভারত বেঁকে বসাতেই পাকিস্তান থেকে সরে যেতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।

বর্ষসেরা কোচ হলেন খালিদ জামিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ গত মরসুম থেকেই জামশেদপুর এফসির কোচিং এর দায়িত্বে আছেন খালিদ জামিল। তাঁর তত্বাবধানে আইএসএলে অনেকটাই ছন্দে ছিল তার দল। একটা সময় আইএসএলের টপ সিক্সে ওঠার দাবিদার ছিল জামশেদপুর এফসি। বেশ কিছু ফুটবলার উঠে এসেছে তার হাত ধরে। এমনকি ইন্ডিয়ান সুপার লিগের পাশাপাশি সুপার কাপে ও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল জামশেদপুর। তাই এবার তাঁকেই বর্ষসেরা কোচের সম্মান দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। শুক্রবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল সাইট এই খবর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে মুম্বাই এফসি, ২০১৬ সালে আইলিগের ফুটবল ক্লাব আইজল এফসিতে কোচিং করেন। প্রথমবারেই আইজলকে প্রশিক্ষণ করে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করেন তিনি। এরপর ইস্টবেঙ্গলের মত দলকেও কোচিং করান।

এর বেশি আমার আর কী করার আছে', নিজেই প্রশ্ন তোলেন শামি

কলকাতা, ২০ জুলাই ঃ মহম্মদ শামি বোলিং অনুশীলন শুরু করেছেন নেটে। পুরোদস্তুর সুস্থ হননি তিনি। নেটে বোলিং শুরু করলেও আগের সেই ছন্দ ফিরে পেতে এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে তাঁর। এই বর্তমানে থাকলেও শামি ফিরে যাচ্ছেন অতীতে। কিছু সিদ্ধান্তের যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এখনও খুঁজে পান না শামি। ২০১৯ বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে ডাগ আউটে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তে এখনও তিনি বিভ্রান্ত। এক ইউটিউব অনুষ্ঠানে শামি সেই পুরনো অধ্যায় তুলে ধরেছেন। স্মৃতি রোমন্থন করে বাংলার পেসার বলছেন, ২০১৯ সালের বিশ্বকাপে আমি প্রথম ৪-৫টা ম্যাচ খেলিনি। আমি হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপ শুরু করি। পাঁচ উইকেট দখল করি, পরের ম্যাচে আবার চারটি উইকেট নিই। ২০২৩ সালেও একই ঘটনা ঘটে। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে আমি খেলিনি। পাঁচটি উইকেট নেওয়ার পরের ম্যাচে চারটি উইকেট এবং পরের ম্যাচে পাঁচটি উইকেট দখল করি। ২০২৩ বিশ্বকাপে শামি সাতটি ম্যাচে ২৪টি উইকেট দখল করেন। ২০১৯ বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ তুলে ধরে শামি বলেন, তিনটি ম্যাচে আমি ১৩টি উইকেট দখল করি। এর থেকে বেশি আর কি প্রত্যাশা করা যায় আমার থেকে? ২০১৯ বিশ্বকাপে বেশ ভালো পারফরম্যান্স করলেও শামিকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডাগ আউটে বসে থাকতে হয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে শামির অনুপস্থিতি ভোগায় ভারতীয় দলকে। কিউয়িদের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় ভারত। তাঁকে কেন বাদ দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে এখনও তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর পান নি। শামি বলেছেন, আমার কোনও প্রশ্ন নেই, উত্তরও জানা নেই। সুযোগ পেলে আমি নিজেকে প্রমাণ করতে পারি। আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তিনটি ম্যাচে আমি নেমেছিলাম, ১৩টি উইকেট নিয়েছিলাম। নিউজিল্যান্ডের কাছে আমরা হেরে যাই। মোট চারটি ম্যাচ খেলে ১৪টি উইকেট সংগ্রহ করেছিলাম। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে সাতটি ম্যাচে ২৪টি উইকেট নিই।২০১৯ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিরাট কোহলি। কোচ রবি শাস্ত্রী। চার বছর পরের বিশ্বকাপে নেতৃত্ব বদলে যায়। বিরাট কোহলির পরিবর্তে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব রোহিত শর্মার হাতে আসে। কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। শামির দুর্দান্ত বোলিংয়ের পরেও ভারত বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে পারেনি।

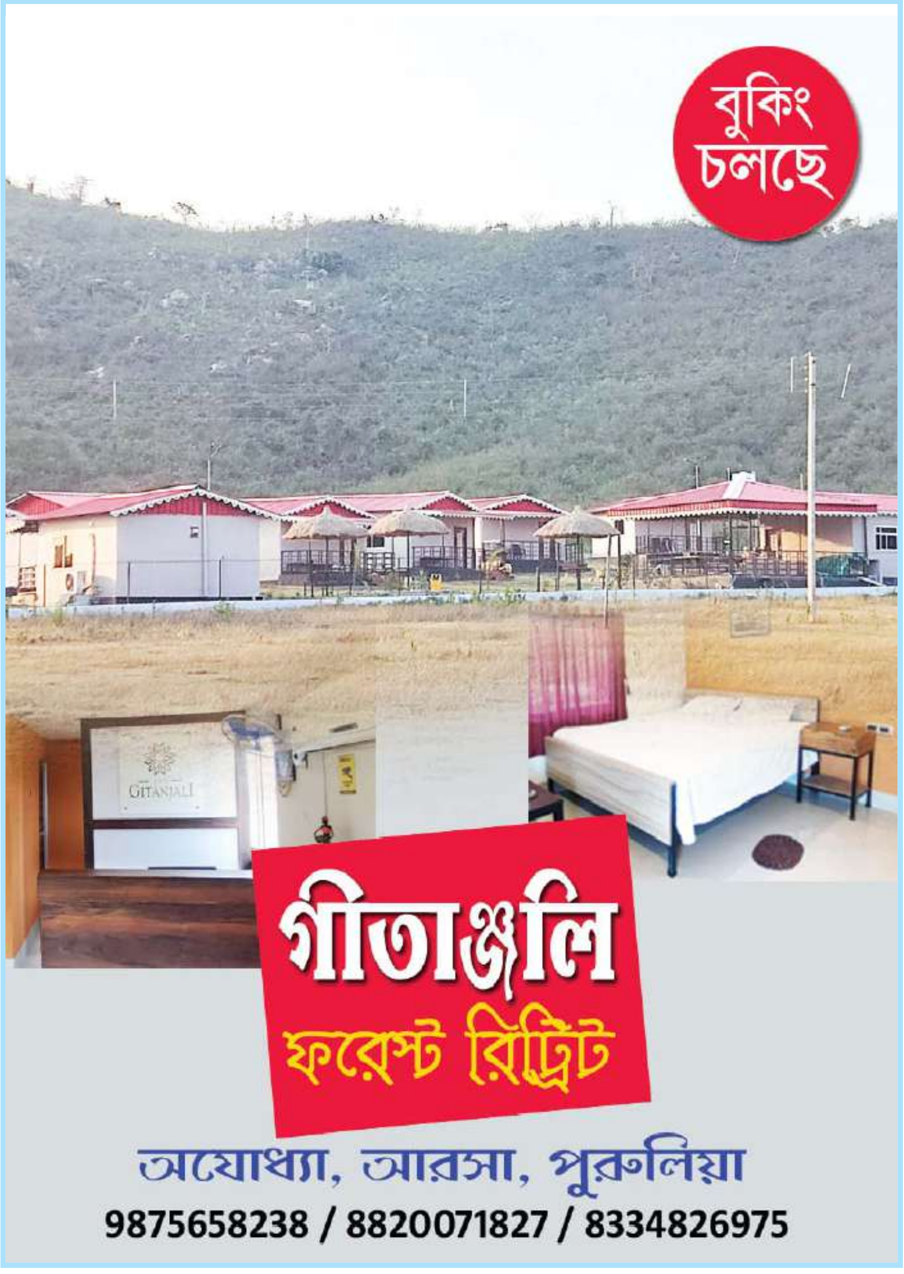

কেন লাওতারো মার্তিনেজের চোখ বেয়ে জল নামেনি, জয়ের আনন্দে মুখে হাসিও ফোটেনি

২০ জুলাই ঃ মারিয়ার কান্নার যথেষ্ট কারণ ছিল। আর্জেন্টিনার জার্সিতে এটিই যে তাঁর শেষ ম্যাচ। লিওনেল মেসির চোখের কোণে জল থাকাও অস্বাভাবিক নয়। পায়ে চোট নিয়ে আগেভাগে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। তবুও যে সতীর্থরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গেছেন, এনে দিয়েছেন কোপা আমেরিকার ট্রফি, তাতে আনন্দে চোখে জল তো আসতেই পারে। কিন্তু লাওতারো মার্তিনেজ? চোখ বেয়ে জল নামেনি। জয়ের আনন্দে মুখে হাসিও ফোটেনি। বরং চোখেমুখে কী ইস্পাত কঠিন এক অনুভূতির প্রকাশ। ঘাসের সবুজ মাঠ আর গ্যালারিতে আর্জেন্টাইনদের হুল্লোড়, হইচই। এর মধ্যেও যেন অনুভূতির বিপরীত প্রান্তে তিনি। কী ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পর, কী খানিক পর দলের সবাই মিলে বৃত্তাকার হয়ে নাচানাচির সময়েও। এমনকি মঞ্চে উঠে ব্যক্তিগত স্বীকৃতির স্মারক হাতে নেওয়ার মুহূর্তটাতেও! এই লাওতারোর সাম্প্রতিক অতীতের গল্পটা যাদের জানা, তারা জানেন চোখেমুখে এমন অভিব্যক্তির কারণ। ওই চোখ দুটো যেন ঝলসে দিচ্ছিল কিছু একটা। অমন কঠিন মুখটা যেন গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিল কিছু একটা! কী সেটা জানতে খুব বেশি নয়, দুই বছর পেছনে ফিরলেই চলবে। ২০২২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা তাঁকে কাতারে নিয়ে গিয়েছিল দলের প্রধান স্ট্রাইকার হিসেবে। মেসি দলের প্রাণভোমরা হতে পারেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠানোর মূল দায়িত্বটা ছিল মার্তিনেজেরই। কিন্তু প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের বিপক্ষে সেটা করতে না পারাতেই গড়বড় হতে শুরু করে সব। মেসির নৈপুণ্যে সেই বিশ্বকাপ শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাই জিতেছে। ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে হাতে তুলেছে বিশ্বকাপ ট্রফি। কিন্তু মেসির স্বপ্নের সেই বিশ্বকাপ ব্যক্তি মার্তিনেজের জন্য ছিল দুঃস্বপ্নের। ৬ ম্যাচে মোট ২৪২ মিনিট মাঠে ছিলেন। কোনো গোল তো করতে পারেনইনি, সহায়তাও করতে পারেননি। পরিস্থিতি এমন বাজে ছিল যে প্রথম ম্যাচের পর লিওনেল স্কালোনি তাঁকে আর কোনো ম্যাচে নব্বই মিনিটই খেলাননি। মার্তিনেজের জায়গায় সুযোগ পেয়ে আর্জেন্টাইন ফুটবলে নতুন তারা হিসেবে জ্বলে ওঠেন হুলিয়ান আলভারেজ। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে ফিরলেও ব্যক্তি মার্তিনেজকে ফিরতে হয় শূন্য হাতে। সঙ্গে আর্জেন্টাইন জার্সিতে নিজের ভবিষ্যতকে বড় প্রশ্নের মুখে রেখে। প্রথম ম্যাচে কানাডার বিপক্ষে করলেন এক গোল, পরের ম্যাচে চিলির বিপক্ষে আরও একটি। সেদিন ২০১৬ আসরের চ্যাম্পিয়নরা প্রায় রুখেই দিয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। কিন্তু মার্তিনেজই ৮৮ মিনিটে গোল করে দলকে উদ্ধার করেন, জেতান ১-০ ব্যবধানে। প্রথম দুই ম্যাচে দুই গোল করেই যেন দেশের জার্সিতে ছন্দ পেয়ে যান ইন্টার মিলান তারকা। পরের ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে করেন জোড়া গোল। তবে যে কোনো 'শাপমোচনের' গল্প পূর্ণতা পেতে লাগে মধুর সমাপ্তি। আজ মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে কাপো আমেরিকার ফাইনাল যেন সেটিই দেখল। নব্বই মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধও গোলশূন্য সমতায় শেষ। কিছুক্ষণ পরই খেলা গড়াবে টাইব্রেকারে, যা অনেকটা ভাগ্যপরীক্ষাও। আর এমন সময়ই ম্যাচের ১১২ মিনিটে আর্জেন্টিনার গোল, আর সেটি লাওতারো মার্তিনেজেরই! কলম্বিয়া গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বলটা জালে পাঠিয়েই পোস্টের পেছন দিয়ে মাঠ লাগোয়া সাইডলাইন ধরে দৌড়ালেন অনেকটা পথ। যেন ভেতরে জমে থাকা চাপ বা অপ্রাপ্তির আক্ষেপই ছড়িয়ে দিতে চাইলেন চারপাশে। মার্তিনেজের শেষ মুহূর্তের এই গোলেই আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন! দুই বছর আগে একাদশে জায়গা পাচ্ছিলেন না, আর এবার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে বদলি নেমে ট্রফি জেতানো গোল যেন মোক্ষম শাপমোচনই হল তাঁর। কোপা আমেরিকায় আসার আগে ইন্টার মিলানের হয়ে লিগ জেতার পথে করেছিলেন ২৪ গোল, যা সিরি আ সর্বোচ্চ। এবার আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা জয়ের পথেও টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ গোল! লাওতারো মার্তিনেজ শুধু নিজেকেই ছাড়িয়ে যাননি, খুব সম্ভবত ব্যালন ডি'অরের দৌড়েও অনেককেও।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com